NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

# একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ভারতের অর্থনৈতিক উত্থান; এক বিশ্ব শক্তির অর্বিভাব হতে চলেছে

ঝুলি শূন্য, হাল ফিরল না ইস্টবেঙ্গলের, হেরে গেল ওড়িশার কাছেও ৮

কলকাতা ২৩ অক্টোবর ২০২৪ ৬ কার্তিক ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৩১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.10.2024, Vol.18, Issue No. 131 8 Pages, Price 3.00

## প্রতিশ্রুতি পালন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

# জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি মেনে টাস্ক ফোর্স গঠনের নির্দেশিকা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** প্রতিশ্রুতি পালন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠকের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের দাবি মতো রাজ্যের প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সুরক্ষায় বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করে দিলেন তিনি।

জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি মেনে রাজ্য স্তরে টাস্ক ফোর্স গঠনের নির্দেশিকা জারি করল নবান্ন। মোট ১০ দফা দাবির মধ্যে অধিকাংশই মেনে নেওয়ার কথা জানিয়েছিল রাজ্য। তবে সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জুনিয়র ডাক্তারদের বৈঠকে টাস্ক ফোর্স গঠনের বিষয়টি ফের ওঠে। ডাক্তারদের তরফে রাজ্যকে এই বিষয়ে একটি ‘ডিরেক্টিভ’ বা নির্দেশিকা দেওয়ার দাবি জানানো হয়। বৈঠকের পরের দিনই রাজ্যভিত্তিক টাস্ক ফোর্স গঠনের কথা জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

মূলত রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন, চিকিৎসক-সহ অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং অভিযোগের নিষ্পত্তি করাই হবে টাস্ক ফোর্সের সদস্যদের কাজ। সোমবারের বৈঠকেই স্থির হয়েছিল এই রাজ্যভিত্তির টাস্ক ফোর্সের সদস্য কারা হবেন। সেই মতো মঙ্গলবার নবান্নের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, স্বাস্থ্য সচিব এই টাস্ক ফোর্সের সদস্য হবেন। তা ছাড়াও সদস্য হিসাবে থাকবেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার (সিপি), সিনিয়র রেসিডেন্ট ডাক্তারদের দুই প্রতিনিধি, জুনিয়র রেসিডেন্ট ডাক্তারদের দুই প্রতিনিধি, রাজ্য অভিযোগ নিষ্পত্তি বিষয়ক কমিটির এক সদস্য এবং পড়ুয়াদের মধ্যে এক জন। তবে তাঁকে মহিলা হতে হবে। মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করতে সোমবারের বৈঠকেই এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

Government of West Bengal
Office of the Chief Secretary

[illegible]-CS/2024 Dated: 22.10.2024

ORDER

[illegible]: Constitution of State Level Task Force for ensuring safety, security, and improvement [illegible] healthcare system in the State of West Bengal.

[illegible] of the Government of West Bengal's commitment to enhancing the quality of [illegible] services across the State, and in view of the safety, security, and grievances of [illegible] professionals, the State Government hereby constitutes a State Level Task Force [illegible] the following composition:

1. Chief Secretary, Government of West Bengal – Chairperson
2. Home Secretary, Government of West Bengal
3. Director General of Police, West Bengal
4. Principal Secretary, Health & Family Welfare
5. Commissioner of Police, Kolkata
6. Two Representatives of Senior Resident Doctors
7. Two Representatives of Junior Resident Doctors
8. One Representative from State Level Grievance Redressal Committee
9. One Representative from students (female)

[illegible] of Reference:
[illegible] State Level Task Force shall undertake the following tasks and ensure their expeditious [illegible]:

1. Strengthening Healthcare Infrastructure including the ongoing works related to On Duty Rooms, Washrooms, Drinking Water Facilities, and CCTV Surveillance Systems.
2. Deployment of Police and Security Personnel including mobile police surveillance teams.
3. Implementation of Centralized Helpline and Panic Button System.
4. Implementation of the Centralized Referral System and Real-Time Bed Availability Information System.
5. Overseeing the functioning of various committees including the Security Audit Committee, Internal Complaints Committee etc.



নবান্নের বৈঠকে টাস্ক ফোর্স গঠনের বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন জুনিয়র ডাক্তার দেবাশিস হালদার। তিনি বলেন, ‘একটা যেমন স্টেট টাস্ক ফোর্স হচ্ছে, আমরা বলছি প্রত্যেকটা কলেজ স্তরে এ রকম মনিটরিং কমিটিও হোক। যেটা কলেজ লেভেল টাস্ক ফোর্স হবে। সেখানে যেমন অধ্যক্ষ থাকছেন, সুপার থাকছেন, বিভাগীয় প্রধানেরা থাকছেন, সিস্টার-দিদিদের প্রতিনিধি থাকছেন। রোগীর পরিজন থাকতে পারেন। ঠিক তেমনই, জুনিয়র ডাক্তার এবং ছাত্রদের প্রতিনিধিদের রাখা জরুরি।’ উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ‘আমরা নিশ্চয়ই এটা কনসিডার করতে পারি। আমার মনে হয় না, এ নিয়ে কোনও সমস্যা হবে।’ অন্যদিকে, জুনিয়র ডাক্তারেরা সরকারের কাছে বৈঠকের লিখিত নির্যাস চেয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, মঙ্গলবার দুপুরে লিখিত নির্যাস পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেই মতো বৈঠকে আলোচিত বিষয়গুলির উল্লেখ করে লিখিত আকারে প্রকাশ করেছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

নবান্নের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে রাজ্যভিত্তিক এই টাস্ক ফোর্স স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিকাঠামো, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর নজর রাখবে। এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় হেল্পলাইন, প্যানিক বাটন সিস্টেম, কেন্দ্রীয় রেফারাল ব্যবস্থার রূপায়ণও খতিয়ে দেখবেন টাস্ক ফোর্সের সদস্যেরা। অভিযোগ জানানোর অভ্যন্তরীণ কমিটি-সহ একাধিক কমিটির কাজও খতিয়ে দেখবে এই টাস্ক ফোর্স। টাস্ক ফোর্সের সদস্যেরা মাসে অন্তত এক বার বৈঠকে বসবেন।

# ওয়াকফ বিল নিয়ে জেপিসি বৈঠকে তুলকালাম

## একদিনের জন্য সাসপেন্ড জখম সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

**নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর:** আশঙ্কা ছিলই। তা সত্য প্রমাণিত করে ওয়াকফ বিল নিয়ে মঙ্গলবারের যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি)-র বৈঠকে হল তুমুল অশান্তি। শুধু বাগ্বিতণ্ডায় সীমাবদ্ধ থাকেনি বৈঠক। অশান্তির জেরে আহত হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কাচের বোতল ভেঙে তার হাত জখম হয়েছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, বৈঠকে অসংসদীয় ভাষা প্রয়োগের জন্য কল্যাণকে এক দিনের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। বৈঠকের শেষে দেখা যায় আহত কল্যাণকে ধরে বাইরে নিয়ে আসছেন ‘অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন’ (মিম) সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদের পাশে দেখা গিয়েছে আম আদমি পার্টি (আপ)-এর রাজ্যসভা সাংসদ সঞ্জয় সিংকেও। সূত্রের খবর, কল্যাণের হাতে ছ’টি সেলাই দিতে হয়েছে।

*এরপর দুয়ের পাতায়*

# ডানা মোকাবিলায় আজ থেকেই সতর্কতা জারি

## ২৩ থেকে ২৬ অক্টোবর ন’টি জেলায় সব স্কুল ছুটি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় ডানার মোকাবিলায় রাজ্য সরকার সবরকম ভাবে প্রস্তুত আছে। উপকূলবর্তী পাঁচ জেলা-সহ ৭ জেলায় এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়তে পারে। তাই ওই সব জেলার জন্য বিশেষ সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দুপুরে নবান্নে ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলা প্রস্তুতি নিয়ে তিনি এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন। পরে সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী জানান, দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য আমাদের সরকার প্রস্তুত আছে। উপকূল এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনা হচ্ছে। দিঘা- মন্দারমনির মতো পর্যটন কেন্দ্রে পর্যটকদের গতিবিধিতে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সতর্ক করতে চালানো হচ্ছে মাইকিং। ইতিমধ্যেই রাজ্য ও জেলাস্তরে ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম চালু করা হচ্ছে। প্রধান সচিব পদমর্যাদার আধিকারিকদের পর্যবেক্ষক হিসেবে ওই সাত জেলায় পাঠানো হয়েছে। সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা হিসেবে বুধবার থেকে ২৬ তারিখ পর্যন্ত সব স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ রাখা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

ডানার কারণে ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে ২৩-২৬ তারিখ দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, হুগলি হাওড়া ও কলকাতার সব স্কুলে পঠনপাঠন বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতেই এই সিদ্ধান্ত, এদিন সাংবাদিক বৈঠকে জানান মমতা। একইসঙ্গে ২৩ থেকে ২৬ আইসিডিএস সেন্টার বন্ধ থাকছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর অনুযায়ী ২৪ অক্টোবর রাত থেকে ২৫ অক্টোবর সকালের মধ্যে পুরী এবং সাগরদ্বীপের মাঝে ল্যান্ডফল হতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর। প্রভাব পড়বে হাওড়া , হুগলি, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা, পর্যটকদের সমুদ্রের ধার থেকে সরানোর কথা বলা হয়েছে।’

একইসঙ্গে এও জানান, ‘সাত জন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে সাত জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ২৪ তারিখে ক্যাবিনেট বৈঠক আছে। কিন্তু সেখানে আবার দুর্যোগের কবলে যে জেলাগুলি রয়েছে সেখানকার মন্ত্রীদের আসতে নিষেধ করা হয়েছে।’ একইসঙ্গে আর্থিক সাহায্য নিয়ে এদিন ফের একবার ক্ষোভ উগরে দেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। বলেন, ‘পর পর একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেও কেন্দ্রের তরফ থেকে সেইভাবে কোনও অর্থ সাহায্য মেলে না।’

## উপনির্বাচনে ৮৯ কোম্পানি বাহিনী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্যে আসন্ন ছয় বিধানসভার উপনির্বাচনের জন্য আপাতত ৮৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে হচ্ছে। এর মধ্যে মাদারিহাটে ১৪ কোম্পানি, নৈহাটিতে ১০ কোম্পানি, হাড়োয়ায় ১৫ কোম্পানি, মেদিনীপুরে ১৬ কোম্পানি, তালডাংরায় ১৮ কোম্পানি ও সীতাইতে ১৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

*বিস্তারিত শহরের পাতায়*

## বাংলায় আসছেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী বছরের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে বাংলায় আসছেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোগবে। মঙ্গলবার নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন হবে ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি। ওই সম্মেলনে অতিথি হিসেবে থাকবেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘ভুটান আমাদের প্রতিবেশী। সীমান্তবর্তী দেশগুলির সঙ্গে যত ভাল সম্পর্ক থাকবে, দেশ তত ভাল থাকবে।’

## সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্যই: আদালত

# হাইকোর্টে স্থগিত আরজি করের ৫১ জন চিকিৎসকের সাসপেনশন

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** হুমকি সংস্কৃতি (থ্রেট কালচার)-র অভিযোগ ওঠায় আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ৫১ জন জুনিয়র ডাক্তারকে সাসপেন্ড (নিলম্বিত) করা হয়েছিল। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিল, কলেজ কর্তৃপক্ষ ওই জুনিয়র ডাক্তারদের সাসপেন্ড করার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা কার্যকরী নয়। বিচারপতি কৌশিক চন্দের অবকাশকালীন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, এই সাসপেনশন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য। তারা সিদ্ধান্ত না-নেওয়া পর্যন্ত গত ৫ অক্টোবর ৫১ জনকে সাসপেন্ড করে যে রেজোলিউশন নেওয়া হয়েছিল, তা কার্যকরী হবে না। প্রসঙ্গত, সোমবার আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে নবান্নের বৈঠকে আরজি করের ওই জুনিয়র ডাক্তারদের সাসপেনশন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কী ভাবে রাজ্যকে না



জানিয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ, সে প্রশ্নও তোলেন তিনি। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী জানান, সরকারকে না জানিয়ে এটা করা যায় না। মঙ্গলবার হাইকোর্ট মমতার সেই বক্তব্যকেই মান্যতা দিল।

সাসপেন্ড হওয়া চিকিৎসকদের আইনজীবী মঙ্গলবার আদালতে অভিযোগ করেন, কেন তাঁর মক্কেলদের কলেজ কর্তৃপক্ষ সাসপেন্ড করেছেন তা নিয়ে স্পষ্ট করে রেজোলিউশনে কিছু বলা হয়নি। তাঁর আরও অভিযোগ, ওই ৫১ জনকে সঙ্গত কারণ ছাড়াই সাসপেন্ড করা হয়েছে। আরজি করের আইনজীবী দাবি করেন, কর্তৃপক্ষ কাউকে সাসপেন্ড করেননি। ওই রেজোলিউশন রাজ্যের কাছে পাঠানো হবে। রাজ্য সরকার এই নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

সোমবার নবান্নের বৈঠকে এই প্রসঙ্গ উঠে এসেছিল। মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে বলেন, আলোচনা ছাড়াই ওই জুনিয়র ডাক্তারদের সাসপেন্ড করা হয়েছে। এটাও কি এক ধরনের ‘থ্রেট কালচার’ নয়, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। এ জন্য আরজি করের অধ্যক্ষকে ‘ধমক’ও দিয়েছিলেন। সেই সময় আরজি করের জুনিয়র ডাক্তার অনিকেত মাহাতো দাবি করেন, নির্দিষ্ট কমিটি তদন্ত করে ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

*এরপর দুয়ের পাতায়*

# ব্রিকস পার্শ্ববৈঠকে পুতিনকে যুদ্ধ থামানোর বার্তা মোদির

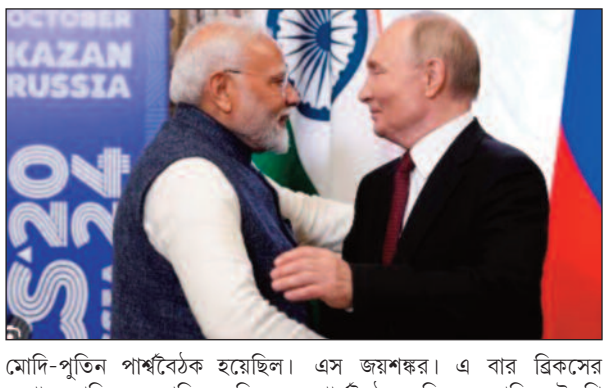

**মস্কো, ২২ অক্টোবর:** রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ সমাধান চায় ভারত। মঙ্গলবার রাশিয়ার কাজানে ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির (ভারত, রাশিয়া, চিন, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা) ষোড়শ শীর্ষবৈঠকে যোগ দিয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় স্পষ্ট ভাবে এ কথা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই সঙ্গে তাঁর মন্তব্য, ‘যুদ্ধবিরতির স্বার্থে ভারত সমস্ত রকম সাহায্য করতে প্রস্তুত।’




প্রধানমন্ত্রী মঙ্গলবার রাশিয়ার কাজান শহরে পৌঁছে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনে যোগ দেন। তার আগে পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক পার্শ্ববৈঠকে যোগ দেন মোদি। বৈঠকে পরে পুতিন বলেন, ‘ভারত আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু।’ প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে রুশ-ইউক্রেন দ্বন্দ্বের আবহে উজবেকিস্তানে শাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-এর শীর্ষ সম্মেলনে মোদি-পুতিন পার্শ্ববৈঠক হয়েছিল। সেখানে পুতিনকে মোদি বলেছিলেন, ‘এটা যুদ্ধের সময় নয়।’

বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার বিভিন্ন পার্শ্ববৈঠক এবং মূল সম্মেলনে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ফিরে আসবেন দেশে কিছু জরুরি কাজ থাকার জন্য। বৃহস্পতিবার শীর্ষ সম্মেলনের শেষ দিন ব্রিকস ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হবে। ভারতের পক্ষ থেকে সেখানে উপস্থিত থাকবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। এ বার ব্রিকসের পার্শ্ববৈঠকে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়েরও মুখোমুখি হবেন মোদি। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা এবং বহুপাক্ষিকতাকে শক্তিশালী করা ব্রিকস-এর ষোড়শ শীর্ষ সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। পাঁচ স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র-সহ ইরান, ইথিওপিয়া, মিশর, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মতো নতুন সদস্য এবং পর্যবেক্ষক মিলিয়ে মোট ৩৬টি দেশের রাষ্ট্রনেতারা এ বার রয়েছেন আমন্ত্রিতের তালিকায়।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরে এ নিয়ে দ্বিতীয় বার রাশিয়া সফরে গেলেন মোদি। গত জুলাইয়ে ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে মস্কো গিয়েছিলেন তিনি। সেই সময়ে পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছিল তাঁর। তাতে রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধের প্রসঙ্গও ওঠে। যুদ্ধ থামিয়ে যাতে শান্তিপূর্ণ আবহ ফিরিয়ে আনা যায়, তা নিয়েও আলোচনা হয় দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে। তার পর অগস্টে ইউক্রেন সফরে যান মোদি। বৈঠক করেন সে দেশের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে। সূত্রের খবর, সেই সফর সেরে পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন মোদি। তার পরেই সমাজমাধ্যমে মোদি লিখেছিলেন, ‘রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত নিয়ে পুতিনের সঙ্গে কথা হয়েছে। সাম্প্রতিক ইউক্রেন সফরে গিয়ে আমার যা ধারণা হয়েছে, তাঁকে তা জানিয়েছি।’

# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

### নাম-পদবী

গত ০১/১০/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৮৬৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Biswajit Dutta (old name) S/o. Subhash Dutta R/o. 1 No. Gandhi Colony, P.S. Chinsurah, P.O. & Dist. Hooghly-712103, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Bishwajit Dutta (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Biswajit Dutta & Bishwajit Dutta S/o. Subhash Dutta উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Deep Dutta.

### নাম-পদবী

গত ২১/০৮/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৭৪৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Nasraf Ali (old name) S/o. Jakeriya Sekh R/o. Digha, P.S. Pandua, Dist. Hooghly-712149, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Nasraf Ali (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Nasraf Ali & Sekh Nasraf Ali S/o. Jakeriya Sekh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sekh Mahiruddin.

### নাম-পদবী

গত ০৫/০৯/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬১৪০ নং এফিডেভিট বলে আমি Maniruddin Seikh (old name) S/o. Sekh Nasraf Ali R/o. Digha, P.S. Pandua, Dist. Hooghly-712149, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Mahiruddin (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Maniruddin Seikh & Sekh Mahiruddin S/o. Sekh Nasraf Ali উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত ২২/১০/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭১০৮ নং এফিডেভিট বলে Dilip Kumar Patra S/o. Basanta Kumar Patra ও Dilip Patra S/o. B. Patra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত ০১/১০/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৮৪০ নং এফিডেভিট বলে Mrityunjoy Santra S/o. Panchugopal Santra ও Mrityunjay Santra S/o. P. Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত ০১/১০/২৪ S.D.E.M.m শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৮৩৯ নং এফিডেভিট বলে Ashok Modi S/o. Mahadeb Modi ও Ashok Prasad S/o. M. Prasad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত ২৩/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৭৬২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Abdul Halim ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Abdul Latife ও Sk A. Latif সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

### নাম-পদবী

গত ২২/১০/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ৩য় আদালত, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭০৮২ নং এফিডেভিট বলে আমি Ratan Kanti Nath S/o. Amrita Kumar Nath R/o. Netaji Park-2, Keota, Bandel, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, বর্তমানে আমার মৃত পিতা Ankit Kumar Nath & Amrita Kumar Nath উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। আমার সঠিক জন্ম তারিখ ০১/০১/১৯৬৭.

### নাম-পদবী

আমি Brijendra Tripathee (old name) S/o. Kashi Nath Tripathee R/o. 53/1, Baidyapara Lane, P.O. Baidyabati, P.S. Serampore, Dist. Hooghly-712222, W.B., জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে এফিডেভিট দ্বারা Brijendra Nath Tripathee (new name) নামে পরিচিত হলাম। এফিডেভিট নং ১০৫৯৯ dated 01/10/24. Brijendra Tripathee & Brijendra Nath Tripathee S/o. Kashi Nath Tripathee উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Santosh Tripathee.

### CHANGE OF NAME

**I, Kalam Shaikh,** S/O Kalam Shaikh resident of Vill+P.O. - Palsunda, P.S.- Tehatta, now Palashipara, Dist. Nadia- Pin-741156 do hereby declare that I have changed my name from Kalam Shaikh to Abul Kalam Shaikh and henceforth I shall be known as Abul Kalam Shaikh in all purpose, vide affidavit no. A-88743 sworn before the Notary Public at Berhampore on 21/10/2024. Abul Kalam Shaikh and Kalam Shaikh both are same and one identical person.

### নাম-পদবী

আমি নাসরিন খাতুন স্বামী Sk. ওয়াসিম রাজা আমি হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। H.S. রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে আমার নাম পূজা দাস ১৪/০৮/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে পূজা দাস ও নাসরিন খাতুন উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিলাম। আমার আসল নাম নাসরিন খাতুন।

### Change of Name

I, **Shri SYED MOHAMMAD TARIQUE**,F/o **SYED DANISH IRFAN**, residing at Vill.- Inda, Vidyasagarpur, P.O. Inda, P.S. Kharagpur (Town), Dist. Paschim Medinipur, shall henceforth be known as **SYED MD TARIK** as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Midnapore, Dist. Paschim Medinipur, vide Affidavit No. 4866, dated 19.03. 2024. **SYED MOHAMMAD TARIQUE** and **SYED MD TARIK** are same and identical person.

### বিজ্ঞপ্তি

জে. ডি. কাস্টিং এন্ড ফোরজিৎ প্রাইভেট লিমিটেড পক্ষে ডাইরেক্টর শ্রী শ্রীপ্রকাশ জয়শোয়াল মহাশয় ২৩/১১/২০১২ তারিখে শ্রী অশোক পাত্র মহাশয়কে ১৪৪৭ নং. পাওয়ার রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়া ডি.এস.আর. ১ অফিসে, এবং পরবর্তীকালে শ্রী অশোক পাত্র মহাশয় বর্তমানে শ্রী নমিতা জাদভ ও বিনদ কুমার জাদভ মহাশয়গনকে ৪০৭৬/২৪ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন ১৮/০৪/২০২৪ তারিখে। এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করা হইয়াছে, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। * মৌজা-কোনা, জে.এল.-১০৭, হাল এল.আর. দাগ নং-১৪৬২।

### ॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

**আমমোক্তার নামা**

**১)শ্রী দেবকুমার ঘোষ ২)শ্রী প্রদীপ কুমার ঘোষ** উভয়ের পিতা ৺গোপীনাথ ঘোষ উভয়ের সাকিম মধুসূদনপুর ঘোলারপাড়, পোঃ চন্দ্রহাটী, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০৪ বিগত ইং ০৯/০৮/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর-২, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-৪৩১৩/২০২১ নং দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী সুরজিৎ দাস** পিতা শ্রী ভানু দাস সাকিম মধুসূদনপুর নেতাজী সুভাষ কলোনী, পোঃ নয়াসরাই, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫১৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তানামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 21/08/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-9873/2024 নং দলিল মূলে **শ্রী রণবীর কুমার সিং** পিতা ৺প্রভাত সিং, সাকিম পানিয়াদী, পোঃ মাহামাদা বাজার, থানা ভগবানপুর, জেলা সিয়ান, বিহার, পিন ৮৪১৪০৬, মহাশয়কে কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মধুসূদনপুর মৌজায়, ২৫ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. ৪৫৭ নং তথা হাল এল.আর. ৬৬৯ নং দাগে শালি জমি হাল এল.আর. ২২২ নং খতিয়ানে ষোল আনায় ২৩ শতকের মধ্যে ০.১৪৭৪ অংশে ৩ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে ১ কাঠা ও হাল এল.আর. ৩২১ খতিয়ানে ষোল আনায় ২৩ শতকের মধ্যে ০.১৪৭৪ অংশে ৪ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে ১ কাঠা ৮ ছটাক, একুনে দুইটি খতিয়ানে মোট ৭ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে ২ কাঠা ৮ ছটাক কোবালা দলিল মূলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী রণবীর কুমার সিং** পিতা ৺প্রভাত সিং উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

### ॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

**আমমোক্তার নামা**

**শ্রীমতী অর্পিতা সাহা** পিতা ৺অনিল কুমার সাহা স্বামী দেবাশীষ সাহা সাকিম ১৪২/এ বিনোভা ভাবে রোড, নিউ আলিপুর, কলকাতা, পোঃ ও থানা নিউ আলিপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন ৭০০০৩৮ বিগত ইং 01/10/2018 তারিখে ডি.এস.আর.-I হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-496/2018 নং আমমোক্তার দলিলমুলে আমাকে **(তপতী সাহা** স্বামী ৺অনিল কুমার সাহা সাকিম পাড়ুয়া নাক্সীমহল্লা, পোঃ ও থানা পাড়ুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা বলে আমি বিগত ইং 24/02/2022 তারিখে এ.ডি.এস.আর. পাড়ুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1162/22 নং দলিল মূলে **মহঃ কুরবান কুরেশী** পিতা মোবারক আলি কুরেশী সাকিম মানুষপুর বস্তী কেওটা, পোঃ ব্যান্ডেল, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩ মহাশয়কে বিক্রয় করি।

তপশিল - জেলা হুগলী, থানা পাড়ুয়া, মৌজা পুরুষোত্তমপুর, জে. এল নং ৪৩, হাল ৮৪৪ কৃঃ খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ৭৬১ নং দাগে শালি জমি ২ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **মহঃ কুরবান কুরেশী** পিতা মোবারক আলি কুরেশী উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাড়ুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

**তপতী সাহা**
আমমোক্তার

### বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমতি তারারানি নস্কর মহাশয়া ০৬/০৬/২০১৪ তারিখে শ্রী চন্দন দাস মহাশয়কে ৪৫১ নং. পাওয়ার রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে, এবং পরবর্তীকালে শ্রী চন্দন দাস মহাশয় বর্তমানে শ্রী কিরন দেবী ও জগেন্দর মাহাত মহাশয়গনকে ৪৯৭১/২০১৪ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন ০৬/০৮/২০১৪ তারিখে। এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করা হইয়াছে, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। * মৌজা-জগদীশপুর, জে.এল.-০২, হাল এল.আর. দাগ নং-২০১৪।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**অ্যাড কানেক্সন**
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

**এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র**
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,** সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,** প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,** নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

**রাজ টেলিকম,** অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,** শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।




## আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

**আজ ২৩ শে অক্টোবর। ৬ ই কার্তিক । বুধবার । ষষ্ঠী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টত্তরি চন্দ্র র বিংশত্তরি রাহু মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।**

**মেষ রাশি :** বান্ধবের ছদ্মবেশে শত্রু সাবধান। বিদ্যার্থীদের শিক্ষকের জন্য কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হবে। দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্য গৃহ বিবাদ। পারিবারিক পরিবেশে অশান্তির বাতাবরণ। সাইকেল বা মোটরসাইকেল কেনার জন্য মানসিক দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। আজ ১০৮ বিশ্বপত্র শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গের ওপর সমর্পণ করুন, শুভ ফল প্রদান।

**বৃষ রাশি :** নতুন কোন উৎসাহ ব্যঞ্জক সংবাদ আনন্দবৃদ্ধি করবে। যারা কর্মের সুজয়া উদ্যো জন্য লড়াই করছেন, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন, তারা একজন প্রতিবেশী, দুজন বান্ধব এবং এক নারীর দ্বারা বহু সহযোগিতা লাভ করবেন। ছোট ভ্রমণ হতে পারে। কপূর দ্বারা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

**মিথুন রাশি :** যারা সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন আজ তাদের অতীব শুভ দিন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষ সম্মান। ইনস্টাগ্রামে যারা নিয়মিত সচেতন ভাবে পোস্ট করেন, যাদের পোস্টে একটা মেসেজ থাকে তারা সম্মান পাবেন। স্কুল কলেজ, বিদ্যার্থীদের জন্য যে সংগঠন সেখানে যারা কাজ করেন তারা সম্মানিত হবেন, শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

**কর্কট রাশি :** বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। যে নতুন গৃহ সরঞ্জাম কিনতে চলেছেন, মনস্থির করেছেন তা কেনাকাটায় আনন্দ উপভোগ করবেন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হবে ভ্রমণ নিশ্চিত। তবে জলগ্রহণ থেকে সতর্ক থাকা শুভ। ভগবান গনেশজি চরণে হলুদ রঙের পুষ্প নিবেদন করুন মনস্কামনা পূরণ হবে।

**সিংহ রাশি :** কৃষি জমি , বাস্তুজমি, দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এক ছলনাময়ী নারীর দ্বারা অসহযোগিতায় কাজ আটকে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। দুশ্চিন্তা কোন সন্তানের কারণে। গৃহে বিবাদ কলহ। এক প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা দুশ্চিন্তা। যাকে কথা দিয়েছিলেন কাজটা করার জন্য, না করার জন্য হয়তো অপমান সূচক কোন কথা শুনতে হতে পারে। আজ ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্বা নিবেদন করুন।

**কন্যা রাশি :** যারা কর্মের চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিভিন্ন ইন্টারভিউ সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভের আশা করছিলেন, আজ তাদের সুখবর আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো কিছু পোস্ট করে সমাজকে সচেতনতার বার্তা দেন, তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তির দিন ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা শুভ।

**তুলা রাশি :** পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে কোন বান্ধব দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি।যিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরবেন। গৃহবধূদের শুভ দিন। প্রেমিক যুগল প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি এবং বিবাহের কথা পাকা হওয়ার লি সম্ভাবনা প্রবল। যে সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল, আজ শান্তির বাতাবরণ। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

**বৃশ্চিক রাশি :** যা ভাবছেন তাই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ধৈর্য ধরে আজ কথা বললে, অন্যের কথা বেশি প্রাধান্য দিলে, সমাজে সুনাম বৃদ্ধি হবে। কর্মস্থানে প্রবীণ মানুষের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা নিশ্চিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুভ। যোগাযোগ বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সময়। মহামায়া দেবী মাতা দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প নিবেদন করুন সর্ব শুভ।

**ধনু রাশি :** সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলুন। ছদ্মবেশী শত্রু আপনার পাশেই আছে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে কথাটা দিয়েছিলেন, তা না রাখার জন্য আজ কিছু রূঢ় বাক্য শুনতে হবে। ধৈর্য ধরে কথাটি শুনলে আগামী অতীব শুভ। হলুদ রঙের মিষ্টি বিতরণ করুন শুভ হবে। পারিবারিক অশান্তির বাতাবরণ। ছদ্মবেশী মানুষ তাকে চিহ্নিত করুন।

**মকর রাশি :** আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনের এক নতুন পথে চলতে শুরু করবেন। সন্ন্যাসী, গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক মানুষের সংস্পর্শ লাভ। বাড়িতে দেবতার পুজো কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠান। প্রতিবেশীদের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা লাভ। সাধারণ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করুন। সকালবেলায় কাক পক্ষীদের জন্য জল এবং খাবারের ব্যবস্থা করুন শুভ ফল পাবেন। দেবী মহালক্ষীর পুজো করুন শুভ ফল পাবেন।

**কুম্ভ রাশি :** আজকে কথার খেলাপ হয়ে যাওয়ার জন্যে একটু পিছিয়ে পড়বেন। অতি নিদ্রা অতি বিশ্রাম, অতি ভোজন, শুভ নয়। যারা কর্মের জন্য চেষ্টা করছেন, 'তাদের কাছে আজ ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রেমিক যুগল বিবাহের ব্যাপারে কথা নিয়ে কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের বিদ্যালয় কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকার আচরণে দুঃখ পেতে পারেন। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হবে সারা বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

**মীন রাশি :** অতীব শুভ অর্থ প্রাপ্তি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। শুভ গৃহ পরিবেশের শান্তির বাতাবরণ। যারা রাজনীতি করেন তাদের জন্য অতীব শুভ দিন। দেবী দুর্গা মায়ের চরণে লাল ফুল নিবেদন করুন শুভ হবে।

**ঘোষণা-** এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

# মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় ভারত সেবাশ্রম সংঘ পরিদর্শনে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সেবার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে ভারত সেবাশ্রম সংঘের। ১৯১৭ সালে এটি আচার্য শ্রীমত স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ মানব সেবার আদর্শেই 'ভারত সেবাশ্রম সংঘ' গড়ে তোলেন। সেবামূলক এই ধর্মীয় সংগঠন আজ দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতেও পাড়ি দিয়েছে। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় অবস্থিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আশ্রমের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। বেলডাঙা শাখার অধ্যক্ষ হলেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী। যিনি কার্তিক মহারাজ নামেই বেশি পরিচিত। মঙ্গলবার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বেলডাঙা শাখার আশ্রম পরিদর্শন করেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। আশ্রমের কার্তিক মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রাক্তন সাংসদ সমস্ত সনাতনীদের ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান জানালেন। পাশাপাশি হিন্দু সমাজকে জাগরিত করতে তিনি মহারাজের সঙ্গে আলোচনাও সারেন। ১৫ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গে এক লক্ষ গীতা পাঠ কর্মসূচির রূপরেখা নিয়েও এদিন আলোচনা করা হয় বলে জানা গিয়েছে। তবে ভারত সেবাশ্রম সংঘের বেলডাঙার শাখার গো-শালায় গিয়ে গোমাতাদের জন্য সুন্দর ব্যবস্থাপনা দেখে অভিভূত হলেন প্রাক্তন সাংসদ। এদিন প্রাক্তন সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন ধর্ম জাগরণ সমন্বয়ের প্রদেশ সহ-সংযোজক রতন চক্রবর্তী, প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, সুদীপ্ত দাস-সহ বিশিষ্ট জনেরা।

# ঘূর্ণিঝড় 'দানা'র মোকাবিলায় হাওড়া বিভাগে একাধিক পদক্ষেপ পূর্ব রেলের



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে অতি ঘূর্ণিঝড় দানা মোকাবিলাতে একাধিক সুরক্ষার পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানান হল। মঙ্গলবার একটি বিবৃতিতে পূর্ব রেল জানিয়েছে আসন্ন ঘূর্ণিঝড় 'দানা' মোকাবিলা করার জন্য, পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগ ঝড় এবং ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাব্য প্রভাব প্রশমিত করার জন্য নির্দিষ্ট বেশকয়েকটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। গোটা ব্যবস্থা রেলের কার্যক্রম এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে।আসন্ন ঘূর্ণিঝড় দানা-র জন্য নির্দিষ্ট ২৪-২৫ অক্টোবর ২৪ ঘণ্টার জন্য আপদকালীন ব্যবস্থাপক নিয়োগ করা হয়েছে।

রেলের লাইনে জল জমা সমস্যার মোকাবিলার জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিশেষ মোটর চালিত প্যাম্প বসানো হচ্ছে। যে কোনও আপদকালীন পরিষেবা ব্যাহত হলে তা নির্দিষ্টভাবে যাত্রীদের জানানোর জন্য বিশেষ ঘোষণা ব্যবস্থা চালু থাকবে। ঘূর্ণিঝড়ের থেকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেতে প্ল্যাটফর্ম ও অন্যান্য স্থান ঢেকে রাখার জন্য প্লাস্টিকের শিট দেওয়া হচ্ছে।

হাওড়া, বর্ধমান-সহ একাধিক স্টেশনে আপদকালীন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ডিজেল জেনারেটর রাখা হয়েছে। অভারহেড তারের রক্ষণাবেক্ষণ করার কাজ বিশেষ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হচ্ছে। হাওড়া, বর্ধমান, আজিমগঞ্জ, ব্যান্ডেল, রামপুরহাট, পাকুর স্টেশনে যে কোনও আপদকালীন পরিষেবার জন্য কারিগরি, সিগন্যাল, যোগাযোগের কর্মীদের জরুরি পরিষেবার ভিত্তিতে প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। রেলের সম্পত্তি ও যাত্রী সুরক্ষার জন্য বিশেষ সুরক্ষা দলকে মোতায়েন করা হচ্ছে। যে কোনও পরিস্থিতির জন্য ট্রেনের চালকদের সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে কোনো আপদকালীন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তৎক্ষণাৎ জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের হাত থেকে ট্রেনের কামরাগুলি রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। হাওড়া, ব্যান্ডেল, বর্ধমান, কাটোয়া সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে ২৪ অক্টোবর থেকে ডিজেল ইঞ্জিন সহ চালকদের দায়িত্বে রাখা হচ্ছে। বিভিন্ন স্টেশন থেকে বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে ঝড়ের সময় কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না তৈরি হয়। রেলের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক সঞ্জীব কুমার জানিয়েছেন, 'আপদকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য এবং সংকট থেকে উদ্ধার হওয়ার ব্যবস্থাপনার জন্য সুস্পষ্ট পরিকল্পনা-সহ সকল শাখার কর্মী ও কর্মচারীরা বিশেষ সতর্কতায় আছেন। এছাড়াও রেলের বিশেষজ্ঞ দলগুলি সম্পূর্ণভাবে প্রশিক্ষিত এবং যেকোনও পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।'

# হাইকোর্টে স্থগিত আরজি করের ৫১ জন চিকিৎসকের সাসপেনশন

*প্রথম পাতার পর*

মুণ্যমন্ত্রী যদিও স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কোনওরকম পক্ষপাতিত্ব চলবে না। তিনি বলেন, 'এটা কি থ্রেট কালচার নয়? তদন্ত না করে কাউকে সাসপেন্ড করা যায় না। ইচ্ছে মতো কাজ করবেন না। কেউ কাউকে থ্রেট করবেন না। আমি ক্ষমতায় রয়েছি বলে থ্রেট করতে পারি না।'

মঙ্গলবার হাইকোর্টে আরজি করের আইনজীবী দাবি করেন, কর্তৃপক্ষ কাউকে সাসপেন্ড করেননি। রেজোলিউশন রাজ্যের কাছে পাঠানো হবে। তার পরেই বিচারপতি চন্দ জানান, এই সাসপেনশন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য সরকার।

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসক-পড়ুয়াকে ধর্ষণ এবং ঢুনের অভিযোগ ওঠে। সেই আবহে পড়ুয়ারা হাসপাতালের 'থ্রেট কালচার' নিয়ে সরব হয়ে আন্দোলনে নামেন। গত সেপ্টেম্বরে আরজি কর হাসপাতালের কলেজ কাউন্সিল ৫১ জন চিকিৎসককে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই ৫১ জনের বিরুদ্ধে হাসপাতালে থ্রেট কালচার চালানো, আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করারও অভিযোগ রয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে জমা পড়ে জুনিয়র ডাক্তারদের অভিযোগ। অভিযুক্ত কয়েক জনের নামের তালিকাও দেওয়া হয়। সেই তালিকায় থাকা অভিযুক্তদের তলব করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তার পর তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়। কয়েক জনকে ঢুকতে বারণ করা হয় হস্টেলেও। সাসপেনশনের বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওই ৫১ জনই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। অন্যদিকে, হস্টেলে ঢুকতে বারণ করায় গত ১৮ অক্টোবর হাইস্কার্টের দ্বারস্থ হন ৩১ জন জুনিয়র ডাক্তার। তাঁরা অভিযোগ করেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদের সাসপেন্ড করায় পুলিশ হস্টেলে ঢুকতে দিচ্ছে না। সেই মামলা দায়ের করারও অনুমতি দেওয়া হয়। এ বার হাইকোর্ট জানাল, সমস্ত সিদ্ধান্তই নেবে রাজ্য।

# ওয়াকফ বিল নিয়ে জেপিসি বৈঠকে তুলকালাম

*প্রথম পাতার পর*

'ইন্ডিয়া টুডে'-তে প্রকাশিত ঢবরে দাবি, বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বাদানুবাদের সময় একটি কাচের জলের বোতল তুলে টেবিলে জোরে ঠুকে দেন কল্যাণ। আর তাতেই ঘটে বিপত্তি।

প্রসঙ্গত, বিরোধীদের প্রবল আপত্তি ও হট্টগোলের মধ্যে গত ৮ অগস্ট লোকসভায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল পেশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। বিলটি 'অসংবিধানিক এবং মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকারী' বলে অভিযোগ তুলে বিরোধীরা একযোগে তা নিয়ে আপত্তি জানান। দীর্ঘ বিতর্কের শেষে ঐকমত্যের লক্ষ্যে বিলটি যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি)-র কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন্দ্র।

কংগ্রেস, তৃণমূল, ডিএমকে, এসপি, আপ, মিম-সহ প্রায় সব ক'টি বিরোধী দলের বক্তব্য হল, ওই বিল সংবিধান-বিরোধী। ওই বিল এক দিকে যেমন মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা কেড়ে নেবে, তেমনই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতেও আঘাত করবে। বিলে বলা রয়েছে, আগামী দিনে কোনও সম্পত্তি ওয়াকফ হিসাবে ঘোষণা করার অধিকার ওয়াকফ বোর্ডের হাতে থাকবে না। ওই ক্ষমতা তুলে দেওয়া হবে জেলাশাসকদের হাতে। বিরোধীদের অভিযোগ, নতুন আইনে যাবতীয় ক্ষমতা জেলাশাসকের হাতে চলে যাবে। এর ফলে জেলাশাসক ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যানের থেকেও শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। যাবতীয় গুরুত্ব হারাবে ওয়াকফ বোর্ড।

# ধনতেরাসে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস নিয়ে এল 'শগুন' কালেকশন




**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সামনেই ধনতেরাস এবং দীপাবলি। আর এই ধনতেরাস এবং দীপাবলিকে কেন্দ্র করে 'শগুন' কালেকশন নিয়ে এল সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস। এই শগুন কালেকশন সম্পর্কে বলতে গিয়ে সেনকো গোল্ড এবং ডায়মন্ডসের ডিরেক্টর তথা হেড অফ মার্কেটিং অ্যান্ড ডিজাইন জয়িতা সেন জানান, ধনতেরাস এবং দীপাবলী উপলক্ষে প্রতি বছরই এই শগুন কালেকশন সামনে আনা হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম নেই। তবে এবারের ধনতেরাস এবং দীপাবলির এই কালেকশনে থাকছে নজর কাড়া বেশ কিছু সেট। যা মূলত তৈরি করা হয়েছে আসন্ন বিবাহ মরসুমের কথা ভেবে। যে ভিন্ন ধরনের গয়না সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের তরফে তুলে ধরা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে ১ গ্রাম থেকে ২০০ গ্রাম ওজনের ভারি গয়নাও। শুধু তাই নয়, বিবাহের জন্য মেয়েদের যে কালেকশন রাখা হয়েছে তা মিলবে ১ লাখ টাকার মধ্যে। যা সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসকে স্বর্ণ ব্যবসায় এক আলাদ মাত্রা এনে দিয়েছে। পাশাপাশি তিনি এও জানান, বিবাহযোগ্যা মেয়েদের জন্য গয়নার প্যাকেজ রাখা হয়েছে ৩ লাখ টাকার মধ্যে। এখানেই শেষ নয়, এর পাশাপাশি গয়না তৈরির মজুরিতেও দেওয়া হবে আকর্ষণীয় ছাড়।

সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের এই শগুন কালেকশন সম্পর্কে বলতে গিয়ে সংস্থার এমডি এবং সিইও শুভঙ্কর সেন জানান, সোনার দাম আকাশচুম্বি হলেও সোনার একটা আলাদা কদর আছে সর্বশ্রেণির মানুষের কাছে। কয়েকদিন আগেও বেশ কমেছিল সোনার দাম। আর সেই সময় সোনা বেচা-কেনাও হয় চোখে পড়ার মতো। তবে এবারের এই শগুন কালেকশনে সংস্থার তরফ থেকে প্রত্যেক ক্রেতার জন্য রাখা হয়েছে লাকি ড্রয়ের ব্যবস্থা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর ২০২৪, ৬ কার্তিক, বুধবার

# উপনির্বাচনে ৮৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** উপনির্বাচন ঘিরে যাতে কোনও ধরনের অশান্তি না ছড়ায় সে ব্যাপারে বড় পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের। রাজ্যের ৬টি আসনে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য ৮৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। এরমধ্যে মাদারিহাটে ১৪ কোম্পানি, নৈহাটিতে ১০ কোম্পানি, হাড়োয়ায় ১৫ কোম্পানি, মেদিনীপুরে ১৬ কোম্পানি, তালডাংরায় ১৮ কোম্পানি ও সীতাইতে ১৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ছয় কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বাহিনী মোতায়েনের রূপরেখা স্থির করতে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাবের পৌরহিত্যে এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে জানা গেছে। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসার আনন্দ কুমার, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী সিআরপিএফ এর আইজি বীরেন্দ্র কুমার শর্মা। বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রত্যেক কেন্দ্রে যত সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে সেই অনুপাতে ক্যুইক রেসপন্স টিমও রাখা হবে। পাশাপাশি থাকবে পর্যাপ্ত সংখ্যায় রাজ্য পুলিশ।

অন্যদিকে, রাজ্যের উপনির্বাচন এবং প্রতিবেশী ঝাড়খন্ড বিধানসভার নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের ডাক দিয়েছেন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ওই বৈঠকে যোগ দেবেন রাজ্যের মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, কোস্টগার্ডের

ডিজি, আয়কর ও শুল্ক বিভাগের শীর্ষ কর্তারা। পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে উপস্থিত থাকবেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। এইচ আর এফ এস, আর টি মোবাইল, সেক্টর অফিসের জন্য সেক্টর পালিশ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে থাকবে পর্যাপ্ত পরিমাণের রাজ্য সশস্ত্র পুলিশ। অন্যদিকে, আগামী ২৯ অক্টোবর গোটা দেশের যে নির্বাচন প্রক্রিয়া হতে চলেছে, সেখানে আগামী ১৩ এবং ২০শে নভেম্বর মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খন্ড সীমান্তে ওপর বিশেষ নজর দিচ্ছে দেশের জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আগামী ২৯ অক্টোবর বিকেল চারটের সময় নির্বাচন কমিশনের সমস্ত কমিশনার এবং অন্যান্য আধিকারিকরা থাকবেন এক গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও কনফারেন্সে। নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা এবং সুষ্ঠু অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে বদ্ধপরিকর ও তৎপর নির্বাচন কমিশন।

এদিকে সোমবার জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিজেপির তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। পরে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় জানান, উপনির্বাচনে যাতে সিভিক ভলান্টিয়ারদের ব্যবহার না করা হয়, সেজন্য আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

# রাতজাগা আন্দোলন লোক দেখানো কি না উপনির্বাচনেই পরিষ্কার হবে: দিলীপ ঘোষ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আরজি কর কাণ্ডের আবহে এবার বাংলায় ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচন হবে। কিন্তু সরকারি বিরোধী হাওয়া ভোট বাক্সে প্রভাব ফেলবে কিনা, তা ছয়টি কেন্দ্রের উপনির্বাচনেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। এই ছয়টি কেন্দ্রের উপনির্বাচন নিয়ে মঙ্গলবার প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেন, 'এবার একটু অন্য আঙ্গিকে উপনির্বাচন হচ্ছে। বাংলায় সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে তাঁরা লড়াই করবেন। আমরা দেখতে চাই, সাধারণ মানুষ খালি আন্দোলন করে রাত জাগছেন নাকি সরকারের পতন চাইছেন।' দিলীপ ঘোষের সংযোজন, 'লাগাতার আন্দোলন যদি ভোটে প্রভাব না পড়ে, তাহলে বুঝতে হবে জনগন লোক দেখানোর জন্য আন্দোলন করছেন। রাজনৈতিক

পরিবর্তনের জন্য নয়।' এদিন সন্ধেয় হালিশহর মন্ডলের তরফে বাগমোড় রাসবিহারী ভবনে আয়োজিত বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গে ১ লক্ষ ৪৮ হাজার সম্পত্তি রয়েছে ওয়াকফ বোর্ডের নামে। যদিও সেই সম্পত্তির সুবিধা থেকে বঞ্চিত বাংলার গরিব সংখ্যালঘুরা। তাঁর অভিযোগ, ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি লুটেপুটে খাচ্ছেন তৃণমূলের সংখ্যালঘু নেতারা। অথচ সেই সম্পত্তির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন গরিব সংখ্যালঘুরা। এদিন দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, 'আগে বাংলাদেশে হিন্দু সমাজের উৎসবে বাধা দেওয়া হত। মন্দির ও মূর্তি ভাঙা হত। এখন বাংলায় শুরু হয়েছে। আসলে ঘাসফুল জমানায় পশ্চিমবাংলাকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানানোর চক্রান্ত চলছে।' তাঁর কটাক্ষ, 'মা-বোনদের সুরক্ষা নিয়ে তাঁরা চিন্তিত। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিন্তিত নন।' প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ ছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন চাকদার বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ, ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, নৈহাটি কেন্দ্রের প্রার্থী রূপক মিত্র-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

# জয়ের প্রত্যাশা নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই মূল লক্ষ্য নৈহাটির বাম প্রার্থীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** জয়ের প্রত্যাশার চেয়ে নৈহাটির মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বেশি করে লড়াই দিতে চান তিনি। খোলামেলা এমনই প্রতিক্রিয়া দিলেন নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই (এমএল ) লিবারেশন প্রার্থী দেবজ্যোতি মজুমদার। সোমবার রাতে বামফ্রন্টের তরফে নৈহাটি কেন্দ্র প্রার্থী হিসেবে দেবজ্যোতি মজুমদারের নাম ঘোষিত হয়েছে। নৈহাটির গরিফা খাঁ পাড়ার বাসিন্দা দেবজ্যোতি মজুমদার বলেন, নৈহাটির বুকে শাসকদল যেসব অন্যায়-অবিচার করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে তিনি লড়াই জারি রাখবেন। বামপ্রার্থী ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ২৮ বছর ধরে

বন্ধ গৌরীপুর জুটমিল। বহু বছর মিলটা বন্ধ থাকায় গরিফা-গৌরীপুর অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামো পুরো ভেঙে পড়েছে। শাসকদলের পক্ষ থেকে একাধিকবার মিল খোলার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অথচ এখনও পর্যন্ত গৌরীপুর জুটমিল খুলল না। তাঁর সংযোজন, মিড ডে মিল প্রকল্পের মহিলা কর্মীরা ১২ মাস কাজ করে ১০ মাস ভাতা পান। সেই ভাতাও খুব কম। তাছাড়া আশা প্রকল্প ছাড়াও অন্যান্য প্রকল্পের কর্মীরা অত্যন্ত কম বেতন পান। এসব অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই। তিনি আরও বলেন, গ্রামাঞ্চলে লিজ চাষিরা সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত। যেহেতু জমি তাঁদের নামে নেই। সেহেতু তাঁরা দাবি-দাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। শহরাঞ্চলের অবস্থাও ভালো নয়। জুটমিলগুলোতে শ্রমিকরা ঠিকমতো কাজ পাচ্ছেন না। মূলত শাসদলের দুর্বল জায়গাগুলোকেই তুলে ধরে জোর কদমে নির্বাচনি ময়দানে নেমেছেন এই বাম প্রার্থী।

# অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের লড়াই লড়ছেন নৈহাটির বিজেপি প্রার্থীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** উপনির্বাচনের মূল ইস্যু অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের লড়াই। মঙ্গলবার সকালে গৌরীপুর চৌমাথায় বজরঙ্গবলী মন্দিরে পুজো দিয়ে এমনটাই বললেন নৈহাটি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রূপক মিত্র। এদিন বজরঙ্গবলী মন্দিরে পুজো দিয়ে গৌরীপুর অঞ্চলে তিনি প্রচার সারেন। পুজো দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রূপক মিত্র বলেন, এবার এখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের লড়াই।

তৃণমূল কংগ্রেস এখন প্রাতিষ্ঠানিক অন্যায়তে পরিণত হয়েছে। সেই অন্যায় হটাতে আগে তৃণমূলকে সরাতে হবে। তাঁর দাবি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের লড়াইতে তৃণমূল, সিপিএম ও কংগ্রেসের বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে আছেন। প্রসঙ্গত, গৌরীপুর শিল্পতালুকে রঙ কারখানা থেকে শুরু করে সিসি কোম্পানি, গৌরীপুর জুটমিল-সহ একাধিক কারখানা বহু বছর ধরে বন্ধ। শাসকদলের নেতারা বন্ধ কলকারখানা খোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন একাধিকবার। অথচ বন্ধ কারাখানা একটাও খোলে নি। এপ্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী রূপক মিত্র বলেন, তৃণমূল নেতাদের মতো মিল খোলার বিষয়ে তিনি ভাওতা দিতে পারবেন না। কিন্তু বন্ধ মিলের যন্ত্রাংশ, সরঞ্জাম চুরি তিনি ঠেকাতে পারবেন। কেন্দ্রের সরকারের সঙ্গে কথা বলে বন্ধ কলকারখানা তিনি খোলার চেস্টা করবেন। সিপিএমের বদলে নৈহাটি কেন্দ্রে এবারে সিপিআই (এমএল) লিবারেশন প্রার্থী দিয়েছে। এপ্রসঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, সিপিআই (এমএল) লিবারেশন এখানে ভোট কাটতে দাঁড়িয়েছেন।

# সাসপেন্ডেড হোমগার্ড মামলায় রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** অভয়ার সুবিচারের দাবিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় গান গেয়েছিলেন বেলঘরিয়া থানার হোম গার্ড কাশীনাথ পাণ্ডা। অভিযোগ, এরপরেই তাঁকে হেনস্থা করেন তাঁর সিনিয়ররা। কিছু সময়ের মধ্যে তাঁকে কাজ থেকে সাসপেন্ডও করা হয়। এবার বেলঘরিয়া থানার সাসপেন্ডেড হোম গার্ড কাশীনাথ পাণ্ডার মামলায় রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করল হাইকোর্ট। আদালত সূত্রে খবর, কেন এ ধরনের শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছে কাশীনাথকে, তাঁর বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ কী তা জানতে চেয়ে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। পুজো অবকাশের পর হাইকোর্টে রিপোর্ট পাঠাতে নির্দেশ বিচারপতির।

প্রসঙ্গত, বছর পাঁচেক আগে থেকে বেলঘরিয়া থানায় ট্রাফিক

হোমগার্ডের চাকরি করছেন কাশীনাথ পাণ্ডা। গত ২১ অগাস্ট অভয়ার বিচারের দাবিতে একটি গান গেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন তিনি। কাশীনাথের অভিযোগ, ওই গান গাওয়ার পর থেকেই তাঁর উপর খড়্গহস্ত হন তাঁর সিনিয়ররা। মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি নানাভাবে তাঁকে হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। কাজ থেকেও বসিয়ে দেওয়া হয় কিছু সময়ের মধ্যে। তারপরেই কোনও উপায় না পেয়ে সোজা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি।

প্রসঙ্গত, অভয়াকাণ্ডের পর থেকে প্রতিবাদ যেন থামছেই না। রাজ্য তথা দেশের নানা প্রান্তে, রোজই হচ্ছে বিক্ষোভ-আন্দোলন। এদিকে প্রতীকী অনশনকারী ব্যাজ লাগিয়ে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার 'অপরাধে' পুজো কার্নিভালের দিন কলকাতা পুরসভার এক চিকিৎসককে তলব করেছিল কলকাতা পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আন্দোলন হতে দেখা যায় চিকিৎসক মহলে। জলঘোলাও হয় প্রশাসনিক মহলেও।

# 'দানা' শঙ্কা, একাধিক ট্রেন বাতিল দক্ষিণ-পূর্ব রেলের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ঘূর্ণিঝড় 'দানা' ধেয়ে আসতে পারে ১২০ থেকে ১৩৫ কিলোমিটার বেগে। বিপদের আশঙ্কায় বৃহস্পতিবার থেকেই ট্রেন বাতিল শুরু করল দক্ষিণ পূর্ব রেল।বৃহস্পতিবার গভীর রাত বা শুক্রবার সকালে 'দানা'র পুরী ও সাগরদ্বীপের মাঝে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা। এই আশঙ্কায় পুরীগামী সব ট্রেন বাতিল করা হয়েছে বলে দক্ষিণ-পূর্ব রেল সূত্রে খবর। দক্ষিণ ভারতে যাতায়াতকারী প্রায় সব ট্রেনেই প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে পুরীগামী বন্দে ভারতও। রেল সূত্রে খবর, হাওড়া, শালিমার, সাঁতরাগাছি থেকে ৮৫টি দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করল রেল। ডাউনেও যে ট্রেনগুলি আসবে তার মধ্যেও বাতিল ৯৩টি ট্রেন। সেখানেও একাধিক সুপারফাস্ট ট্রেন বাতিলের তালিকায় রয়েছে। ট্রেন বাতিলের পাশাপাশি উপকূল এলাকার রেললাইনেও থাকছে একাধিক সতর্কতা। পূর্ব রেলের শিয়ালদা ও হাওড়া ডিভিশনও একাধিক সতর্কতা নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নামখানা, ডায়মন্ডহারবার, হাসনাবাদেও সতর্কতা জারি থাকবে। ঝড়ের দাপটে ট্রেন যাতে 'রোল ডাউন' না করতে পারে সেজন্য কারসেডে ট্রেনগুলির চাকায় পরানো হচ্ছে বেড়ি। চাকার তলায় দেওয়া হবে 'গুটকা'। ইতিমধ্যেই বিপজ্জনক নদী ব্রিজগুলির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা শুরু করেছে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। পাশাপাশি বৃহস্পতি ও শুক্রবার এমার্জেন্সি কন্ট্রোল খোলা হবে। বিপদসংকুল স্টেশনগুলিতে ডিজেল পরিচালিত ইঞ্জিন রাখা থাকবে। যাতে থাকবেন চালকও। প্রয়োজনে সেই ইঞ্জিন দিয়ে টেনে আনা হবে যান্ত্রিক ত্রুটির কবলে পড়া ট্রেন।

# বেপরোয়া ট্যাক্সির ধাক্কায় বাবা-মেয়ের মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বেপরোয়া গাড়ি প্রাণ নিল বাবা ও ৪ বছরের মেয়ের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে বিটি রোডের চিৎপুর থানার অন্তর্গত চুনিবাবুর বাজার এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে চার বছরের মিশকা সাউকে স্কুল ছাড়তে যাচ্ছিলেন তার বাবা অমিতকুমার সাউ। আচমকাই একটি হলুদ ট্যাক্সি চলে আসে সামনে। এরপর নিয়ন্ত্রণ না রাখতে পেরে ধাক্কা মারে দু'জনকেই। ধাক্কার জেরে গাড়ির উপর ছিটকে পড়েন অমিত। অভিঘাতে দূরে ছিটকে পড়ে ছোট্ট মিশকা। দ্রুত তাদের উদ্ধার করে আরজি কর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘাতক ট্যাক্সিকে আটক করেছে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে গাড়ির চালককেও।

এদিকে মৃত অমিত সাউয়ের স্ত্রী জানিয়েছেন, এদিন তাঁর জন্মদিন। আর সামনের মাসের ২২ তারিখ মিশকার পাঁচ বছরে পা দেওয়ার কথা ছিল। এদিনের এই ঘটনায় সমস্তটাই কেমন ওলটপালট হয়ে গেল। তবে এদিনের এই ঘটনা সম্পর্কে মৃতের এক আত্মীয় জানান, 'গাড়ির চালকের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। উনি বলছেন কুড়ি থেকে তিরিশ স্পিড ছিল। সেটা একদমই নয়। এমনভাবে মেরেছে যে হেডলাইট পুরো ঢুকে গিয়েছে। চালক বলছে চোখ লেগে গিয়েছিল। ভুল করে মেরে দিয়েছি। এটার একটা বিহিত হওয়া দরকার।'

# দুর্যোগ মোকাবিলার আগাম প্রস্তুতি কলকাতা পুরসভার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বৃহস্পতিবার বাংলা-ওড়িশা উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড় 'দানা'। যার জেরে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে তুমুল বৃষ্টির সম্ভাবনা শহর কলকাতায়। সোমবার কলকাতা পুরসভায় ঘূর্ণিঝড় দানা নিয়ে জরুরি বৈঠক করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। নিকাশি দপ্তরের সমস্ত আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মেয়র পারিষদ (নিকাশি) তারক সিংও। মঙ্গলবার ফের একবার কলকাতার ১৬টি বরোর সঙ্গে বৈঠকে বসবেন মেয়র পারিষদ। দুর্গাপুজো শেষ হয়েছে সবে। শুরু হয়েছে কালীপুজোর প্রস্তুতি। এখনও শহরের একাধিক জায়গায় পুজোর প্যান্ডেল খোলা হয়নি। রয়েছে বিজ্ঞাপনের ব্যানার।

তাই ঝড়ের জেরে দুর্ঘটনা ঠেকাতে একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কলকাতা পুরসভার তরফে। ঝড়ের জন্য কলকাতা পুরসভা কন্ট্রোল রুম খুলেছে। কন্ট্রোল রুমের নম্বর (০৩৩) ২২৮৬-১২১২ এবং (০৩৩) ২২৮৬-১৩১৩। এখনও শহরের একাধিক জায়গায় প্যান্ডেলের বাঁশের কাঠামো খোলা হয়নি। দ্রুত তা খোলার নির্দেশ দিয়েছে পুরসভার আধিকারিকরা। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, কলকাতায় ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বয়ে গেলে এই ধরনের বাঁশের কাঠামো

পড়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। নজর দেওয়া হচ্ছে শহরের একাধিক বড় হোর্ডিংয়ের দিকেও। শহরের সমস্ত ব্যানার, হোর্ডিং খতিয়ে দেখছেন কলকাতা পুরসভার কর্মীরা। জোরে হাওয়া বইলে খুলতে পড়তে পারে, এমন হোর্ডিং সরিয়ে ফেলা হবে আজ মঙ্গলবারের মধ্যেই। নির্দেশ গিয়েছে বিল্ডিং বিভাগেও। শহরাঞ্চলের নিচু এলাকায় বস্তিতে থাকেন, এমন বাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরসভা। বিপজ্জনক বাড়িগুলি থেকেও বাসিন্দাদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে কলকাতা পুরসভা। শহরে তৈরি হয়েছে ডিজাস্টার রেসপন্স টিম। সেখানে কলকাতা পুরসভার বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মী ছাড়াও থাকবেন এনডিআরএফ বা ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স আর স্টেট এমার্জেন্সি রেসপন্স টিম।

ইতিমধ্যেই বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত হয়েছে গভীর নিম্নচাপ। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়, গাঙ্গেয় তীরবর্তী জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার সকাল থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে কলকাতায়ও। মেয়র পারিষদ তারক সিং এদিন জানিয়েছেন, জোয়ারের কারণে দিনে দুবার লকগেট বন্ধ থাকে। সে সময় অতিভারী বৃষ্টি হলে জল জমবেই। তবে দ্রুত সেই জল নেমে যাবে।

# ঘূর্ণিঝড় 'দানা' নিয়ে সতর্ক বিমানবন্দর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুসারে বুধবারই ওড়িশা উপকূলে আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড় ডানা। সেই কারণেই আগাম সতর্ক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

ঘূর্ণিঝড় দানা আছড়ে পড়ার আগেই বিমানগুলিকে নির্দিষ্ট জায়গায় কীভাবে নিয়ে যাওয়া হবে, কীভাবে রাখা হবে, তা নিয়ে মঙ্গলবার জরুরি বৈঠকে বসে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

এর আগে দেখা গিয়েছিল বিমানের চাকা বেঁধে রাখা হয়েছিল তারপরেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বেশ কয়েকটি বিমান। তাই এবারে আগাম সতর্ক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। ট্রলি থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু বেঁধে রেখে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বিমানবন্দরে টার্মিনালের ঢোকা এবং বেরোনোর গেটে বালির বস্তা দিয়ে মোকাবিলা করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। মঙ্গলবার যাবতীয় আপৎকালীন ব্যবস্থাপনা নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসতে চলেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। বিপর্যয় মোকাবিল আধিকারিক থেকে শুরু করে একজন আবহাওয়াবিদ ছিলেন এই বৈঠকে।

# হাতির দাঁত পাচারে ধৃত তৃণমূল নেতাকে বহিষ্কার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** হাতির দাঁত পাচারের অভিযোগে বিহারে গ্রেফতার বাংলার তৃণমূল নেতা। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেফতারির পর ওই নেতাকে তৃণমূল দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সূত্রে খবর, বিহারে ধৃত এই তৃণমূল নেতার নাম অশোক ওঝা। বড়বাজারের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতাও বলেও জানা গেছে। এদিকে সূত্রে খবর, বিহারের বক্সারে পুলিশ ও বন দফতরের তল্লাশিতে ২টি হাতির দাঁত উদ্ধার হয়। এই দুটি হাতির দাঁতের ওজন ৪০ কেজি। এরপরই এই ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে তৃণমূল নেতা-সহ ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি এও জানা গেছে, বড়বাজারের এই তৃণমূল নেতা অশোক ওঝাকে জেরা করে বাকি ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়।এদিক বন দফতর সূত্রে খবর, বিহারের বক্সার জেলার ব্রহ্মপুর থানার পুলিশ আধিকারিকরা বন দফতরের কাছে খবর পান, হাতির দাঁত পাচার করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এই খবর পেয়ে বন দফতর ও সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালায়। পরিকল্পনার খবর পেয়ে তারা ব্রহ্মপুর থানার দেউকুলি গ্রামে পৌঁছে যান। সেখানেই তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অশোক কুমার ওঝাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে এই চক্রের আরও চার সদস্য ফু। পুলিশ আধিকারিকরা জানার চেষ্টা করছেন, হাতির এই দাঁতগুলি কাদের দেওয়ার কথা ছিল। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের গোড়াতেই হাতির দাঁত পাচার করার সময় তিন পাচারকারীকে গ্রেফতার করেন বন দফতরের আধিকারিকরা। উদ্ধার করা হয় ১৫ কিলোগ্রাম ওজনের দুটি হাতির দাঁত। ঘটনাটি ঘটে বীরভূমের নলহাটিতে। ধৃতদের নাম রবি রঞ্জন সাহা, সুখেন্দর মুর্মু ও শঙ্কর রায়। তাদের একজনের বাড়ি ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জের এবং দু'জনের বাড়ি ঝাড়খণ্ডের পাকুর এলাকায়। খবর পেয়ে ঝাড়খণ্ডের বন দফতরের আধিকারিকরা বীরভূমের বনদফতরের আধিকারিকদের নিয়ে বীরভূমের নলহাটিতে হানা দেন। নলহাটির ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে একটি বেসরকারি হোটেলে হাতির দাঁত কেনা বেচা করছিল এই পাচারকারীরা বলে অভিযোগ। সেই সময় অভিযান চালিয়ে তিন পাচারকারীকে গ্রেফতার করেন বনদফতরের আধিকারিকরা। ধৃতদের কাছ থেকে ১৫ কেজি ওজনের দু'টি হাতির দাঁত উদ্ধার করা হয়।

# পটাশপুরের ঘটনায় সিবিআই তদন্ত, দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের আবেদন

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পটাশপুরের মহিলার মৃত্যুর ঘটনায় এবার আদালতের দ্বারস্থ মৃতার পরিবার। আদালত সূত্রে খবর, ঘটনায় সিবিআই তদন্ত এবং দেহের দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের আবেদন জানিয়েছেন মৃতার পরিবারের সদস্যরা। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি কৌশিক চন্দের এজলাসে দ্বারস্থ পরিবার।পটাশপুরে এক গৃহবধূকে ধর্ষণ করে কীটনাশক খাইয়ে প্রাণে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছিল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে।

প্রসঙ্গত, পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরে এক গৃহবধূকে নিগ্রহ করে খুনের অভিযোগ ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, অভিযুক্ত নির্যাতিতার প্রতিবেশী। ওই গৃহবধূর ওপর প্রতিবেশী যুবকের দীর্ঘদিন ধরেই কুনজর ছিল। পাশাপাশি অভিযুক্তের সঙ্গে তাঁরই ভাইয়ের বউয়ের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। তাঁদের ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলেছিলেন মৃতা। তাঁকে একাধিকবার আগে কুপ্রস্তাব দিয়েছিলেন বলেও অভিযোগ। ওই গৃহবধূ তাঁকে সতর্ক করেন। শনিবার নির্যাতিতার স্বামী বাড়িতে ছিলেন না। অভিযোগ, মহিলা বাড়িতে একা থাকার সুযোগে ঘরে ঢোকেন ওই যুবক। তাঁকে নিগ্রহের চেষ্টা করেন। প্রতিবেশীরা জানাচ্ছেন, বাধা পাওয়ায় মহিলাকে মারধর করা হয়। এরপর তাঁকে কীটনাশক খাইয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ।

EKDIN 23.10.2024 PAGE 4_Layout 1 10/22/2024 9:12 PM Page 1



## সম্পাদকীয়

# জনস্বার্থের পরিপন্থী যে নীতি তা সর্বদা বর্জনীয়

যে কোনও বাজারেই চাহিদা ও জোগানের সাম্য অনুসারে যে ভাবে পণ্যের মোট বিক্রির পরিমাণ নির্ধারিত হয়, জীবনবিমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধির সিদ্ধান্তটিও এই বাজারকে একই ভাবে প্রভাবিত করবে; দাম বাড়ার অর্থ, পণ্যটির চাহিদা কমবে, অর্থাৎ আগের তুলনায় কমসংখ্যক মানুষ বিমা করাতে আগ্রহী হবেন। ভারতের মতো দেশে, যেখানে মোট জনসংখ্যার অনুপাতে বিমাগ্রাহকদের সংখ্যা এমনিতেই অতি কম, সেখানে এই ধরনের সিদ্ধান্তের নেতিবাচক প্রভাব বিপুল। বিমাক্ষেত্রে আরও একটি সিদ্ধান্ত হয়েছে; এত দিন সর্বোচ্চ ৫৫ বছর বয়স পর্যন্ত নতুন পলিসি কেনা যেত; এ বার থেকে সেই ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারিত হয়েছে ৫০ বছর। অর্থাৎ, কোনও ব্যক্তি যদি কোনও কারণে ৫০ বছর বয়স অবধি বিমার বাজারের বাইরে থাকেন, তাঁর আর সেই বাজারে প্রবেশের অধিকার রইল না। এই সিদ্ধান্তটিও সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী। আশঙ্কা হয়, জীবনবিমা নিগমের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তগুলির পিছনে একটি বৃহত্তর পরিকল্পনা রয়েছে। ভারতে বেশির ভাগ মধ্যবিত্ত মানুষের কাছেই জীবনবিমা শুধুমাত্র বিমা নয়, তা লগ্নির একটি মাধ্যম। বস্তুত, অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম। প্রিমিয়ামের ব্যয় বাড়ার অর্থ, সেই লগ্নিতে প্রত্যাশিত লাভের তুলনায় লগ্নির ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া। অর্থাৎ, লগ্নির ক্ষেত্র হিসাবে বিমার গ্রহণযোগ্যতা কমবে। ব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিট ইতিমধ্যেই তার জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। অতএব, লগ্নির ক্ষেত্র হিসাবে পড়ে থাকবে শেয়ার বাজার। গোটা দুনিয়াই ক্রমে শেয়ার বাজারে লগ্নির দিকে ঝুঁকেছে, ফলে এই বিশ্বায়িত দুনিয়ায় ভারতও সেই প্রবণতার বাইরে থাকতে পারে না। সাধারণ মানুষকে সে দিকে যেতে উৎসাহ দেওয়া নীতি হিসাবে অগ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু, তার জন্য মানুষকে জীবনবিমা থেকে দূরে ঠেললে তার আর্থিক ফলাফল ভয়ঙ্কর হতে পারে। বিশেষত আর্থিক ভাবে তুলনায় অসচ্ছলদের ক্ষেত্রে। অতএব, নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি। জনস্বার্থের পরিপন্থী নীতি সর্বদাই বর্জনীয়।

## শব্দবাণ-৭৯

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | | ৩ | ■ | ■ |
| | ■ | | ■ | ৪ | | ■ |
| | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| ৫ | | ৬ | ■ | ৭ | | ৮ |
| ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | |
| ■ | ৯ | | ■ | ১০ | ■ | |
| ■ | ■ | ১১ | | | | |

**শুভজ্যোতি রায়**

**সূত্র—পাশাপাশি:** ১. সন্তান ৪. সমুদ্র, সাগর ৫. দশ দিন ৭. তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ ৯. গর্ত, নীচু জমি ১১. দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন রাজ্যবিশেষ।

**সূত্র—উপর-নীচ:** ১. একেবারে নষ্ট, বাতিল ২. বাণ ৩. হাস্যপরিহাস, রঙ্গরস ৬. অনবরত ৮. শিব, মহাদেব ১০. যে খায়।

**সমাধান: শব্দবাণ-৭৮**

**পাশাপাশি:** ১. অনুপ্রবেশ ৩. দ্বারকা ৫. মগজ ৭. শবর ৮. রতন ১০. একজামিন।

**উপর-নীচ:** ১. অস্থির ২. বেনামদার ৩. দ্বাদশ ৪. কাব্যরসিক ৬. জমিন ৯. তপন।

## জন্মদিন

### আজকের দিন

*ভৈরো সিং শেখাওয়াত*

১৯২৩ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ভৈরো সিং শেখাওয়াতের জন্মদিন।*
১৯৩০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা দেবেন ভার্মার জন্মদিন।*
১৯৭৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মালাইকা অরোরার জন্মদিন।*

# ভারতের অর্থনৈতিক উত্থান; এক বিশ্ব শক্তির অর্বিভাব হতে চলেছে

৭ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধির হার এবং ৭০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার নিয়ে ভারতের অর্থনীতি দ্রুত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র প্রভাব বৃদ্ধি করছে।
***(তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক)***
***১৭ অক্টোবর, ২০২৪***

মুম্বইয়ের ব্যস্ত বাজারে টাটকা জিনিস বেচছেন ভেন্ডাররা আর অতি সাধারণ দেখতে বাক্স থেকে ঘোষিত হচ্ছে খরিদ্দারের ডিজিটাল পেমেন্টের কথা। হিন্দি, ইংরেজি এবং মারাঠী ভাষার সঙ্গে সেই শব্দ মিশে সরগরম চারিপাশ। এই ঝলমলে ছবি একটা দেশের এগিয়ে চলার যার অর্থনীতি একের পর এক রেকর্ড ভেঙে চলেছে এবং সামনের বছরগুলিতে আরও বাড়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

হার্ভার্ডের খ্যাতনামা অধ্যাপক ল্যারি সামার্সের মতে, ভারতই একমাত্র দেশ যে অর্থনৈতিক রূপান্তরের সীমানায় দাঁড়িয়ে। তআমার আশা যে এখন এবং ভারতের স্বাধীনতার শতবার্ষিকীর মধ্যে ভারতের অর্থনীতি বর্তমান স্তর থেকে ৬ গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। এবং আমার মনে হয়, আগামী ৫ বছরে, ১০ বছরে এমনকী পরবর্তী প্রজন্মেও সারা বিশ্বে ভারতের অর্থনীতিরই সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা আছে।দ

২০২৪ ,এর অক্টোবর পর্যন্ত ভারতে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। চিন, জাপান এবং সুইৎজারল্যান্ডের পরে বিশ্বে মাত্র চতুর্থ দেশ যারা ৭০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মাত্রা পেরিয়েছে। এই মাইলফলকটি শুধুমাত্র সম্পদের সম্ভার নয়, বরং আন্তর্জাতিক আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও দেশের বৃদ্ধি ঘটানোর এবং বাণিজ্য এবং লগ্নির প্রয়োজন মেটাতে সহায়তা করার ক্ষমতা। শুধুমাত্র ২০২৪ ,এর জানুয়ারি থেকে এই ভাণ্ডার বেড়েছে ৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই ভাণ্ডার গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যই যে, এর ফলে ভারত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্ব মঞ্চে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারছে। সামার্স বলেছেন, ত্বর্তমানে ভারতের ভাণ্ডারে আছে ৬০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (এখন ৭০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং সারা বিশ্বে যেকোনও দেশকে সহায়তা দিতে দরাজ দ উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ভ্যাকসিন কর্মসূচির মতো উদ্যোগের কথা যার মাধ্যমে ২০২৪ ,এর ২অগাস্ট পর্যন্ত ৯৯ টি দেশকে ৩০ কোটি ডোজ কোভিড ১৯ টিকা দেওয়া হয়েছে। এতে স্বাস্থ্য পরিষেবাজনিত কূটনীতিতে বিশ্ব নেতা হিসেবে ভারতের ভূমিকা দৃঢ় হয়েছে এবং অর্থনৈতিক শক্তির মাধ্যমে নিজের ক্ষমতাও প্রদর্শিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের পৌঁছনো যেমন তার ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক মর্যাদার গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করে তেমনই অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও সমান প্রতিশ্রুতিপূর্ণ। বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক ইন্ডিয়া ডেভেলপমেন্ট আপডেট (আইডিআই) এই রূপান্তরটি তুলে ধরেছে, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জন্য ৭ জিডিপি বৃদ্ধির হারের পূর্বাভাস দিয়েছে এবং স্পষ্টতই জানিয়েছে ভারতই দ্রুত বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি। এই বৃদ্ধিকে ধরে রাখতেই সরকার আগামী ৫ বছরে পরিকাঠামোর জন্য বিপুল আর্থিক সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ২০২৪-২৫ ,এর কেন্দ্রীয় বাজেটে মূলধনী ব্যয়ের জন্য ১১,১১,১১১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যা জিডিপির ৩.৪ শতাংশের সমান। এর থেকে বোঝা যায় মূলধনী ব্যয় বাবদ কতটা বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। কারণ ২০২০-২১-এ এর পরিমাণ ছিল ৪.১ লক্ষ কোটি টাকা। আর্থিক ভারসাম্য রক্ষা এবং অন্যান্য অগ্রাধিকারকে মাথায় রেখেও পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার যে বিশেষ নজর দিচ্ছে তা বোঝা যায় এর থেকে।

পরিকাঠামোগত সহায়তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই বাণিজ্য এবং উদ্যোগপতিদের আকর্ষণ করার জন্য উপযুক্ত স্থায়ী পরিবেশও তৈরি করা হচ্ছে। ২০১৪-য় মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগের সূচনা দেশকে আন্তর্জাতিক ম্যানুফ্যাকচারিং হাব হিসেবে গড়ে তোলার বিশেষ প্রয়াসকে নির্দেশ করে। ভারতের উৎপাদন শিল্পের ক্ষমতার নিদর্শন বন্দে ভারত ট্রেন দেশের প্রথম সম্পূর্ণ দেশজ প্রযুক্তিতে তৈরি সেমি-হাই-স্পিড ট্রেন। এতে আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্যের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা হবে। উন্নত রেল প্রযুক্তিতে দেশের ক্রমবর্ধমান দক্ষতার নিদর্শন বর্তমানে চালু এই ধরনের ১০২ টি ট্রেন পরিষেবা।

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল উৎপাদক হিসেবে ভারতের উৎপাদন ক্ষেত্র আরও একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। দেশের বাজারে বিক্রিত স্মার্ট ফোনের ৯৯.২ -ই তৈরি হচ্ছে দেশেই। ২০২৩ -২৪ ,এ ভারতের মোবাইল ফোন রফতানি পৌঁছেছে প্রায় ১.২ লক্ষ কোটিতে। ২০১৪-১৫ -র থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ৭৭ গুণ বেশি। এছাড়াও ভারতের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন, ২০২৩-২৪ ,এ বেড়ে হয়েছে ১.২৭ লক্ষ কোটি টাকা। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রফতানি পেরিয়ে গেছে ২১ হাজার কোটি টাকা এবং পৌঁছচ্ছে ৯০টির বেশি দেশে। এই সাফল্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতের মোট বাণিজ্যিক পণ্য রফতানি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে পৌঁছেছে ৪৩৭.০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যা বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকেই তুলে ধরে।

দেশের শিল্প ক্ষেত্রের বৃদ্ধি যেমন বাড়াচ্ছে রফতানির ক্ষমতা, তেমনই ভারতে ডিজিটাল রূপান্তরও অর্থনৈতিক বিবর্তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগ শুরু হয় ২০১৫-য়। এর লক্ষ্য ছিল, দেশকে ডিজিটাল সমৃদ্ধ সমাজে পরিণত করা। যাতে অভূতপূর্বভাবে যোগাযোগ এবং অন্তর্ভুক্তিকরণের ভিত্তি তৈরি হয়। বর্তমানে ১১ কোটির বেশি কৃষক সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধির মতো উদ্যোগের টাকা পাচ্ছেন। এই সংখ্যাটি কানাডা এবং ফ্রান্সের মিলিত জনসংখ্যার থেকে বেশি। এই উদ্যোগ গ্রামীণ অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। প্রত্যেক ভারতীয়ের ডিজিটাল পরিচিতি তৈরি হয়েছে ১৩৭ কোটি আধার নম্বরের মাধ্যমে।

এই ডিজিটাল উদ্যোগের অন্যতম সাফল্য ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস (ইউপিআই) -এর উত্থান, এটি একটি বৈপ্লবিক পেমেন্ট ব্যবস্থা যা ভারতীয়দের লেনদেন পদ্ধতির রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ইউপিআই পেমেন্টসের মাধ্যমে ৯২ কোটি লেনদেন হত। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে সেটাই বেড়ে ১৩ হাজার কোটির বেশি হয়েছে। বার্ষিক বৃদ্ধির প্রায় ১২৯ শতাংশ। যেহেতু ইউপিআই বর্তমানে ডিজিটাল পেমেন্টের আন্তর্জাতিক মান, সেহেতু ভারতের ডিজিটাল রূপান্তর সারা বিশ্বের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে চলেছে।

ভারতের অর্থনৈতিক রূপান্তর এবং ডিজিটাল উদ্যোগের সাফল্য কারও চোখ এড়ায়নি। ২০১৪ এবং ২০২০ ,র মধ্যে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহজে বাণিজ্য করার মাপকাঠিতে ভারত ১৪২ থেকে ৬৩ তম স্থানে উঠে এসেছে। এতে বোঝা যায় নিয়ম কানুনের সংস্কার করা হয়েছে। এই অগ্রগতিতে বেড়েছে লগ্নিকারকদের আস্থা। ভারতকে করে তুলেছে বিশ্বের প্রথম সারির লগ্নির গন্তব্য।

ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার আন্তর্জাতিক অবস্থানের বদল ঘটছে। ২০২৩- এ ভারত প্রথম নিজের সভাপতিত্বে জি-২০ নেতাদের শিখর সম্মেলনের আয়োজন করে। যা বিশ্ব নেতৃত্ব পাওয়ার যাত্রাপথে এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। সারা বিশ্বের দেশগুলি থেকে এক লক্ষের বেশি প্রতিনিধি যোগ দেন এতে। গৃহীত হয় নয়াদিল্লি নেতাদের ঘোষণাপত্র। বহুমাত্রিকতায় ভারতের দায়বদ্ধতা এবং জটিল আন্তর্জাতিক বিষয়ে মধ্যস্থতা করার ক্ষমতা প্রদর্শিত হয়।

সবশেষে, ভারতের এই অর্থনৈতিক উত্থানের পিছনে আছে কৌশলী সংস্কার, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নীতি এবং মানুষের দৃঢ়তা। ভারতের শতবর্ষে ৬ গুণ বৃদ্ধি হবে বলে ল্যারি সামার্স যে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তা মোটেই কষ্টকল্পিত নয়, কারণে সেটা বোঝা যায় বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারের দ্রুত বৃদ্ধি, ডিজিটাল পরিকাঠামোর প্রসার এবং বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের আধিক্য থেকে।

এই যাত্রাপথ শুধুই সংখ্যামাত্র নয়, এটি মুম্বইয়ের গমগমে রাস্তা থেকে বিশ্ব মঞ্চে পৌঁছে যাওয়ার রূপান্তরকারী যাত্রার ইঙ্গিতবাহী। আগামী দশক ভালভাবেই দেখতে পাবে যে ভারত বিশ্ব অর্থনীতিতে এক উজ্জ্বল বিন্দু হয়ে উঠেছে।

# মন্দের রাহুগ্রাস

**বাবুল চট্টোপাধ্যায়**

বলছি সমাজ নিয়ে। সমাজ মানুষের তৈরি। আমরা রাহুগ্রাসে রয়েছি। মন্দের রাহুগ্রাসে। মনেহয় মানুষের মনুষ্যত্ব প্রায় শেষ। পুড়ে শেষ। ছাই! তাও মানছি এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে সব শেষ। বড়ো ছোটকে মারে এটা পুরনো কথা। মাৎসায়ন। সরি, দুর্বলকে অত্যাচার করেই সবলতা বাড়ে। মানে, সবলের অত্যাচারেই দুর্বল মরে। ব্যস, সবল সফল। এখানে সব দিক থেকে সবলতার কথা বলছি। মানে ঠিকমত সন্ধ্যা নেমেছে ভালো'ই। ' ভালো ' শব্দটি আর কতকাল সুস্থ রাখা যাবে! কথায় আছে -- নিজে ভালো তো জগৎ ভালো। ভুল। হ্যাঁ, এখনকার হিসাবে ভুল। কাঁটাতারে আমরা। অনেকটা চেপে আছি। সুতরাং পিষে আছি। এক পুরুষ যদি উপড়ি উপার্জন করে তো অন্য পুরুষ সুখের ঘরে। নইলে নয় - দেখো বাপের না থাকলে কি হয়! আবার বেশি থাকলেও ভয়! কি হয়, কি হয়! মনেহয় অন্তত উত্তর পুরুষ ঠিকমত ' মানুষ ' হবে না। তাই মনে করি ঠিকমত দারিদ্র্য যে দেখেনি সে কিছুই দেখেনি। দেখার চোখ দিয়ে দেখুন সব সাফল্যের পিছনে রয়েছে অপরিসীম অভাব এবং সেইসুত্রে চরম পরিশ্রম।

কে বোকা আর কে চালক তা বোঝা যায় তার কত ডিসিপ্লিন তা দেখে। আপনি যাকে আন্ডার এস্টিমেট করছেন দেখা গেলো সেই হয়তো সাফল্য পেল গগনচুম্বি। কারণটা কি জানেন? কারণটা হলো সে সব কিছু সময়ে, সিস্টেমে করেছে। যে এটা যত বেশি মানবে এবং করবে সে তত বেশি দ্রুত সাফল্য পাবে। সাফল্যের কোনো শর্টকাট নেই। কিন্তু ক্লিন ডিসিপ্লিন আমরা তেমন আর দেখতে পায় না। কারণ অনেক আছে। যার অন্য অনেক প্রকারে না গিয়ে শুধু এটুকু বলতে পারি গৃহের পরিবেশের কথা। গৃহের পরিবেশ যদি শাসনে ছোটবেলা থেকে যতেষ্ট ডিসিপ্লিন হয় তবে আর বড় বয়সে আর তেমন মন্দের রাহুগ্রাসে পড়তে হবে না। আর যদি পড়তেও হয় তবে তা কাটিয়ে উঠতে পারার নাম জীবন।

কিন্তু কি যে হচ্ছে এখানে আমরা কিছুতেই কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। এখন একটি খবর দেখা যাচ্ছে অডিও ভিজ্যুয়াল মিডিয়ায়। কৃষ্ণনগর কান্ড। একটি অল্প বয়সি মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। কারণ- প্রেম সংক্রান্ত। ঘটনায় রাহুল নামে একটি ছেলে অ্যারেস্ট হয়েছে। তদন্ত যত এগোচ্ছে জানা যাচ্ছে অনেক কথা। অনেক অনেক কথা। বুঝতে অসুবিধা হয় এমন একটি একটি হাই প্রোফাইল জায়গায় এমন ঘটনা হলো কি করে! কেনই বা সে ওখানেই পথ বেছে নিলো। থানা পাঁচশো মিটারের মধ্যে হলেও কি করে এমন কাণ্ড হলো! কেনো পুজো মণ্ডপের চৌহদ্দির মধ্যে এমন ঘটনা ঘটলো! এ রকম হাজার প্রশ্ন চলে আসে। কিন্তু জানা যায় যেমনটি ভাবা হয়েছিলো ঠিক তেমন ঘটনা নয়। সুইসাইড নোট অন্য কথা বলে। সেখানে মেয়েটি তার মৃত্যুর জন্যে নিজে ছাড়া অন্য কাউকে দায়ী করে নি। আবার তার ভয়েস মেসেজে একই কথা পাওয়া যায়। আবার এও জানা যায় যে তার উড বি কে স্বামী হিসাবে ফোনে সেভের কথা। ওদিকে অ্যারেস্ট হাওয়া ছেলেটি জানায় যে সে তার প্রেমিকার মৃত্যুর ব্যাপারে কিছুই জানে না। এও জানা যায় যে ছেলেটি সেই রাতে তার নিজের বাড়িয়েই ঘুমায়। তবে কি এই প্রেমে অন্য কেউ! মানে গন্ধ সেই ত্রিকোণ প্রেমের। পুলিশ তদন্ত করছে। অন্যদিকে মেয়েটির বাড়ি থেকে বলছে তাদের মেয়ে যতেষ্ট সাহসী। আত্মহত্যা সে করতেই পারে না। আরো দাবি করছেন যে তাদের মেয়ের মৃত্যুর জন্যে রাহুলই দায়ী। রাহুলের পরিবার দাবি করে যে তাদের ছেলে এমন কান্ড করতে পারে না। রাহুল যা অ্যারেস্ট হাওয়ার পরে নির্ভীক ভাবে স্বীকারও করে। মেয়েটির পরিবার চাইছে সিবিআই তদন্ত। এই প্রবন্ধ লেখা অবধি এতটাই জানা যায়। তদন্ত চলছে। কোনদিকে যাবে আমরা কেউ জানি না।

এরকম ঘটনা আরো বহু আছে। আমরা এই কিছুদিনের মধ্যে বালির মধ্যে থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হতে দেখেছি। একবার নয় পরপর দেখলাম। আর ধর্ষণ খুনের ঘটনা তো আমরা আকছার দেখছি। আমাদের মধ্যে শিহরন তুলেছিল আর জি কর এর ঘটনা। কি নারকীয় ঘটনা। গোটা রাজ্য, গোটা দেশ, গোটা পৃথিবী তোলপাড় হচ্ছে এই নিয়ে। হাওয়ার-ই কথা। কিন্তু তাও জাস্টিস মেলা ভার। আমাদের সুপ্রিমকোর্টের উপর পুরো ভরসা আছে। তবে কি জানেন সামগ্রিক ঘটনা অত্যন্ত লজ্জার বলেই এর মধ্যে কোনো রাজনীতি আমাদের সহ্য হচ্ছে না। আমরা পুরোপুরি হতাশ হচ্ছি এই নিন্দনীয় ঘটনায়। আমাদের বিশ্বাস কোথায় যেন তলানিতে কে ঠেকেছে। আমরা ভুলেই গেছি আমরা কোন মূল্যবোধে বেঁচে থাকবো!

সুতরাং ভাবনার সময় এসেছে। আমরা কোথায় আছি, কেমনভাবে বেঁচে আছি। এমনটা হওয়ায় কি-ই বা কারণ! মনে হয় আমাদের গৃহের পরিবেশ খুব ছোটবেলা থেকে বেশ পলগা। আমার কোথায় যেন সঠিক শিক্ষা দিতে পারছি না আমাদের সন্তানদের। আমরা খুব ভালো নেই। তবে আমাদের ভালো কিভাবে থাকতে হবে এখন এটাই আমাদের কাছে মস্ত চ্যালেঞ্জ। আমার মনে হয় সিস্টেমে থাকতে হবে। যেখানে যা হচ্ছে তা ভালো হচ্ছে না -- আপনি আমি তা ভালোভাবেই জানি। কিন্তু আপনার একার পক্ষে চেঞ্জ করা সম্ভব নয়। আবার সত্যিটা জেনেও স্রোতে গা ভাসানো কষ্টকর। তবে কি করা যাবে! মেনে নেওয়া বিবেক দংশন। আমার তো মনে হয় প্রতিবাদ করা কোনো অন্যায় নয়। তবে প্রতিবাদ হতে হবে একেবারে স্বচ্ছ। কোনও কাঙ্খিত স্বার্থ সেখানে থাকলে চলবে না। কথা বলা বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো আমাদের মৌলিক অধিকারে আছে। ভয় কোনোভাবেই পেলে চলবে না। আর ছোটবেলা থেকে এমন পরিবেশ কে গুরুত্ব দিতে হবে যেখানে মানুষ হাওয়াই যেন প্রাধান্য পায়। নিজেকে চিনতে শেখা, নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস যেন টলে না যায়। বাকিটা ইশ্বর ঠিক করবেন। আপনার বিশ্বাস যোগাবে। ভালোকরে ভেবে দেখুন যদি কৃষ্ণনগরের মেয়েটি কনফিডেন্স থাকতো তবে তাকে অত সহজে আত্মহত্যা করতে হতো না। এমন কত আছে। পরীক্ষায় রেজাল্ট আশানুরূপ না হাওয়া থেকে শুরু করে চাকরি মনোমত না হাওয়া বা ছেলেমেয়ে উৎসর্নে যাওয়ার মত কত হতাশা আমাদের আত্মহত্যার রহুগ্রাসে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে একটাই কথা বলে শেষ করবো -- জীবনে জাগান বিশ্বাসের এইম, জানবেন মন্দের রাহুগ্রাস ভঙ্গুর সিস্টেম।

***লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক***

## আনন্দকথা

জ্ঞান-অনন্তরূপে পশিবে নাথ মম হৃদে,
অবাক হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।
আনন্দ-অমৃতরূপে উদিবে হৃদয়-আকাশে,
চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে,
আমরাও নাথ, তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে।
শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজ-রাজ-চরণে,
বিকাইব ওহে প্রাণসখা, সফল করিব জীবনে।
এমন অধিকার, কোথা পাব আর, স্বর্গভোগ জীবনে (সশরীরে)।
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ, হেরিয়ে নাথ তোমার,
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়া সত্বর;
তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ-আঁধার।
ওহে ধ্রুবতারা-সম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে,
জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পুরাও মনের আশ;
আমি নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে;
আপনারে ভুলে যাব, তোমারে পাইয়ে হে।
(সেদিন কবে কবে হে।)

*(ক্রমশঃ)*

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# ‘ডানা’ ঝাপটানোর আগেই প্রস্তুত বসিরহাটের প্রশাসন

## দাবি মহকুমা শাসকের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট:** ঘূর্ণিঝড় ‘ডানা’ তার ঝাপট শুরু করার আগেই প্রস্তুত প্রশাসন। সুন্দরবনবাসীদের সুরক্ষায় সবরকমের ব্যস্ততা নেওয়া হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় রেমালের কয়েক মাস পরেই আবার ঘূর্ণিঝড় ‘ডানা’র আতঙ্ক ছড়াচ্ছে সুন্দরবন এলাকায়।

হাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী, প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে প্রবল ঘূর্ণিঝড় ডানা। পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী এলাকায় যার প্রভাব পড়তে পারে বলেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছে আবহাওয়াবিদরা। বাংলার উপকূলবর্তী সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি, হাসনাবাদের ওপরেও এই ঘূর্ণিঝড় যথেষ্ট আঘাত হানতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে।

এই ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ার আগেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন হিঙ্গলগঞ্জের দুলদুলি সাহেব খালি সহ হিঙ্গলগঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকার কয়েক হাজার মানুষেরা। ঝড় ও বৃষ্টি একই সঙ্গে আসায় তা নদী ও নদীবাঁধের ওপর কতটা কতটা প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে চিন্তিত এলাকার মানুষ। সেক্ষেত্রে যদি নদীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে নোনাজলে যেমন চাষের ক্ষতি হবে তেমনই ভাসবে গ্রাম। তবে ডানার মোকাবিলা করার জন্য সবরকম ভাবে প্রস্তুত রয়েছে প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

বসিরহাটের মহকুমাশাসক আশিস কুমার জানিয়েছেন, পুলিশ ও প্রশাসন প্রস্তুত আছে। সব রকমের



প্রতিরোধ ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে। খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম। প্রতিটি বিডিও অফিসের সঙ্গে ২৪ ঘণ্টা যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। ফ্লাড সেন্টার খুলে দেওয়া হয়েছে। মজুত করা হয়েছে পানীয় জল ও শুকনো খাবার। চলছে মাইকিং। নদীতে মাছ ধরতে যাওয়াতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। নৌকোয় নদী পারাপারের ক্ষেত্রেও চলছে নজরদারি। এনডিআরএফ টিম পৌঁছে গিয়েছে স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে।

মহকুমাশাসকের দাবি, নদীবাঁধগুলির অবস্থার কোন অবনতি হয়নি। ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কুইক রেসপন্স টিম সেগুলির মেরামতির জন্য প্রস্তুত আছে। এককথায় ডানার জন্য প্রস্তুত প্রশাসন। এরপরেও যেমন যেমন ঘটনা ঘটবে, দ্রুত তেমন তেমনই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান মহকুমাশাসক আশিস কুমার।

# সেল আইএসপির সাদা কাগজে সার্ভে নোটিসে চাঞ্চল্য রামনগরে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল:** মঙ্গলবার কুলটির সেল আইএসপির অন্তর্গত রামনগর খনি কর্তৃপক্ষ দ্বারা রামনগর গ্রামজুড়ে সার্ভে করা নোটিসকে ঘিরে জল্পনা সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নোটিশটি কোনও কোলিয়ারি লেটার প্যাডে না লিখে একটি সাদা কাগজে নোটিস লিখে সমগ্র এলাকায় বাসিন্দাদের বাড়ির বাইরে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় শুরু হয়ে যায় জল্পনা ও চাঞ্চল্য। নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে এলাকায় একটি



নতুন প্রজেক্ট তৈরি করা হবে তার জন্য সার্ভে করা হচ্ছে গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়িতে।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, রামনগর কোলিয়ারির কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে তারা স্পষ্ট জানাতে ইচ্ছুক নয় বলে বলেন গ্রামবাসীরা। তবে কোন বিষয়ে নোটিশ কোন প্রজেক্ট এবং কোনখানে প্রজেক্ট করা হবে, সে বিষয়েও কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ কিছু জানাতে চাইছে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। ফলে ধোঁয়াশার সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কের পরিবেশে রয়েছেন রামনগর কোলিয়ারি সংলগ্ন রামনগর গ্রামের বাসিন্দারা। যদিও এই বিষয়ে কোনও কিছু বলতে চাইনি কর্তৃপক্ষ।

# ঠাকুমাকে খুনে অভিযুক্ত নাতি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** আবারও খুনের অভিযোগ আরামবাগে। এবার ঠাকুমাকে খুন করার অভিযোগ উঠল নাতির বিরুদ্ধে। একমাসে পর পর আরামবাগ শহরে খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য। যদিও দ্রুত অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ। ঠাকুমাকে খুন করে দ্বারকেশ্বর নদের চড়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠল আরামবাগ শহরে। এবারে অভিযোগের তীর নাতির বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার নাতির। এই ঘটনায় অভিযুক্ত নাতিকে আটক করে আরামবাগ থানার পুলিশ। আটক হওয়া যুবকের নাম কার্তিক সরকার।

মৃত বৃদ্ধার নাম প্রেমলতা সরকার তথা দাসী সরকার। বৃদ্ধা মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মঙ্গলবার দুপুরে।

আরামবাগ পুরসভার পিছনে দ্বারকেশ্বর নদের চর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই ভিড় জমায় সাধারণ মানুষ। বৃদ্ধার বাড়ি পুরসভার ৪ নং ওয়ার্ডে। জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগেই বৃদ্ধা মেয়ের বাড়ি থেকে এসেছিল এবং তাঁর জামাই নাতির কাছে রেখে যায়। মেয়ের শ্বশুরবাড়ি আরামবাগের সতীতলা এলাকায়।

ঘটনা প্রসঙ্গে মৃত বৃদ্ধার আত্মীয় ডলি ঘোরুই অভিযোগ করে বলেন, কোমরে চোট ছিল। চলাফেরা করতে পারছিলেন না। মেরে চরের ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আত্মীয়দের এটাও দাবি, কার্তিক সরকার তাঁর ঠাকুমার কাছ থেকে জোর করে টাকাপয়সা আদায় করতেন। মঙ্গলবার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কার্তিক সরকারকে আটক করে।

# ৪১ অনুপ্রবেশকারী ধৃত, সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ:** ঘরে ফেরার পথে ৪১ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করল রানিতলা থানার পুলিশ। সোমবার রাতে তাঁদের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের চর সাহেবনগর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের বাড়ি বাংলাদেশের চাপাই নিবাবগঞ্জ ও রাজয়াশাহী জেলা। জেলা পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদব জানিয়েছেন, সকলেই অনুপ্রবেশপকারী। সীমান্ত ডিঙিয়ে কাজের জন্য দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছিল। সোমবার রাতে বাড়ি ফেরার পথে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিন আদালতে হাজির করা হলে ধৃতদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

এদিনের ঘটনায় ফের আর্ন্তজাতিক সীমা সুরক্ষা নিয়ে একগুচ্ছ প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠছে, কী ভাবে অনুপ্রেবেশকারীরা অবাধে সীমান্ত টপকে ভারতে ঢুকল? দীর্ঘদিন ভারতে থাকলেও, কেন প্রশাসনের নজরে এল না? সীমান্তরক্ষী বাহিনীদের নজরদারি ও কর্তব্য নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মুর্শিদাবাদ সীমান্ত দিয়ে অবাধে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা ভারতে ঢুকছে বিভিন্ন কাজে। সোমবার ৪১ জন বাংলাদেশি ধরা পড়ায় এই তত্ত্ব আরও জোরালো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অনুপ্রবেশকারীরা দালাল চক্রের মাধ্যমে এদেশে ঢুকছে। সীমান্ত এলাকায় একশ্রেণির অসাধু চক্র তাঁদের ভুয়ো আধার কার্ড তৈরি করে দিচ্ছে। যাতে ভারতের বিভিন্ন জায়গার ঠিকানা ব্যবহার করা হচ্ছে। সীমান্তের এই অসাধু চক্রই তাঁদের আশ্রয় দিচ্ছে নিজেদের ও আত্মীয়ের বাড়িতে। সুযোগ বুঝে তাঁরাই অনুপ্রবেশকারীদের ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিচ্ছে। অধিকাংশই কাজের খোঁজে দক্ষিণ ভারতের কেরল, কর্ণাটক, চেন্নাইয়ে পাড়ি দিচ্ছে।



এখন প্রশ্ন উঠছে শুধুই কি কাজের খোঁজে এদেশে আসা নাকি অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে জঙ্গি সংগঠনেরও কেউ কেউ এদেশে ঢুকছে? অবাধে এইভাবে বাংলাদেশিরা ভারতে ঢোকায় দেশের নিরাপত্তা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিযোগ, কেন্দ্র সরকারের অধীনস্ত সীমান্তরক্ষী বাহিনী। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে প্রহরী থাকলেও তাঁদের নজর এড়িয়ে কী ভাবে বাংলাদেশিরা ভারতে প্রবেশ করতে পারল। তা হলে সীমান্ত সুরক্ষায় কেন্দ্র সরকারের ঢিলেমি মনোভাব রয়েছে। এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। সব থেকে অসুরক্ষিত হয়ে পড়ছে মুর্শিদাবাদ। কারণ মুর্শিদাবাদের সামান্য অংশে রয়েছে কাঁটাতারের বেড়া। সিংহভাগ জল ও ভূমি সীমান্ত। জলপথ দিয়ে ভারতে ঢোকা অনুপ্রবেশজারীদের কাছে খুবই সহজ। এই কাজে মদত দিচ্ছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া গ্রামগুলির চোরাকারবারীরা। তারা ঢোকার রাস্তা দেখিয়ে বাংলাদেশিদের ভারতে ঢোকাচ্ছে। সীমান্ত এলাকার শান্তিপ্রিয় মানুষের দাবি, ‘আমরা প্রচণ্ড নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। রোজ অনুপ্রবেশ ঘটছে। রাতে সীমান্ত এলাকায় আনাগোনা বেড়েছে।’

# কর্মাধ্যক্ষের পদ থেকে অপসারিত ফারহাদ



**নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত:** একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমির কর্মাধ্যক্ষের পদ থেকে অপসারণ করা হল একেএম ফারহাদকে। আগেই ফারহদের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা হয়েছিল। মঙ্গলবার জেলা পরিষদের তিতুমীর সভা কক্ষে স্থায়ী সমিতির মিটিং করে ফারহাদের বিরুদ্ধে অনাস্থার পরিপেক্ষিতে ভোটাভুটি করা হয়। স্থানীয় সমিতির ৭ জনের মধ্যে এদিন ৫ জন উপস্থিত হন। ৫-০ ভোটে হেরে যাওয়াতে একেএম ফরহাদকে এদিন বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল।

জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী জানান, দপ্তরে নির্দিষ্ট সময় না আসা, দপ্তরের প্রয়োজনীয় কাজ না করা, সহ একাধিক কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন স্থায়ী সমিতির কয়েকজন। তার পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার জেলা পরিষদ উত্তর ২৪ পরগনা স্থায়ী সমিতি মিটিং ডাকে। যেই মিটিং এ সর্বসম্মত ভাবে সিদ্ধান্ত হয় একেএম ফারহাদকে বনভূমি কর্মাধ্যক্ষর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। সেই মতো তাঁকে সরিয়ে দিয়ে এই রিপোর্ট জুডিশিয়াল কমিশনারের কাছে দেওয়া হবে। পরবর্তীতে তাঁকে রিমুভ করে কী ভাবে নতুন কর্মাধ্যক্ষ বসানো যায় সে বিষয়ে স্থায়ী সমিতি আবার মিটিং ডাকবে বলে জানিয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ন গোস্বামী।

প্রসঙ্গত, একেএম ফারহাদের বিরুদ্ধে কয়েক মাস আগে এক মহিলার সঙ্গে অশালীন বার্তালাপ সহ বেশ কিছু ছবি প্রকাশে আসে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই তার বিরুদ্ধে অনাস্থা আসে বলে জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গেছে। তবে এ বিষয় কোনও মন্তব্য করতে চাননি বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ সহ জেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধিরা।

# আবাস যোজনার সমীক্ষা শুরু হুগলিতে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** কেন্দ্র না দিলে রাজ্য আবাস যোজনার টাকা দেবে বলে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চলতি বছরের ডিসেম্বর থেকেই সেই টাকা দেওয়ার কথা। সেই মতো সমীক্ষার কাজও শুরু হয়ে গেল হুগলিতে। জেলার ২০৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে পঞ্চায়েত কর্মীরা সমীক্ষার কাজ শুরু করেছেন। বাড়ি পাওয়ার জন্য প্রকৃত যোগ্য কারা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পের তালিকায় ভুয়ো নাম থাকার অভিযোগ তুলে কেন্দ্র প্রায় দু’বছর ধরে বাংলার বরাদ্দ আটকে রেখেছে বলে অভিযোগ। রাজ্য নিজের বরাদ্দ থেকে গ্রামীণ এলাকায় গরিব মানুষের বাড়ি তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। সেখানে উপভোক্তাদের তালিকা তৈরি নিয়ে যাতে প্রশ্ন না-ওঠে, সে জন্য বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে বলেই জানা গিয়েছে।

হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধারার বক্তব্য, ‘মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের কাছে বারবার টাকা চেয়েছেন। কেন্দ্র আবাসের টাকা দেয়নি। তাই মুখ্যমন্ত্রী নিজেই উদ্যোগী হয়েছেন। উপভোক্তাদের সমস্ত তথ্য যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। তারপরেই মিলবে টাকা।’ হুগলি জেলা পরিষদের সেক্রেটারি মৃণালকান্তি গুঁই বলেন, ‘আবাসের সার্ভে শুরু হয়েছে। আগামী ৩১ তারিখ পর্যন্ত এই সার্ভে চলবে।’

মূলত, ২০২০-২১ সালে আবাস প্লাসের তালিকায় (সংযোজিত) যাঁদের নাম ছিল এবং বন্যায় যাঁদের ঘর-বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাঁদের এই প্রকল্পের টাকা দিতেই এই সার্ভে শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে যে শর্তগুলি রয়েছে তা মানা হচ্ছে কি না তাও দেখা হচ্ছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, চূড়ান্ত তালিকা গ্রামসভায় অনুমোদন করার পর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বিডিও ও এসডিও অফিসে টাঙিয়ে দিতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ তা দেখতে পান। এর আগেই একটি নির্দেশিকায় নবান্ন জানিয়েছে, এই তালিকা প্রকাশের পরেও তিনটি স্তরে ফের তথ্য যাচাই করতে হবে। জেলা প্রশাসনের এক কর্তা জানান, নিয়ম মেনে যা যা করার তাই হবে। চুঁচুড়া মগরা ব্লকের কোদালিয়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা বলেন, ‘শুনছি এবার রাজ্য সরকার টাকা দেবে। আশা করছি, এবার আমরাও মাথার ওপর ছাদ পাব।’

# ঘূর্ণিঝড়ে মাইকিং, কৃষি দপ্তর থেকে কৃষকদের প্রচারপত্র

**নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর:** ধেয়ে আসছে ডানা। প্রমাদ গুনছেন বাংলার চাষিরা। হুগলি থেকে বর্ধমান, বাংলার দিকে দিকে মাঠ ভর্তি ধান। কিন্তু কীভাবে দানার ঝাপটা থেকে বাঁচবে সোনার ফসল? ভেবেই কূলকিনারা পাচ্ছেন না কৃষকরা। এরইমধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের কবল থেকে ফসল রক্ষা করতে মাইকিং করা হচ্ছে সিঙ্গুর ব্লকের কৃষি প্রধান এলাকায়। মাইকিং প্রচারের পাশাপাশি কৃষি দপ্তর থেকে গ্রামে গ্রামে কৃষকদের দেওয়া হচ্ছে প্রচারপত্র। ঘূর্ণিঝড় থেকে ফসলকে রক্ষা করতে কী কী করা যেতে পারে তা নিয়ে সরাসরি কৃষকদের পরামর্শ দিচ্ছেন ব্লক কৃষি আধিকারিক। পাশাপাশি এখনও যাঁদের শস্য বিমা করানো নেই তাঁদের দ্রুত বীমার আওতায় আসার জন্য আবেদন করা হচ্ছে।

ডানাকে ঠেকাতে গোটা রাজ্যেই ইতিমধ্যে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে প্রশাসন। চলছে বৈঠক, চলছে পরিকল্পনা। মাঠে নামছে বিপর্যয় মোকাবিলা দল। অন্যদিকে চাষিদের পাশে দাঁড়াতে সক্রিয় কৃষি দপ্তর। এদিকে চাষের এই মরসুমে হুগলি, বর্ধমানের একটা বড় অংশে বরাবরাই বড় মাত্রায় ধান চাষের ছবি দেখা যায়। হাওয়া অফিস বলছে, উপকূলবর্তী জেলা তো বটেই, দানার ভালোরকম প্রভাব পড়বে এই দুই জেলাতেও।

জেলা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, হুগলি জেলায় এ বছর খারিফ মরশুমে প্রায় ১ লক্ষ ৮৭ হাজার হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়েছে। যার মধ্যে শুধুমাত্র সিঙ্গুর ব্লকেই ৭ হাজার ১০০ হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়েছে। সিঙ্গুর ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা রাম দাস মাণ্ডি জানান, দানা ভালই প্রভাব ফেলতে পারে হুগলিতে। সবথেকে বেশি ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে ২৩ থেকে ২৫ অক্টোবরের মধ্যে। তাই এই সময়ের মধ্যে চাষিরা যাতে সবথেকে বেশি সতর্ক থাকেন সে কারণেই প্রচার চালানো হচ্ছে। তাড়াতাড়ি ধান কেটে নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে।

# বন্যাদুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে যৌথ উদ্যোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর:** যৌথ উদ্যোগে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বন্যা দুর্গতদের সাহায্যে এগিয়ে এলো এবিটিএ, ডক্টরস ফোরাম ও হেলথ হোম।

জেলার বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে বন্যা কবলিত এলাকায় মঙ্গলবার জনস্বাস্থ্য সচেতনতা প্রচারের পাশাপাশি বন্যা কবলিতদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া, পুস্তক ও পোশাক বিতরণ কর্মসূচি নিয়েছিল নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির জেলা শাখা, স্টুডেন্টস হেলথ হোম এবং জুনিয়র ডক্টরস ফোরাম। ডেবরা ব্লকের মলিহাটি ও গোলগ্রাম অঞ্চলের টাঙাইশ্রী ও হরিণডাঙা গ্রামে চিকিৎসক ডাঃ পবিত্র গোস্বামীর নেতৃত্বে ১১ জন চিকিৎসক প্রায় সাড়ে পাঁচশো জন দুর্গত মানুষকে ওষুধ সহ চিকিৎসা পরিষেবা দেন। মহিলাদের হাতে শাড়ি তুলে দেওয়া হয়। এবিটিএ-এর জেলা শাখা ও ডেবরা আঞ্চলিক শাখার পক্ষ থেকে দুর্গত এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের পুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রী দেওয়া হয়।

চিকিৎসকরা দু’টি গ্রামে সভা করে আরজিকর হাসপাতালের ছাত্রী-চিকিৎসকের মর্মান্তিক হত্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সামাজিক আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয়রা শিক্ষক,



চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এদিনের কর্মসূচিতে ছিলেন হেলথ হোমের চন্দন নস্কর, চিকিৎসকদের ডাঃ পবিত্র গোস্বামী ডাঃ স্বাগত মুখার্জি ডাঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ডাঃ প্রিয়াঙ্কা রায়, ডাঃ শুক্লা কুন্ডু, ডাঃ ওমর ফারুক ডাঃ মিনহাজ, শ্রাবনী সোয়াইন, স্বাতিকা কুমারী, রীতদীপ বড়াল। ছিলেন এবিটিএয়ের জেলা সম্পাদক জগন্নাথ খান, জেলা সভাপতি মৃণালকান্তি নন্দ, প্রভাস রঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্যামল ঘোষ, স্বপন পাল।


**SBI এসবিআই রনিহাটী শাখা (১৪০৮৪)**
গ্রাম- রানিহাটী, পোঃঅঃ- জয়নগর, থানা-পাঁচলা, জেলা-হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১৩০২, ই-মেল: sbi.14084@sbi.co.in

**সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি**

**শ্রীমতী অঞ্জুরা বেগম**, যিনি **এসবিআই রানিহাটী শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/ বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন, অর্থাৎ (২৯.১০.২০২৪) এর আগের দিন (২৮.১০.২০২৪) **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

**ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতী অঞ্জুরা বেগম**

| ক্র. নং. | নিলামের তারিখ | নিলামের প্রস্তাবিত সময় | বিশুদ্ধতা (ক্যারট) | সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে) | আইটেম সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ২৯.১০.২০২৪ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ২২ সি | গ্রস ওজন ৩.৯৭০ নিট ওজন ৩.৫০০ | ১টি আংটি |
| ২. | ২৯.১০.২০২৪ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ১৮ সি | গ্রস ওজন ২.১১০ নিট ওজন ১.৯০০ | ১টি টিকুলি |
| ৩. | ২৯.১০.২০২৪ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ১৮ সি | গ্রস ওজন ২.৭১০ নিট ওজন ২.০০০ | ১টি আংটি (পাথর সহ) |
| ৪. | ২৯.১০.২০২৪ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ১৮ সি | গ্রস ওজন ১.৭৭০ নিট ওজন ১.৫০০ | ২টি দুল (কানের) |

তারিখ: ২৩.১০.২০২৪
স্থান: রানিহাটী, হাওড়া
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া



**ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank**
আঞ্চলিক অফিস : দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৫

**বিক্রয় প্রত্যাহার**

উল্লেখ্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ **মেসার্স সুদর্শন সিডস প্রা. লি. (ক্রম নং ৩)-বর্ধমান মেন ব্রাঞ্চ** সম্পর্কিত প্রকাশিত হয়েছিল এই সংবাদপত্রের ২৭.০৯.২০২৪ সংস্করণে এবং সম্পাদনের স্থির ছিল ২৯.১০.২০২৪ **তারিখে অনিবার্য কারণে প্রত্যাহার করা হল।**
ই-নিলামের পরবর্তী তারিখ যথাসময়ে জানানো হবে।

তারিখ : ২৩.১০.২০২৪ স্বা/- অনুমোদেতি অফিসার
স্থান : দুর্গাপুর ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া



**হাঁসপুকুরিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড**
রেজি. নং -১৬১(এন) তাং -১৯.১২.১৯৭৪
গ্রাম+পো.---হাঁসপুকুরিয়া, থানা-- পলাশীপাড়া, জেলা--নদিয়া, পিনকোড—৭৪১১৬০

**বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা হাঁসপুকুরিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাদের অবগত করা হচ্ছে যে আগামী **২৭.১০.২০২৪** তারিখে হাঁসপুকুরিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর যে ডেলিগেট নির্বাচন হাঁসপুকুরিয়া পশ্চিমপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়-এ হওয়ার কথা ছিল, তা পলাশীপাড়া থানা থেকে পুলিশ না পাওয়ার জন্য (Vide Memo No.--Nil, Dated-04.10.2024 of the Officer in Charge of Palashipara Police Station) উক্ত **২৭.১০.২০২৪** তারিখে উল্লেখিত ডেলেগেট নির্বাচন পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।সেই কারণে রিটার্নিং অফিসার, হাঁসপুকুরিয়া এস.কে.এই.ইউ.এস লি তথা এ.আর.সি.এস.নদিয়া রেঞ্জ,কৃষ্ণনগর,নদীয়া মহাশয়ের নির্দেশ অনুযায়ী (Vide Memo Number 1433 /1(1) Date-21.10.2024)উক্ত নির্বাচন আপাতত স্থগিত করা হোলো।পরবর্তীতে নির্বাচনের দিন নির্ধারিত হলে তা বিজ্ঞপ্তি আকারে সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হবে।

তাই হাঁসপুকুরিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর সকল সদস্য/সদস্যাদের কাছে অনুরোধ উক্ত নির্বাচনের পরবর্তী ধাপ বা প্রক্রিয়াগুলি জানার জন্য আপনারা সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন।

সহকারী রিটার্নিং অফিসার,
হাঁসপুকুরিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ



**আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড**
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২
সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

**পাবলিক নোটিস**

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছে, তাঁরা হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইস্যুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

| ক্র. নং | নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম | এল. এফ. নং | শেয়ার সার্টিফিকেট নং | স্বাতন্ত্র্যসূচক নং | শেয়ার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | মায়া সান্যাল জে/ডু চিত্রা সান্যাল | ০০১০৫০৪ | ২০৪৯ | ৩৮১৭২৫১-৩৮২০৭৫০ | ৩,৫০০ |

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে কোম্পানিকে বা এর রেজিস্ট্রার মহেশ্বরী ডাটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড …, কলকাতা-৭০০০০১ -এর কাছে।

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ২২ অক্টোবর, ২০২৪
আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)



**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank**
**ইলাহাবাদ ALLAHABAD**

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ
বি-৮/৫৫ (সি.এ), আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী, পো: কল্যাণী, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১ ২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ

**দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**

[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন]

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সহ পঠনীয় ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ঋণগ্রহীতাদের প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন … ঋণগ্রহীতা(গণ) এই অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ অধীন তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং কোনওরকম লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট চার্জ সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ জামিনকৃত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

| ক্রম নং | ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম গ) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা (সম্পত্তির মালিক) এর নাম | দায়বদ্ধ/বন্ধকৃত সম্পত্তির বিবরণ (সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সকল অংশ সমন্বিত) | ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকায়) |
|---|---|---|---|
| ১ | ক) ইছাপুর শাখা খ) মেসার্স মন্ডল ইঞ্জিনিয়ারিং স্বত্ব: বাবর আলি মন্ডল (ঋণগ্রহীতা) … গ) শ্রী বাবর আলি মন্ডল (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) … শ্রীমতি সেবিনা মন্ডল (জামিনদাতা) … চাপড়া, জেলা: নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন: ৭৪১১২৩ | জমি এবং তদস্থিত ভবন … সম্পত্তির চৌহদ্দি … | ক) ০৫.০৬.২০২৪ খ) ২১.১০.২০২৪ গ) ১৪,৬০,২৬৬.০০ টাকা … এবং পরবর্তী সুদ সহ |
| ২ | ক) ইছাপুর শাখা খ) শ্রী সাকিল মনসুরী (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) … গ) শ্রী জালাল উদ্দিন মনসুরী (জামিনদাতা) … চাপড়া, জেলা: নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন: ৭৪১১২৩ | জমি এবং তদস্থিত ভবন … সম্পত্তির চৌহদ্দি … | ক) ০৫.০৬.২০২৪ খ) ২১.১০.২০২৪ গ) ১৩,৫৯,৮৬৫.০০ টাকা … এবং পরবর্তী সুদ সহ |

তারিখ : ২১.১০.২০২৪
স্থান : কল্যাণী
অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক



**SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল**
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

**দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)** পরিশিষ্ট IV, [ রুল -৮(১)]

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ এবং ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) সংস্থান অধীনে ৩১.০৫.২০২৪ তারিখে এবং ০৪.০৮.২০২৪ তারিখে নির্দেশিকা অনুযায়ী সংবাদপত্রে দাবি নোটিশ প্রকাশ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা **মেসার্স দুর্গা কনস্ট্রাকশন** এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতাগণকে … **৬৪,৫৮,২৮৭.২৫ টাকা (চৌষট্টি লাখ আটান্ন হাজার দুশো সাতাশি টাকা এবং পঁচিশ পয়সা)** … পরিশোধ করার জন্য।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির **২১ অক্টোবর ২০২৪** তারিখে প্রতীকী দখল নিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করতে সতর্ক করা হচ্ছে এবং কোনওরকম লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া-র নিকট বকেয়া **৬৪,৫৮,২৮৭.২৫ টাকা (চৌষট্টি লাখ আটান্ন হাজার দুশো সাতাশি টাকা এবং পঁচিশ পয়সা)** টাকা ৩০.০৫.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, মাশুল, খরচ ইত্যাদি সাপেক্ষ হবে।
**ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।**

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বত্বসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট … (হস্তান্তর দলিল নং … **শ্রী জহর দাস এবং শ্রীমতি রাত্রি দাস** …)

তারিখ - ২১.১০.২০২৪
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার এসবিআই এসএআরবি-সাউথ বেঙ্গল



**ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ**
এ কে পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN NO : U40104WB2008PTC130530

**এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য** দেউলিয়াগ্রস্ত সম্পত্তির অংশ হিসেবে স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে (জমিন এবং আর্থিক সম্পদ) ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ‘যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে’, ‘যেখানে যা আছে ভিত্তিতে’, ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে’ এবং ‘কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত’।

(বিক্রয় তালিকা ও সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ সহ)

সিএ প্রতীম বায়দ
লিকুইডেটর - এ কে পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি. (দেউলিয়াগ্রস্ত)
তারিখ : ২৩.১০.২০২৪
স্থান : কলকাতা

# আবর্জনার স্তুপের দুর্গন্ধ-আগুনের ধোঁয়ায় নাজেহাল, অভিযুক্ত পুরসভা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** বেসরকারি স্কুলের প্রায় ১০০ মিটার দূরে আবর্জনার স্তুপে আগুনের ধোঁয়ায় নাজেহাল পরিস্থিতি, আতঙ্কে স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক থেকে সাধারণ মানুষ, পাশাপাশি পাহাড় সমান আবর্জনা স্তুপ থেকে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ, রোগ জীবাণু ছড়ানোর আশঙ্কা, অভিযোগের তীর বিষ্ণুপুর পুরসভার দিকে, সমগ্র বিষয় নিয়ে মুখে কুলুপ পুরসভার।

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর পুরসভা, দেড়শো বছরের অতি প্রাচীন এই পুরসভা। এই পুরসভায় নেই কোনও স্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ড। যার জেরে শহরের তিন নম্বর ওয়ার্ডে লাল বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় তৈরি হয়েছে আবর্জনার পাহাড়। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুরসভার পক্ষ থেকে শহরের আবর্জনা খেলা হচ্ছে ওই স্থানে। এক আবর্জনার দুর্গন্ধ রোগ জীবাণু ছড়ানোর আশঙ্কা পাশাপাশি কেউ বা কারা ওই আবর্জনায় লাগিয়ে দিচ্ছে আগুন, বিষাক্ত ধোঁয়ায় দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। দূষিত এই ধোঁয়া এবং আবর্জনার দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ জনজীবন।

পাশেই রয়েছে একটি বেসরকারি স্কুল যেখানে নার্সারি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী রয়েছে। স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীদের আতঙ্কের মধ্যেই করতে হয় তাদের ক্লাস। ছাত্র-ছাত্রীরা জানাচ্ছেন এক দুর্গন্ধ তার ওপর দূষিত ধোঁয়া স্কুলের জানালা দিয়ে ক্লাসরুমে ঢুকে যাচ্ছে। ফলে অনেক ছাত্রছাত্রী স্কুলে আসা বন্ধ করেছে। যে কোনও সময়ে অসুস্থ হতে পারে ছাত্রছাত্রীরা। স্কুলের শিক্ষকরা জানাচ্ছেন, এই সমস্যার কথা একাধিকবার পুরসভায় জানানো হয়েছে কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। স্বাভাবিক ভাবে আতঙ্ক নিয়েই পঠন-পাঠন করাতে হয় তাঁদের।

সমগ্র বিষয় নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে বিষ্ণুপুর পুরসভা। পুরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করলে এ বিষয়ে তিনি কোনও কথা বলতে রাজি হননি। তবে সূত্রের খবর বিষ্ণুপুর পুরসভার পক্ষ থেকে একটি নতুন ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরির কাজ চলছে তা কিছুদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ হবে।

# ঘূর্ণিঝড়ের ভ্রূকুটির মাঝে ভুটভুটিতে পারাপার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া:** ডানা নামক ঘূর্ণিঝড়ের ভ্রূকুটির মাঝে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভুটভুটি নৌকোয় পারাপার কয়েক হাজার যাত্রীর।



জানা গিয়েছে, হাওড়ার গড়চুমুক ফেরিঘাট থেকে কয়েক হাজার মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করেন উত্তর চব্বিশ পরগনার বুরুল ফেরিঘাটে। কিন্তু বুরুল ফেরিঘাটের পল্টন জেটি খারাপ হয়ে যাওয়ায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কয়েক হাজার মানুষ গড়চুমুক থেকে বুরুল যাতায়াত করছেন ভুটভুটি নৌকায় চেপে। কিন্তু কেন? উল্লেখ্য, এই ফেরিঘাটটির দায়িত্বে হাওড়া জেলা পরিষদ। হাওড়া জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি অজয় ভট্টাচার্য জানিয়েছেন,বুরুল ঘাটে পল্টন জেটি খারাপ হয়ে যাওয়ায় তা সারানোর জন্য বেশ কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু মানুষের জীবন তো আর থেমে থাকতে পারে না? তাই বাধ্য হয়ে ভুটভটি নৌকোয় করে যাত্রীদের পারাপার করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সোমবার বুরুল থেকে লঞ্চ চলাচল বন্ধ করা হয়। এখন যতদিন না পল্টন জেটি সারানো হয়, ততদিন পর্যন্ত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভুটভুটি নৌকোয় পারাপার করতে হবে ভাগীরথীতে। এদিকে ডানা নামক ঘূর্ণিঝড় নিয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে জেলা প্রশাসন। ইতিমধ্যেই শ্যামপুর এক এবং দুই নম্বর ব্লকে মাইকিং শুরু হয়ে গিয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শ্যামপুর এক নম্বর ব্লকের গাদিয়াড়া, গড়চুমুক, শিবগঞ্জে যেমন মাইকিং হয়েছে তেমনই মাইকিং হয়েছে শ্যামপুর ২ নম্বর ব্লকের সাইবেনিয়াতেও।

---

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

**জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ**
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০০১

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

**পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]**

**ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে**

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১২.১১.২০২৪ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ১৪,১২,০০৮.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ বারো হাজার আট টাকা)** ০৬.১১.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **শ্রীমতি মলি পাল (ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা) এবং শ্রী কৌশিক পাল (জামিনদাতা), উভয়ের ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং সি, ৪র্থ তল, জে এন বোস রোড, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৪৬-এর কাছ থেকে।

ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

| ক্র. নং. | ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম<br>খ) শাখার নাম | স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত | জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ | ক) সংরক্ষিত মূল্য<br>খ) ইএমডি পরিমাণ<br>গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ<br>ঘ) সম্পত্তির আইডি<br>ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা<br>চ) দখলের ধরন |
|---|---|---|---|---|
| ১ | **ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা :**<br>**শ্রীমতি মলি পাল**<br><br>**শ্রী কৌশিক পাল**<br>**(জামিনদাতা)**<br>**উভয়ের ঠিকানা :**<br>ফ্ল্যাট নং সি, ৪র্থতল, জে এন বোস রোড, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১৪৬।<br><br>**খ) গোবিন্দপুর শাখা।** | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং সি, চতুর্থতলে, পরিমাণ কমবেশি ৫১৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , নির্মিত জমির পরিমাণ আনুমানিক ৮ কাঠা, ৫ ছটাক, অবস্থিত মৌজা : কোদালিয়া, জেএল নং ৩৫, আরএস নং ১৪৯, তৌজি নং ১২০ , আরএস খতিয়ান নং : ১২১, এলআর খতিয়ান নং ৪১০৪, ৪১০৫, ৪১০৬, আরএস দাগ নং ২৫৯, এলআর দাগ নং৩৩১, হোল্ডিং নং ১৯, জে এন বোস রোড, ওয়ার্ড নং ২০, রাজপুর -সোনারপুর পুরসভা অধীন, সাব রেজিস্ট্রি অফিস এবং থানা : সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা,রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ১৬০৮০৩৯০৪-২০১৫ সালের, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৮-২০১৫, পৃষ্ঠা ২৭২৭৬ থেকে ২৭৩০৭, **সম্পত্তি শ্রীমতি মলি পাল এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : পিডব্লুডি রোড, দক্ষিণে : আরএস দাগ নং ২৬০, পূর্বে : আরএস দাগ নং ২৬২, পশ্চিমে : নিকাশি এবং পুরসভা সড়ক। | **১৪,১২,০০৮.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ বারো হাজার আট টাকা) টাকা ০৬.১১.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ | ক) **৯,১১,০০০.০০ টাকা (*)** (নয় লাখ এগার হাজার টাকা)<br>খ) **৯১,১০০.০০ টাকা** (একানব্বই হাজার একশ টাকা) ই-নিলামের তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা দিতে হবে<br>গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা)<br>ঘ) **IDIB50233304808**<br>ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই<br>চ) **স্বত্ব দখলীকৃত** |

**যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১২.১১.২০২৪, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত**
**ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://www.ebkray.in**

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. হেল্প ডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি -support.ebkray@psballiance.com** এবং অন্যান্য সহায়তা নাম্বার পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.ebkray@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.ebkray.in** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. হেল্প ডেস্ক নম্বর** ৮২৯১২২০২২০ -এ যোগাযোগ করুন।
**দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

**দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও**

তারিখ- ২১.১০.২০২৪
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

---

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

**বহরমপুর মেন ব্রাঞ্চ**
৩১৫ নেতাজি রোড, পো. এবং থানা - খাগরা
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০৩

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

**পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮ (৬) দ্রষ্টব্য]**

**সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।**

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১১.১২.২০২৪ অনুযায়ী, ৬৮,৬৪,৯৫২.০০ টাকা (আটষট্টি লাখ চৌষট্টি হাজার নশো বাহান্ন টাকা)** (বিবি + এমওআই = ৫৫,৩৩,৪৫৪.০০ টাকা + ১৩,১৫,৫৬৮.০০ টাকা) **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, দরপাড়া শক্তিপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স জীবন্তি আজাদ মিশন সোসাইটি, সেকেত্রটারি : শ্রী আবু সুফিয়ান শেখ,** পিতা হাজি আবদুল তৌফ, গ্রাম এবং পোস্ট - জীবন্তি, থানা - কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩৬, পশ্চিমবঙ্গ-এর কাছ থেকে।

ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

| ক্রম নং | ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম<br>খ) শাখার নাম | স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ | সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান | ক) সংরক্ষিত মূল্য<br>খ) ইএমডি পরিমাণ<br>গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ<br>ঘ) সম্পত্তি আইডি<br>ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা<br>চ) দখলের ধরন |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **ক) ১. ঋণগ্রহীতা : মেসার্স জীবন্তি আজাদ মিশন সোসাইটি, সম্পাদক : শ্রী আবু সুফিয়ান শেখ**<br>পিতা হাজি আবদুল তউফ, গ্রাম এবং পো : জীবন্তি, থানা : কান্দি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৩৬, পশ্চিমবঙ্গ।<br><br>**২. জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা : শ্রী আবু সুফিয়ান শেখ,** পিতা হাজি আবদুল তউফ, গ্রাম এবং পো : জীবন্তি, থানা : কান্দি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৩৬, পশ্চিমবঙ্গ।<br><br>**৩. জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা : শ্রীমতি সাজিয়া ইয়াসমিন,** স্বামী শ্রী আবু সুফিয়ান শেখ, গ্রাম এবং পো : জীবন্তি, থানা : কান্দি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৩৬, পশ্চিমবঙ্গ।<br><br>**৪. জামিনদাতা : শ্রী আবু সইফ শেখ,** পিতা শ্রী আবু সুফিয়ান শেখ, গ্রাম এবং পো : জীবন্তি, থানা : কান্দি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৩৬, পশ্চিমবঙ্গ।<br><br>**৫. জামিনদাতা : শ্রী আবু আনওয়ার সাদাত,** পিতা মহ জামালউদ্দিন, গ্রাম এবং পো : জীবন্তি, থানা : কান্দি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৩৬, পশ্চিমবঙ্গ।<br><br>**৬. জামিনদাতা : শ্রী শেখ জামালউদ্দিন,** পিতা প্রয়াত রউসন আলি, গ্রাম এবং পো : জীবন্তি, থানা : কান্দি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৩৬, পশ্চিমবঙ্গ।<br><br>**৭. জামিনদাতা : শ্রীমতি আফসানা বেগম,** স্বামী মহ জামালউদ্দিন, গ্রাম এবং পো : জীবন্তি, থানা : কান্দি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৩৬, পশ্চিমবঙ্গ।<br><br>**খ) বহরমপুর মেন ব্রাঞ্চ।** | **সম্পত্তি ১ :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন -আবু সুফিয়ান শেখ এবং সাজিয়া ইয়াসমিন এর গ্রাম এবং পোস্ট : জীবন্তি, থানা : কান্দি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, জেএল নং ৩৪, মৌজা : জীবন্তি, প্লট নং আরএস ৩০২৮, এলআর ৩০২৮, খতিয়ান নং এলআর ৪৬১২,এরিয়া ১০.০০ ডেসিমেল, শ্রেণি : ভিটা, বিক্রয় দলিল সম্পত্তির নং ২৯৭৪-২০১১ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : আবু সুফিয়ান এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : আবু সুফিয়ান এর সম্পত্তি, পূর্বে : ১২ ফুট সড়ক, পশ্চিমে : আবু সুফিয়ানের সম্পত্তি।<br><br>**সম্পত্তি ২ :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং তদস্থিত ভবন, **আজাদ মিশন টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এর নামে প্রতিনিধিত্বকারী সম্পাদক আবু সুফিয়ান শেখ,** গ্রাম এবং পোস্ট : জীবন্তি, থানা : কান্দি, জেলা: মুর্শিদাবাদ, জেএল নং ৩৪, মৌজা : জিয়াদারা, প্লট নং এলআর ২৯৮৪, এলআর : ২৯৯০, এলআর ৩০০৫, এলআর ৩০০৮, এলআর ৩০২৯,খতিয়ান নং এলআর ৪৪৮১, এরিয়া : ৬৫.৫০ ডেসিমেল, শ্রেণি : ভিটা, বিক্রয় দলিল নং ২১১৩-২০১২ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্পত্তি এবং আবু সুফিয়ান, দক্ষিণে : ক্যানাল, পূর্বে : আবু সুফিয়ানের সম্পত্তি, পশ্চিমে : সড়ক।<br><br>**সম্পত্তি ৩ :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন-আবু সুফিয়ান শেখ এবং সাজিয়া ইয়াসমিন এর গ্রাম এবং পোস্ট : জীবন্তি, থানা : কান্দি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, জেএল নং ৩৪, মেজৌ : জীবন্তি, প্লট নং এলআর ২৯৮৯, এবং এলআর ২৯৯০, খতিয়ান নং এলআর ৪৬১১ এবং এলআর ৪৬১২, এরিয়া ১৫.০০ ডেসিমেল, এবং ৫.০০ ডেসিমেল (মোট এরিয়া ২০.০০ ডেসিমেল), শ্রেণি : ভিটা, বিক্রয় দলিল নং ১২৩৪-২০১৫ সালের এবং ৯১৬-২০১৬ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর কান্দি, মুর্শিদাবাদ,পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তি (প্লট নং ২৯৮৯) এর চৌহদ্দি :** উত্তরে : রতন ঘোষের সম্পত্তি, দক্ষিণে : আবু সুফিয়ান শেখ এর সম্পত্তি পূর্বে : আবু সুফিয়ান শেখ এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : আবু সুফিয়ান শেখ এর সম্পত্তি। **সম্পত্তি (প্লট নং ২৯৯০) এর চৌহদ্দি :** উত্তরে : অমিয়া রানি ঘোষ, শতরূপা ঘোষ এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : আবু সুফিয়ান শেখ এর সম্পত্তি, পূর্বে : অমিয়া রানি ঘোষ এবং শতরূপা ঘোষের সম্পত্তি, পশ্চিমে : আবু সুফিয়ান শেখ, অমিয়া রানি ঘোষ, শতরূপা ঘোষের সম্পত্তি। | **৬৮,৬৪,৯৫২.০০ টাকা (আটষট্টি লাখ চৌষট্টি হাজার নশো বাহান্ন টাকা)** (বিবি + এমওআই = ৫৫,৩৩,৪৫৪.০০ টাকা + ১৩,১৫,৫৬৮.০০ টাকা) এবং তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ সহ | **সম্পত্তি নং : ১**<br>ক) **১,১৯,৯৬,০০০.০০ টাকা** (এক কোটি উনিশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা)<br>খ) **১১,৯৯,৬০০.০০ টাকা** (এগার লাখ নিরানব্বই হাজার ছশো টাকা)<br>গ) **১,০০,০০০.০০ টাকা** (এক লাখ টাকা)<br>ঘ) **IDIB30198133203**<br>ঙ) **ব্যাঙ্কের কাছে অজানা**<br>চ) **প্রতীকী দখল**<br><br>**সম্পত্তি নং : ২**<br>ক) **২,৬৮,৩৯,০০০.০০ টাকা** (দুই কোটি আটষট্টি লাখ উনচল্লিশ হাজার টাকা)<br>খ) **২৬,৮৩,৯০০.০০ টাকা** (ছাব্বিশ লাখ তিরাশি হাজার নশো টাকা)<br>গ) **১,০০,০০০.০০ টাকা** (এক লাখ টাকা)<br>ঘ) **IDIB30198133203A**<br>ঙ) **ব্যাঙ্কের কাছে অজানা**<br>চ) **প্রতীকী দখল**<br><br>**সম্পত্তি নং : ৩**<br>ক) **৭২,৫০,০০০.০০ টাকা** (বাহাত্তর লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা)<br>খ) **৭,২৫,০০০.০০ টাকা** (সাত লাখ পঁচিশ হাজার টাকা)<br>গ) **১,০০,০০০.০০ টাকা** (এক লাখ টাকা)<br>ঘ) **IDIB30198133203B**<br>ঙ) **ব্যাঙ্কের কাছে অজানা**<br>চ) **প্রতীকী দখল** |

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

**ই-নিলামের তারিখ এবং সময়- তারিখ- ১১.১২.২০২৪ সময়- সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা**
**ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://www.ebkray.in**

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেইল আইডি- support.ebkray@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.ebkray@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://www.ebkray.in** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০** এ যোগাযোগ করুন।
**দরদাতাদের https://www.ebkray.in ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

**দ্রষ্টব্য- এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/ সেক্রেটারি (গণ) - এর ও প্রতি**

তারিখ- ২১.১০.২০২৪
স্থান- বহরমপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

---

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

**জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ**
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০ ০০১

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

**পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -এ বন্দোবস্ত দেখুন]**

**সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।**

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে **২৮.১১.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, উত্তর রায়পুর শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া **১০,৭৫,৮২২.০০ টাকা** (দশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার আটশো বাইশ টাকা মাত্র) **১৪.০৫.২০২৪** অনুযায়ী সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং তার উপর খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **শ্রী সমর হরিজন (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা),** পিতা- বসন্ত হরিজন ও **শ্রীমতী সাগতা সরকার (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা),** পিতা- দেবাশীষ সরকার, ১৩২ এম.জি. রোড, থানা - বজবজ, কলকাতা -৭০০ ১৩৭. **এছাড়াও এখানে-** ফ্ল্যাট নং এ-১, ১ম ফ্লোর (পশ্চিম দিকে), ওয়েস্ট অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং সি-১০-৫৫ / নিউ দৌলতপুর রোড বাই লেন-১, পোস্ট - বিবেকানন্দ পল্লী, থানা - মহেশতলা, কলকাতা - ৭০০ ১৩৯, দক্ষিণ ২৪ পরগনা -এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

| ক্র নং | ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম<br>খ) শাখার নাম | স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ | সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান | ক) সংরক্ষিত মূল্য<br>খ) ইএমডি পরিমাণ<br>গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ<br>ঘ) সম্পত্তি আইডি<br>ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা<br>চ) দখলের ধরন |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **ক) ১. শ্রী সমর হরিজন (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা),**<br>পিতা- বসন্ত হরিজন<br>**২. শ্রীমতী সাগত সরকার (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা),**<br>পিতা- দেবাশীষ সরকার<br>**৩. শ্রীমতী বিরাজ হরিজন (জামিনদার),**<br>স্বামী- বসন্ত হরিজন<br>**সবারই ঠিকানা-** ১৩২ এম.জি. রোড, থানা - বজবজ, কলকাতা -৭০০ ১৩৭. এছাড়াও এখানে- ফ্ল্যাট নং এ-১, ১ম ফ্লোর (পশ্চিম দিকে), ওয়েস্ট অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং সি-১০-৫৫ / নিউ দৌলতপুর রোড বাই লেন-১, পোস্ট - বিবেকানন্দ পল্লী, থানা - মহেশতলা, কলকাতা - ৭০০ ১৩৯, দক্ষিণ ২৪ পরগনা<br>**৪. শ্রীমতী রিনা সরকার (জামিনদার),**<br>স্বামী- দেবাশীষ সরকার<br>বিধান সরণি, থানা - মধ্যমগ্রাম, কলকাতা- ৭০০ ১২৯.<br>**এছাড়াও এখানে-** ফ্ল্যাট নং এ-১, ১ম ফ্লোর (পশ্চিম দিকে), ওয়েস্ট অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং সি-১০-৫৫ / নিউ দৌলতপুর রোড বাই লেন-১, পোস্ট - বিবেকানন্দ পল্লী, থানা - মহেশতলা, কলকাতা - ৭০০ ১৩৯, দক্ষিণ ২৪ পরগনা<br>**খ) উত্তর রায়পুর শাখা** | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এ-১, পরিমাণ ৭৩৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি , দুই বেড রুম,এক ড্রইং/ডাইনিং , এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লুসি এবং এক বারান্দা, পশ্চিম দিকে দোতলায় তিনতলা ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা কমবেশি এবং তিনতলা বসবাসের ভবনের অবিভক্ত অংশের যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত মৌজা : দৌলতপুর, জেএল নং ১৯, পরগনা : বালিয়া, আরএস নং ৪২, তৌজি নং ১৫২১, দাগ নং ৬৬, সাবেক খতিয়ান নং ৫৩৭, হাল খতিয়ান নং ৩২৫৭, মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩০ অধীন, হোল্ডিং নং সি১০-৫৫/নিউ দৌলতপুর, বাই লেন-১, থানা : মহেশতলা, দলিল নং ১৬০২০৩০৫৬-২০১৭ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর-২, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৬০২-২০১৭, পৃষ্ঠা ৮৫৮৭২ থেকে ৮৫৯০৬, **শ্রী সমর হরিজন এবং শ্রীমতি সাগতা সরকারের নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : এস মুখার্জি এবং অন্যান্যর জমি এবং ভবন, দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : মৈনাক ঘোষ এবং অন্যান্যর জমি, পশ্চিমে : ৮ ফুট ২ ইঞ্চি চওড়া সাধারণ চলার পথ। | **১০,৭৫,৮২২.০০ টাকা** (দশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার আটশো বাইশ টাকা মাত্র) **১৪.০৫.২০২৪** অনুযায়ী সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং তার উপর খরচ | **ক) ১৬,০৪,০০০.০০ টাকা (*)** (ষোল লক্ষ চার হাজার টাকা মাত্র)<br>**খ) ১,৬০,৪০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ ষাট হাজার চারশো টাকা মাত্র) পোর্টালে ই-অকশনের তারিখ ও সময়ে বা তার আগে জমা দিতে হবে।<br>**গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র)<br>**ঘ) IDIB50378112985**<br>**ঙ) অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উপরে বর্ণিত সম্পত্তিতে কোনও দায়বদ্ধতা নেই।**<br>**চ) প্রতীকী দখল** |

**যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

**ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ: ২৮.১১.২০২৪ সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা**
**ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://www.ebkray.in**

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি: support.ebkray@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে **support.ebkray@psballiance.com** -এ ইমেল করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://www.ebkray.in** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০** -এ যোগাযোগ করুন।
**দরদাতাদের https://www.ebkray.in ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

**দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি**

তারিখ: ২১.১০.২০২৪
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

---

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

**জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ**
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০ ০০১

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

**পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -এ বন্দোবস্ত দেখুন]**

**সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।**

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে **২৮.১১.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নিশ্চিন্তপুর শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া **১২,৯৬,৫৬৪.০০ টাকা** (বারো লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো চৌষট্টি টাকা মাত্র) **১৮.০৯.২০২৩** অনুযায়ী সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং তার উপর খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **সেখ রফিকুল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা-সেখ ফিরোজ আলী, ৯, ডা. এম.এন. সরকার রোড, পোস্ট ও থানা - বজবজ, কলকাতা - ৭০০১৩৭, **এছাড়াও এখানে-** ফ্ল্যাট নং- ২এ, ২য় ফ্লোর, ৫২৪, এম.জি. রোড, বজবজ, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০ ১৩৭ -এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

| ক্র নং | ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম<br>খ) শাখার নাম | স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ | সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান | ক) সংরক্ষিত মূল্য<br>খ) ইএমডি পরিমাণ<br>গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ<br>ঘ) সম্পত্তি আইডি<br>ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা<br>চ) দখলের ধরন |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **ক) ১. সেখ রফিকুল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),**<br>পিতা- সেখ ফিরোজ আলী<br><br>**২. ফারহা খাতুন (জামিনদার/বন্ধকদাতা),**<br>স্বামী-সেখ রফিকুল ইসলাম<br>**উভয়েরই ঠিকানা:** ৯, ডা. এম.এন. সরকার রোড, পোস্ট ও থানা - বজবজ, কলকাতা , ৭০০১৩৭,<br><br>**এছাড়াও এখানে:** ফ্ল্যাট নং- ২এ, ২য় ফ্লোর, ৫২৪, এম.জি. রোড, বজবজ, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০ ১৩৭<br><br>**খ) নিশ্চিন্তপুর শাখা** | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট (টাইল দ্বারা নির্মিত) বর্তমানে সংখ্যায়িত ২এ পরিমাণ ৮৫০ বর্গফুট কমবেশি বিল্ট আপ এরিয়া , দুই বেড রুম, এক ডাইনিং, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এবং এক বারান্দা, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, তিনতলায় উক্ত চারতলা বসবাসের ভবনে, জমির পরিমাণ ৬ কাঠা ২৭ বর্গফুট কমবেশি, অবস্থিত মৌজা : গুরভুক্তা নন্দনপুর, জেএল নং ৮, পরগনা : বালিয়া, আরএস নং ৩৩, তৌজি নং ৩৫৩, আরএস দাগ নং ৮৮০ আর এস খতিয়ান নং ৮২৭ এবং এলআর দাগ নং ১১৩৩, এলাার খতিয়ান নং ১৯৭৪, বজ বজ পুরসভার ওয়ার্ড নং ২ অধীন, হোল্ডিং/প্রেমিসেস নং ৫২৪, এম জি রোড, থানা : বজবজ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল তারিখ ১২.০৩.২০১৯ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর ৫ আলিপুর, এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬৩০-২০১৯, পৃষ্ঠা ২৪৪৮৭ থেকে ২৪৫২৩, দলিল নং ১৬৩০০০৬৩১-২০১৯ সালের। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : লাই বিহারী সাউ এর জমি, দক্ষিণে : এম জি রোড, পূর্বে : দেনা ব্যাঙ্ক, পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। | **১২,৯৬,৫৬৪.০০ টাকা** (বারো লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো চৌষট্টি টাকা মাত্র) **১৮.০৯.২০২৩** অনুযায়ী সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং তার উপর খরচ | **ক) ২০,৫৪,০০০.০০ টাকা (*)** কুড়ি লক্ষ চুয়ান্ন হাজার টাকা মাত্র)<br>**খ) ২,০৫,৪০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ পাঁচ হাজার চারশো টাকা মাত্র) পোর্টালে ই-অকশনের তারিখ ও সময় বা তার আগে জমা দিতে হবে।<br>**গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (মাত্র দশ হাজার টাকা)<br>**ঘ) IDIB50475402254**<br>**ঙ) অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উপরে বর্ণিত সম্পত্তিতে কোনও দায়বদ্ধতা নেই।**<br>**চ) প্রতীকী দখল** |

**যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

**ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ: ২৮.১১.২০২৪ সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা**
**ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://www.ebkray.in**

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি: support.ebkray@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে **support.ebkray@psballiance.com** -এ ইমেল করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://www.ebkray.in** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০** -এ যোগাযোগ করুন।
**দরদাতাদের https://www.ebkray.in ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

**দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি**

তারিখ: ২১.১০.২০২৪
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

---

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

**জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ**
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০ ০০১

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

**পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -এ বন্দোবস্ত দেখুন]**

**সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।**

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে **২৯.১১.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বজবজ শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া **২৪,৪৭,০৮৫.০০ টাকা** (চব্বিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পঁচাশি টাকা মাত্র) ০৭.১২.২০২২ অনুযায়ী সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং তার উপর খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **সেখ নাজির হোসেন (ঋণগ্রহীতা/জামিনদার),** পিতা-সেখ মুস্তাফা, ১১/বি, বাগমারী রোড, পোস্ট ও থানা- বজবজ, কলকাতা-৭০০ ১৩৭ -এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

| ক্র নং | ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম<br>খ) শাখার নাম | স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ | সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান | ক) সংরক্ষিত মূল্য<br>খ) ইএমডি পরিমাণ<br>গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ<br>ঘ) সম্পত্তি আইডি<br>ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা<br>চ) দখলের ধরন |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **ক) সেখ নাজির হোসেন (ঋণগ্রহীতা/জামিনদার),**<br>পিতা-সেখ মুস্তাফা<br><br>**নাজিমা বিবি (ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা),**<br>স্বামী- সেখ মুস্তাফা<br><br>**উভয়েরই ঠিকানা-** ১১/বি, বাগমারী রোড, পোস্ট ও থানা - বজবজ, কলকাতা- ৭০০ ১৩৭।<br><br>**খ) বজবজ শাখা** | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ২ ১/২ ডেসিমেল, মৌজা : বাঞ্জেনগেড়িয়া, তৌজি নং ৩৫৩, দাগ নং ১৫৯১ (অংশ), খতিয়ান নং ৬৪৮, এলআর খতিয়ান নং ৮০৬২, আরএস নং ৪৮৬, ১১/বি, বাগমারী রোড, ওয়ার্ড নং ৭, বজবজ পুরসভা, থানা : বজবজ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল বাংলা কবলা এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভুল্যম নং ৮, পৃষ্ঠা ৩২৩ থেকে ৩২৬ , দলিল নং ৫৮৯ -১৯৮৮ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-বজবজ,তারিখ ২৬.০২.১৯৮৮, **নাজিমা বিবি-র নামে,** স্বামী শেখ মুস্তাফা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর সম্পত্তি, দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : ৪৫০০ বাগমারী রোড। | **২৪,৪৭,০৮৫.০০ টাকা** (চব্বিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পঁচাশি টাকা মাত্র) **০৭.১২.২০২২** অনুযায়ী সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং তার উপর খরচ | **ক) ১৫,২৬,০০০.০০ টাকা (*)** (পনের লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা মাত্র)<br>**খ) ১,৫২,৬০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ বাহান্ন হাজার ছয়শো টাকা মাত্র) পোর্টালে ই-অকশনের তারিখ ও সময়ে বা তার আগে জমা দিতে হবে।<br>**গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র)<br>**ঘ) IDIB50437745763**<br>**ঙ) অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উপরে বর্ণিত সম্পত্তিতে কোনও দায়বদ্ধতা নেই।**<br>**চ) প্রতীকী দখল** |

**যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

**ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ: ২৯.১১.২০২৪ সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা**
**ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://www.ebkray.in**

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি: support.ebkray@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে **support.ebkray@psballiance.com** -এ ইমেল করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://www.ebkray.in** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০** -এ যোগাযোগ করুন।
**দরদাতাদের https://www.ebkray.in ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

**দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি**

তারিখ: ২২.১০.২০২৪
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

# দিল্লিতে শিশুকন্যাকে ধর্ষণ, ২০ বছরের সাজা যুবককে



**নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর:** সাড়ে তিন বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণে অভিযুক্ত। বছর চুয়াল্লিশের ওই যুবকই নাবালিকাকে স্কুলে নিয়ে যেতেন এবং স্কুল থেকে বাড়ি পৌঁছে দিতেন। তাকেই ২০১৮ সালের অ গস্ট এবং অক্টোবরের মধ্যে একাধিক বার ধর্ষণ করেছেন বলে অভিযোগ ওঠে। এই মামলায় দোষী সাব্যস্ত গাড়ি চালক যুবককে ২০ বছর কারাদণ্ডের সাজা শোনাল দিল্লির আদালত।

বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ঘৃণ্য অপরাধ করেছেন ওই যুবক। তাঁর প্রতি সহানুভূতির কোনও জায়গা নেই।

শিশুকন্যাকে ধর্ষণের মামলাটি উঠেছিল দিল্লির অতিরিক্ত দায়রা আদালতে। মামলায় সাজা ঘোষণা করেছেন বিচারক ববলিন্দর সিং। তিনি বলেন, অভিযুক্ত বিবাহিত। ঘটনার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল। পরিবারের লোকেরা বিশ্বাস করে নিজের সন্তানের দায়িত্ব তাঁর উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। তার পরেও তিনি এই অপরাধ করেছেন নির্দ্বিধায়। ফলে অভিযুক্তের প্রতি সহানুভূতির কোনও জায়গা থাকতে পারে না। যুবক সামাজিক মূল্যবোধের তোয়াক্কা করেননি। কার্যত ওই পরিবারটির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তিনি।

শুনানি শেষে আসামিকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বিচারক। এইসঙ্গে নির্যাতিতার পরিবারকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ববলিন্দর সিং।

# বুলডোজার নীতিতে যোগী সরকারকে সুপ্রিম হুঁশিয়ারি



**নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর:** আদালতের নির্দেশ অমান্য করে বুলডোজার চালানোর ফল ভয়াবহ হবে। কার্যত এমনই ইঙ্গিত দিয়ে যোগী সরকারকে সতর্ক করল দেশের শীর্ষ আদালত। শীর্ষ আদালতের তরফে জানানো হল, 'আমাদের নির্দেশ আপনারা জানেন। তার পরও যদি নির্দেশ অমান্য করার ঝুঁকি নিতে চান, তাহলে তা করতে পারেন।'

নিয়ম অনুযায়ী শুধুমাত্র বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হতে পারে বুলডোজার। তবে উত্তরপ্রদেশে এই নীতি কিছুটা আলাদা। সম্প্রতি বাহরাইচে সাম্প্রদায়িক হিংসার পর বেছে বেছে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বাড়িতে বুলডোজার অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছিল যোগী সরকার। সেই নোটিস প্রকাশ্যে আসার পর যোগী সরকারের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করেন তিন মামলাকারী। যেখানে বলা হয়, বাড়ি ভাঙার জন্য মাত্র ৩ দিন সময় দিয়েছে সরকার। শুধু তাই নয়, বাহরাইচ হিংসায় যাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে শুধুমাত্র তাদেরই পাঠানো হয়েছে এই বাড়ি ভাঙার নোটিস।

উল্লেখ্য, বেলাগাম বুলডোজার অভিযানের জেরে গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই ডিভিশন বেঞ্চই জানিয়েছিল , সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন ছাড়া কোনও নির্মাণ যেন না ভাঙা হয়। ছাড় দেওয়া হয়েছিল কেবলমাত্র সরকারি জমি ও সার্বজনীন স্থানে জবরদখল নির্মাণের ক্ষেত্রে। তবে সেই নির্দেশ বেশ কিছু রাজ্য মানা হয়নি বলে অভিযোগ। এর পর এই মামলা আদালতে উঠলে শীর্ষ আদালতের অতীতের নির্দেশের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশ সরকার জানায়, আগামী বুধবার পর্যন্ত কোনও বাড়ি ভাঙা হবে না। পালটা যোগী সরকারকে সতর্ক করে বুলডোজার অভিযানের প্রেক্ষিতে আদালত জানায়, 'সিদ্ধান্ত সরকারের হাতে। যদি তারা মনে করে আদালতের নির্দেশ অমান্য করে বাহরাইচে তারা বুলডোজার চালাবে। তবে নিজ দায়িত্বে এটা তারা করতেই পারে।' পাশাপাশি আদালতের নির্দেশ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, সার্বজনিক জায়গায় বেআইনিভাবে যদি কেউ দখল করে রাখে শুধুমাত্র সেক্ষেত্রেই চলতে পারে বুলডোজার।

যোগীরাজ্যে অপরাধীদের বিরুদ্ধে বুলডোজার দাওয়াই নতুন কিছু নয়। রাষ্ট্রের কোপে পড়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে লাগাতার বুলডোজার অভিযান চালিয়েছেন যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর এহেন পদক্ষেপের জেরে 'বুলডোজার বাবা' নামেও পরিচিত উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। ধীরে ধীরে যোগী সরকারের নীতিকে আপন করে নেয় দেশের বাকি বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রদানবের দাপট রুখতে এর পর পদক্ষেপ করে সুপ্রিম কোর্ট। জানানো হয়, বুলডোজার নীতি ভারতীয় সংবিধানে মূল চেতনা বা ভাবনার পরিপন্থী। কেউ অভিযুক্ত বা দোষী হলেই তাঁর বাড়ি ভাঙা যায় না। এমন কোনও আইন নেই। বাড়ি ভাঙার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকা উচিত। ভাঙলে সেই পদ্ধতিতে ভাঙতে হবে। 'বেআইনি নির্মাণ' ভাঙার যুক্তি দিয়ে বুলডোজার চালানো যায় না।

# হুমকি ইমেলে আতঙ্ক দেশের একাধিক সিআরপিএফ স্কুলে



**নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর:** দিল্লির রোহিণীতে সিআরপিএফ স্কুলের সামনে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে রাজধানীর নিরাপত্তা নিয়ে। এরই মাঝেই দেশের একাধিক শহরে থাকা সিআরপিএফ স্কুল বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি। দিল্লি, হায়দরাবাদ-সহ বেশ কয়েকটি শহরের সিআরপিএফ স্কুলে ইমেলের মাধ্যমে এমন হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় ব্যাপক উদ্বেগ ছড়ায়।

সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে প্রথম এমন হুমকি ইমেল আসে তামিলনাড়ুর এক সিআরপিএফ স্কুলে। এর পাশাপাশি দিল্লি ও হায়দরাবাদের বেশ কয়েকটি স্কুল একইরকম হুমকি পায়। যেখানে বলা হয়, সকাল ১১টা নাগাদ বিস্ফোরণ হবে এই স্কুলগুলিতে। এমন হুমকি বার্তা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের দ্বারস্থ হয় স্কুলগুলি। তদন্তে নামে পুলিশ। যদিও শেষ পর্যন্ত জানা যায়, সবকটি ইমেল ভুয়ো। সবকটি নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। কে বা কারা এই ইমেল পাঠিয়েছে তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রবিবার সকালে ব্যাপক বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে দিল্লির রোহিণীর প্রশান্ত বিহার এলাকা। সেখানে সিআরপিএফ স্কুলের সামনে ফাটে বোমা। বিস্ফোরণের পর বিকট এক গন্ধে ভরে যায় এলাকা। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। বিস্ফোরণে আশেপাশের বেশকিছু দোকান ও গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। বিস্ফোরণের পরই ঘটনার তদন্তে নামে এনআইএ ও ফরেনসিক বিভাগ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, আইইডি বিস্ফোরক ব্যবহার করা এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।কঠিন এবং তরল পদার্থের মধ্যে উচ্চচাপ সৃষ্টি করে গ্যাসে পরিণত করা হয়। বিস্ফোরণের পর সেই গ্যাস দ্রুতগতিতে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর তার জেরে শক্তিশালী একটি কম্পন অনুভূত হয়। যা আশপাশের এলাকায় শব্দের চেয়ে দ্রুত গতিতে পৌঁছয়। রাজধানীর বুকে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে।

তবে শুধু স্কুল নয়, বোমাতঙ্কের হুঁশিয়ারি থেকে এদিনও রেহাই পায়নি দেশের একাধিক বিমান সংস্থা। বিমানে বোমা রাখা রয়েছে এমন হুঁশিয়ারি পায় মঙ্গলবার এয়ার ইন্ডিয়ার অন্তত ১৩টি বিমান। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই বিঘ্নিত হয় পরিষেবা। বিপাকে পড়তে হয় যাত্রীদের। গত সোমবার অন্তত ৩০টি বিমান একইরকম হুমকি পায়। লাগাতার এই ঘটনায় যথেষ্ট চিন্তায় দেশের বিমান পরিবহণ সংস্থাগুলি।

# ইরানে পালটা হামলার দায় আমেরিকার, হুঁশিয়ারি

**তেহরান, ২২ অক্টোবরঃ** ইজরায়েল যদি ইরানে পালটা হামলা চালায়, তা হলে এর 'পুরো দায়' আমেরিকাকে নিতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান। ইজরায়েল ইরানে হামলা চালাতে পারে; আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের এমন ইঙ্গিতের পর এই হুঁশিয়ারি দিল দেশটি।

সোমবার জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস ও নিরাপত্তা পরিষদের উদ্দেশে একটি চিঠি দেন জাতিসংঘে ইরানের রাষ্ট্রদূত আমির সাইদ ইরাভানি। সেখানে এ হুঁশিয়ারি দেন তিনি। একই সঙ্গে বাইডেনের মন্তব্যকে 'গভীর ভাবে উদ্বেগজনক ও উসকানিমূলক' বলে উল্লেখ করেন। ১ অক্টোবর ইসরায়েলে বিপুলসংখ্যক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। ওই হামলার পর গত শুক্রবার বাইডেনের কাছে এক সাংবাদিক জানতে চেয়েছিলেন, ইরানের হামলার জবাব ইজরায়েল কখন ও কীভাবে দেবে, সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা আছে কি না? জবাবে বাইডেন বলেছিলেন, 'হ্যাঁ'।

চিঠিতে ইরানের রাষ্ট্রদূত বলেন, 'বাইডেনের উত্তেজনা সৃষ্টিকারী এই বক্তব্য গভীর উদ্বেগের। কারণ, এর মধ্য দিয়ে ইরানের বিরুদ্ধে ইজরায়েল যে অবৈধ সামরিক আগ্রাসন চালাচ্ছে, তাতে আমেরিকার কৌশলগত অনুমোদন এবং খোলাখুলি সমর্থনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।' আমির সাইদ ইরাভানি আরও বলেন, তাই আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের মূলনীতি লঙ্ঘন করে ইরানে ইজরায়েলের যে কোনও আগ্রাসনমূলক কর্মকাণ্ডে উসকানি দেওয়ার জন্য আমেরিকাকে পুরো দায় নিতে হবে।

**ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রে হামলা না করতে ইজরায়েলকে সতর্ক আরাগচির:** প্যালেস্তাইনের গাজা ও লেবাননে ইজরায়েলি হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে ১ অক্টোবর ইজরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। এরপর থেকে ইরানে পালটা হামলা চালানোর হুমকি দিয়ে আসছে ইজরায়েল। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী দেশগুলো সফরে রয়েছেন ইরানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি। কুয়েতের আগে বাহরাইন, সৌদি আরব, কাতার, ওমান, ইরাক, মিসর ও তুরস্ক সফর করেছেন আরাগচি।

ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা না চালাতে ইজরায়েলকে আবারও সতর্ক করেছেন আব্বাস আরাগচি। তিনি বলেন, 'পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা একটি বড় আন্তর্জাতিক অপরাধ।

# ছত্তিশগড়ের ৬ জেলায় জলের নমুনায় মাত্রাতিরিক্ত ইউরেনিয়ামের খোঁজ



**রায়পুর, ২২ অক্টোবর:** ছত্তিশগড়ের একাধিক অঞ্চলে জলে ইউরেনিয়ামের মাত্রা ঘিরে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। এই অঞ্চলগুলিতে জলে ইউরেনিয়ামের মাত্রা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) অনুমোদিত ঊর্ধ্বসীমার চেয়ে তিন-চার গুণ বেশি। কোথাও বা ছয়-সাত গুণ পর্যন্ত বেশি। এমনকি সরকার অনুমোদিত ঊর্ধ্বসীমার চেয়েও বেশি। ছত্তিশগড়ের অন্তত ছয় জেলা থেকে সংগৃহীত জলের নমুনায় মাত্রাতিরিক্ত হারে ইউরেনিয়ামের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। তালিকায় রয়েছে দুর্গ, রাজনন্দগাওঁ, কাঙ্কের, বেমেতারা, বালোদ এবং কাওয়ারধা জেলা।

জলে লিটার পিছু ১৫ মাইক্রোগ্রামের চেয়ে বেশি ইউরেনিয়াম থাকলে, তা পানীয় জল হিসাবে না ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে হু। যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ-ও জানিয়েছিল, ওই মাত্রার বেশি পরিমাণে ইউরেনিয়াম থাকা উদ্বেগজনক কি না, সেই বিষয়ে তাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। ভারতের ক্ষেত্রে, লিটার পিছু জলে সর্বাধিক ৩০ মাইক্রোগ্রাম ইউরেনিয়াম থাকলেও, তা ব্যবহারযোগ্য বলে জানিয়েছে সরকার। যদিও চলতি বছরের জুনেই ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র জানিয়েছিল, এক লিটার জলে ৬০ মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত ইউরেনিয়াম থাকলেও তা নিরাপদ।

তবে ছত্তিশগড়ের এই ছয় জেলায় জলের নমুনায় পাওয়া ইউরেনিয়ামের মাত্রা ৬০ মাইক্রোগ্রামের সীমাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। ছয় জেলায় জলে ইউরেনিয়ামের গড় মাত্রা লিটার পিছু ৮৬-১০৫ মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত। বালোদের একটি গ্রামে এক লিটার জলে ১৩০ মাইক্রোগ্রাম ইউরেনিয়াম পাওয়া গিয়েছে। কাঙ্কেরের একটি গ্রাম থেকে প্রাপ্ত নমুনায় ইউরেনিয়ামের মাত্রা লিটার পিছু ১০৬ মাইক্রোগ্রাম।

প্রথমে ইউরেনিয়ামের অস্বাভাবিক মাত্রায় উপস্থিতি পাওয়া যায় বালোদ জেলার দেবতরাই গ্রাম থেকে। প্রায় ২৫ বছরের পুরনো একটি নলকূপের জলের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। এর পর আশপাশের আরও ছ'টি জেলায় বিভিন্ন জায়গায় জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। নমুনাগুলিকে পাঠানো হয় ভিলাই ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে। সেখানে পরীক্ষা করে দেখা যায় ইউরেনিয়ামের গড় মাত্রা লিটার পিছু ৮৬-১০৫ মাইক্রোগ্রাম।

ছত্তিশগড়ের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সভাপতি অশোককুমার ঘোষ সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, ভূগর্ভস্থ জলে ইউরেনিয়ামের মাত্রা অবশ্যই উদ্বেগের। এর জন্য বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ব্যাধি দেখা দিতে পারে। এমনকি ক্যানসারের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেননি তিনি।

# নাগপুরে লাইনচ্যুত সিএসএমটি শালিমার এক্সপ্রেস



**নাগপুর, ২২ অক্টোবর:** মহারাষ্ট্রের নাগপুরের কাছে লাইনচ্যুত হল ১৮০২৯ সিএসএমটি শালিমার এক্সপ্রেস। মঙ্গলবার নাগপুরের কালামনা স্টেশনের কাছে ট্রেনের দু'টি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

ট্রেন দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন রেলের শীর্ষ আধিকারিকেরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছন রেলের ইঞ্জিনিয়াররাও। ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার জেরে ওই শাখায় পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে বলে রেল সূত্রে খবর। তবে দ্রুত ট্রেনের বগিগুলিকে তুলে পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

দক্ষিণ-পূর্ব-মধ্য রেলের সিনিয়র ডিসিএম দিলীপ সিং জানিয়েছেন, দুপুরের দিকে সিএসএমটি শালিমার এক্সপ্রেস কালামনা রেলস্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়। ট্রেনের এস ২ বগি এবং পার্সেল ভ্যান লাইনচ্যুত হয়েছে। তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। যাত্রী এবং তাঁদের পরিজনদের জন্য রেল একটি হেল্পলাইন চালু করেছে। সেখানে সমস্ত খবর জানতে এবং জানাতে পারবেন তাঁরা।

গত ১৭ অক্টোবর আগরতলা থেকে মুম্বইগামী লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেসের একাধিক কামরা লাইনচ্যুত হয়। অসমের লুমডিং শাখায় ডিবালং স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয় ট্রেনটি। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানান, ইঞ্জিন, পাওয়ার কার-সহ ট্রেনের আটটি কামরা লাইনচ্যুত হয়।

বার বার ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ায় রেলের যাত্রী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সাম্প্রতিককালে যে ভাবে একাধিক দূরপাল্লার ট্রেনে দুর্ঘটনা ঘটেছে, তাতে সেই প্রশ্ন আরও জোরালো হয়েছে। গত ১১ অক্টোবরই তামিলনাড়ুর কাবারাপেত্তাইয়ে মালগাড়িতে ধাক্কা মেরেছিল একটি দূরপাল্লার ট্রেন। ১২টি কামরা লাইনচ্যুত হয়েছিল। যাত্রীদের কেউ গুরুতর আহত হননি সেই বারও। তবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন রেলযাত্রীরা। এক মাসের মধ্যে কয়েক দিনের ব্যবধানে পর পর তিনটি ট্রেন দুর্ঘটনায় আবারও প্রশ্নের মুখে রেল।

**Memari-II Panchayat Samity**
Paharhati, Purba Bardhaman
**e-Tender Notice**
e-Tender is invited vide **NIT No.: 80/2024-25 & Memo No.: 2195, Date: 22.10.2024,** for **05 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **22.11.2024** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/ SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

**Khardah Municipality**
Khardah, North 24 Parganas
**NIT**
Tender No. KDHM/29/RB/24-25, E-Tender ID: 2024_MAD_764107_1 Categories of Work : Installation of Water cooled Inverter Chiller. Last date of Submission of Tender **06.11.2024.** Details of notice can be seen at : **www.khardahmunicipality.in** & **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Khardah Municipality

**ABRIDGE SHORT TENDER NOTICE**
**SNIT NO,- WBIW/EE/CID/SNIT-17/2024-25**
Executive Engineer, Contai Irrigation Division. invites Off-Line short notice tender for 01 (One) No. Source of Fund SDS/ MAINTENANCE works in the District Purba Medinipur. Amount Put to Tender Rs. - 18,88,071.00 Requisite information's is available in the web site www.wbiwd.gov.in, and also in Contai (I) Division's office notice board, last date of application on 25.10.2024 up to 5.00 PM.
(Sd/- K.Mandal)
Executive Engineer
Contai Irrigation Division.I & W Dte.
Contai, Purba Medinipur.

**Khardah Municipality**
Khardah, North 24 Parganas
**NIT**
**Tender No. KDHM/28/WS/24-25, E-Tender ID: 2024 MAD 764094_1** Categories of Work: AMC of Water ATM Last date of Submission of Tender **30.10.2024.** Details of notice can be seen at : **www. khardahmunicipality.in** & **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Khardah Municipality

**চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস**
**সংশোধনী নং ১**
Azadi Ka Amrit Mahotsav
সংশোধনী নং. -ইএল-সিওএন-৪৬৫ তারিখ:- ১৭.১০.২০২৪। বিষয়: **-টেন্ডার নথি নং.-ইএল-সিওএন-৪৬৫**-এ পরিবর্তন। **কাজের পরিধিতে** নিম্নলিখিত পরিবর্তন করা হয়েছে। **ক্রম. নং.: [১]। সূত্র:** কাজের পরিধি। **এনআইটি-তে যেমন প্রকাশিত হয়েছে: -- এই হিসাবে পড়তে হবে**: কাজের পরিধির অধীনে। মেক পড়তে হবে এইভাবে: ১. ইঞ্জিন: - কামিন্স, সিএটি, ভলভো, অশোক লেল্যান্ড, কির্লোস্কার, মিতসুবিশি, ২. অল্টার্নেটর: - লেরয় সোমার, স্ট্যামফোর্ড, ৩. ডিজি সেট: - কামিন্স, সিএটি, ভলভো, অশোক লেল্যান্ড, জ্যাকসন, রায় পাওয়ার। একটি পারফরমার সংযোজন দরদাতা দ্বারা প্রদান করতে হবে। আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে সংশোধনী নং. ১ সহ সংশোধিত টেন্ডার নথি আপলোড করা হয়েছে। অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।
**PR6/670** ডেপুটি সিইই/এম/সিএলডব্লিউ/সিআরজে।
Like us on : www.facebook.com/clwrailways

**UTTARPARA MUNICIPALITY**
**N.I.Q. NO. – UKM/015/WW/2024 – 2025, DATED – 23.10.2024**
**1. Supplying 6 sq mm 3 core flat copper cable (Finolex) – 190 m.**
Quotation Submission closing Date : **30.10.2024 at 1.00 p.m.**
For More Details – Visit
**www.uttarparamunicipality.in**
Sd/-
Chairman,
Uttarpara Municipality

**পূর্ব রেলওয়ে**
**ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস ফর ই-টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩২১, তারিখ ১৮.১০.২০২৪।** সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রি-কাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক প্রখ্যাত, অভিজ্ঞ এবং আর্থিকভাবে সঙ্গতিপন্ন সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি- ই-টেন্ডার- ৩২১। কাজের নাম ঃ** "নির্মাণ বিভাগ বা কনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক নবনির্মিত রানিং রুমে এসির ব্যবস্থা করা" -র পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২১,৯২,৫৬৮.৮৮ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৪৩,৯০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.১০.২০২৪ তারিখ থেকে ১১.১১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড ঃ** ওয়েবসাইট – **www.ireps.gov.in** এবং নোটিস বোর্ড - সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন-এর কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা কোনো প্রস্তাব কোনো অবস্থাতেই গৃহীত হবে না। MLD-117/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

**পূর্ব রেলওয়ে**
**ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ পিওএইচবিটি-আর-২৪-২৬, তারিখ ঃ ১৯.১০.২০২৪।** ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, ক্যারেজ/লোকো কমপ্লেক্স, উত্তর চব্বিশ পরগনা, ডাকঘর ঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **স্থান সহ কাজের নাম ঃ** ০২ বছরের জন্য ক্যারেজ কমপ্লেক্স/কাঁচরাপাড়াতে নন-এসি কনভেনশনাল, এলএইচবি, ডিইএমইউ টিসি এবং এমইএমইউ টিসি কোচসমূহের পিওএইচ চলাকালীন ৬৫৪০টি আইআর-ডিআরডিও বায়ো-ডাইজেস্টার ট্যাংক অপসারণ, পরিষ্কার করা, মেরামতি এবং পুনরায় ফিট করা এবং বায়ো ট্যাংক এবং বাকটেরিয়া পরিবহনের জন্য ফর্কলিফ্ট ভাড়া নেওয়ার কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৩,৬০,৩৭,৫৫২.৬২ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) ঃ** শূন্য। **যে ওয়েবসাইটে টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে ঃ** ভারতীয় রেলওয়ের ই-প্রোকিওরমেন্ট ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যাবে ১৯.১০.২০২৪ তারিখ থেকে ১১.১১.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **দরপ্রস্তাব জামিন জমা ঃ** ৩,৩০,২০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০২ (দুই) বছর। **বিজ্ঞাপনের সময়কাল ঃ** ১৯.১০.২০২৪ থেকে ১১.১১.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **প্রস্তাব দাখিলের সময় ঃ** ১১.১১.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত ১৫ (পনেরো) দিন পূর্বে থেকে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১১.১১.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টো পর্যন্ত। **টেন্ডারের বৈধতা ঃ** ৬৯ (উনসত্তর) দিন। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** টেন্ডার ১১.১১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টের পর খোলা হবে।
MISC-202/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

# লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় টহলদারি সমঝোতা নিশ্চিত চিনের

**বেজি, ২২ অক্টোবর:** পূর্ব লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় টহলদারি নিয়ে ভারতের সঙ্গে সমঝোতার কথা চিনও নিশ্চিত করল। চিনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক মঙ্গলবার জানিয়েছে, তারা ভারতের সঙ্গে এই বিষয়ে সমঝোতায় এসেছে।

চিনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র লিন জিয়াং গণমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেন, কিছুদিন ধরেই চিন-ভারত সীমান্তের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দুই দেশ কূটনৈতিক ও সামরিক স্তরে নিবিড় আলোচনা চালাচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন বিষয়ে দুই দেশ এক সমাধানে পৌঁছেছে। চিন তা ইতিবাচক ভাবে পর্যালোচনা করেছে। আগামী দিনে ওই সমাধান সূত্র রূপায়ণে দুই দেশ একযোগে কাজ করবে। লিন জিয়াং অবশ্য এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি। সোমবার ভারতের স্বরাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রি এই সমঝোতার কথা প্রথম জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই সমঝোতার ওপর ভিত্তি করে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সেনা অপসারণ ও উত্তেজনা প্রশমন নিয়ে পরে দুই দেশ আলোচনা করবে।

রাশিয়ার কাজানে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যোগ দেওয়ার আগে এই সীমান্ত সমঝোতার ঘোষণা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ওই সম্মেলনে চীনের প্রেসিডেন্ট সি জিন পিংও যোগ দিচ্ছেন। সম্মেলনের অবসরে দুই নেতার মধ্যে বৈঠক হওয়ারও একটা সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২০ সালের জুনে পূর্ব লাদাখের গালওয়ানে ভারত ও চিনের সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। তাতে দুই দেশেরই একাধিক জওয়ান হতাহত হন।

ওই সংঘর্ষের আগে থেকেই অভিযোগ আসছিল, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা লঙ্ঘন করে চিনা ফৌজ ভারতের ভূখণ্ডে অনেকটাই ঢুকে এসেছে। তা প্রতিহত করতে গিয়েই সংঘর্ষ। সেই থেকে সীমান্তে স্থিতাবস্থা ফেরানোর দাবি জানিয়ে আসছে ভারত। দুই দেশের সেনাবাহিনী ও কূটনৈতিক স্তরে অনবরত আলোচনাও হচ্ছে। কিন্তু ভারতের দাবি অনুযায়ী আজও ২০২০, পূর্ববর্তী স্থিতাবস্থা ফিরে আসেনি।

সোমবার বিক্রম মিশ্রি জানিয়েছিলেন, টহলদারি, সংক্রান্ত এই সমঝোতার পর সেনা অপসারণ নিয়েও কথাবার্তা চূড়ান্ত হবে। মঙ্গলবার চিনের বিবৃতিতেও সেই আভাস পাওয়া গেল। ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী মঙ্গলবার এই প্রসঙ্গে বলেন, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর প্রাক্ ২০২০ স্থিতাবস্থা ফিরে এলেই সীমান্ত থেকে সেনা সরানো নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা হবে। তার আগে নয়।

দ্বিবেদী বলেন, ২০২০ সালের এপ্রিল মাসের অবস্থানে চীনা ফৌজকে ফিরে যেতে হবে। আপাতত সেনারা পারস্পরিক বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট। পুরনো অবস্থানে দুই দেশের সেনারা ফিরে যাওয়ার পরেই সেনা কমানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সীমান্তেও নজরদারি চালানো হবে স্বাভাবিক ভাবে। গালওয়ান সংঘর্ষের পর লাদাখ সীমান্তে ভারত ও চিনের সেনা উপস্থিতি প্রবল ভাবে বেড়ে যায়। ভারত প্রায় ৬০ হাজার সেনা মোতায়েন করেছে। প্রায় সমপরিমাণ সেনা মোতায়েন করেছে চিনও।

**JOYNAGAR-MOZILPUR MUNICIPAL OFFICE**
P.O. - Joynagar Mozilpur, Pin Code No.– 743337, South 24 Parganas, West Bengal
E-bids are invited by the Chairman, Jaynagar Majilpur Municipality for the following development work within Jaynagar Majilpur Municipality.

| Sl No. | Name of the work: | NIT No |
|---|---|---|
| 1 to 11 | Renovation & Improvement of Black Top Road In Different Wards. | WBMAD/ULB/JOYNAGAR-MOZILPUR/16/2024-25 SL1 TO 11 |

Tender ID: **2024_MAD_763784_1 to 11**
Bid submission starting date : **22/10/2024 at 09:00 AM**
Bid submission closing date: **02/11/2024 at 05:30 PM**
Details may be seen in the website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Joynagar Mozilpur Municipality

## ৩০০ করেও পরের টেস্টে বাদ পড়েছিলেন নায়ার

# ১৫০ করা সরফরাজের ভাগ্যে কী আছে

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বেঙ্গালুরু টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৪৬ রানে গুটিয়ে যাওয়ার পর অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল ভারতের হার। নিজেদের ইনিংস নিউজিল্যান্ড ৪০২ রান করার পর আরও কোণঠাসা হয়ে পড়ে ভারত। তখন সবার চোখ হারের ব্যবধান কত বড় হবে সেদিকে। ইনিংস হারও মনে হচ্ছিল সময়ের ব্যাপার। কিন্তু এত সহজে আত্মসমর্পণ করতে রাজি ছিলেন না সরফরাজ খান। ঋষভ পন্তকে সঙ্গে নিয়ে শুরু করলেন প্রতিরোধ।

ব্যাট হাতে দুর্দান্ত খেলে ১৯৫ বলে ১৮ চার ও ৩ ছক্কায় করলেন ১৫০ রান। সেদিন তাঁকে সঙ্গ দিয়ে ৯৯ রান করেছিলেন পন্ত। এ দুজনের ব্যাটেই ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে করে ৪৬২ রান। যার ফলে ইনিংস হারের ঝুঁকি পেরিয়ে ভারত নিউজিল্যান্ডকে

দেয় ১০৭ রানের লক্ষ্য। ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত ভারত হারে ৮ উইকেটে। ৩৬ বছর পর ভারতের মাটিতে টেস্ট জেতে কিউইরা। কোনো কিছুই অবশ্য শেষ পর্যন্ত প্লান করতে পারেনি ধ্বংস্তূপে দাঁড়িয়ে সরফরাজের করা ১৫০ রানের ইনিংসটিকে। কিন্তু এমন দুর্দান্ত ইনিংস খেলেও এখন দ্বিতীয় টেস্ট খেলা নিয়ে শঙ্কায় আছেন সরফরাজ। যার কারণ শুবমান গিলের ফেরা।

বেঙ্গালুরু টেস্টে সরফরাজ সুযোগ পেয়েছিলেন ঘাড়ের চোটে পড়া গিলের বদলে। এখন পুনেতে দ্বিতীয় টেস্টে ফেরার জন্য প্রস্তুত গিল। প্রশ্ন হচ্ছে গিল ফেরায় ১৫০ রান করেও সরফরাজ দল থেকে বাদ পড়বেন কি না? এ ক্ষেত্রে দলে থাকার লড়াইটা হতে পারে লোকেশ রাহুল এবং সরফরাজের মধ্যে। দুজনই মূলত একই পজিশনে ব্যাট করেন। ফলে এ দুজন থেকে হয়তো একজনকে বাদ পড়তে হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে সেঞ্চুরিয়ান সরফরাজকে বাদ দেওয়ার সাহস ভারতের নির্বাচকেরা দেখাবেন কি?

বাদ পড়ার উদাহরণ যে নিকট অতীতেই আছে, সেটা মনে করিয়ে দিয়েছেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্যকার আকাশ চোপড়া। ২০১৬ সালে ট্রিপল সেঞ্চুরি (৩০৩) করেও বাদ পড়েছিলেন করুণ নায়ার। আজিঙ্কা রাহানের বদলে খেলতে নেমে বীরেন্দর শেবাগের পর ভারতের দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ট্রিপল সেঞ্চুরি করেছিলেন নায়ার। কিন্তু পরের টেস্টে রাহানে ফিরে আসায় দলে জায়গা হয়নি তাঁর। একই নিয়ম মেনে প্রথম টেস্টে ১৫০ করা সরফরাজ দ্বিতীয় টেস্টে বাদ পড়েন কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

এ প্রসঙ্গে আকাশ বলেছেন, 'করুণ ৩০০ করেছিল, কিন্তু সে পরের ম্যাচে বাদ পড়েছিল। কেন? কারণ সে আজিঙ্কা রাহানের জায়গায় খেলছিল। আর রাহানে ফিরে আসার পর সরে যেতে হয়েছিল নায়ারকে। এই হিসাবে সরফরাজকেও বাইরে থাকতে হবে। যদিও আমি মনে করি এটা হবে না।'

# পুণে টেস্টে খেলবেন পন্থ-গিল? জানিয়ে দিলেন সহকারী কোচ

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** চোটের কারণে বেঙ্গালুরু টেস্ট খেলতে পারেননি শুভমন গিল। সেই টেস্ট খেলতে গিয়ে চোট লেগেছিল ঋষভ পন্থের। তাঁরা দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারবেন কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল। মঙ্গলবার ভারতের সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখতে জানিয়ে দিলেন পন্থেরা সুস্থ।

বেঙ্গালুরু টেস্টে খেলতে গিয়ে হাঁটুতে লেগেছিল পন্থের। গাড়ি দুর্ঘটনার সময় যে পায়ে তাঁর লেগেছিল, সেই পায়েই আবার চোট পেয়েছিলেন তিনি। ব্যাট করলেও বেঙ্গালুরু টেস্টে পন্থের বদলে উইকেটরক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন ধ্রুব জুরেল। গিল প্রথম টেস্টে নামেননি। খেলা শুরুর আগে তাঁর ঘাড়ে চোট ছিল। সেই কারণে খেলতে নামেননি তিনি। দুশখতে বলেন, ঋষভ ভাল আছে। আমার মনে হয় আগের দিন রোহিত শর্মা এই নিয়ে বলেছে। হাঁটুতে লাগায় একটু অসুবিধা হচ্ছিল পন্থের। আশা করছি পরের টেস্টে ও খেলতে পারবে।দ গিল সম্পর্কে তিনি বলেন, অবেঙ্গালুরুতে ব্যাট করেছে গিল, নেটেও খেলেছে। একটু সমস্যা আছে। তবে পরের টেস্টে নামার জন্য তৈরি হয়ে যাবে ও।

পুণেতে কালো মাটির পিচ।

স্পিনারেরা সাহায্য পাবেন। দলে ওয়াশিংটন সুন্দরকে নেওয়া হয়েছে। যদিও রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাডেজা, কুলদীপ যাদব এবং অক্ষর পটেল দলে রয়েছেন। দুশখতে বলেন, আমাদের দলে অক্ষর রয়েছে। কিন্তু ওদের (নিউ জলিয়ান্ড) প্রথম একাদশে চার জন বাঁহাতি রয়েছে। আমাদের এমন কাউকে প্রয়োজন যার বল বাঁহাতিদের ক্ষেত্রে বাইরের দিকে যাবে।

ওয়াশিংটন ২০২১ সালের পর টেস্ট খেলেননি। কিন্তু রঞ্জি ট্রফিতে তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় ম্যাচে ১৫২ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে নেন ৬ উইকেট। দুশখতে বলেন, সাদা বলের ক্রিকেটে ওয়াশিংটন ভারতীয় দলে ছিল। ও খুব ভাল খেলে। আর রঞ্জিতে ভাল খেললে ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়া যাবে। এটা বাকিদের কাছেও একটা বার্তা।

# ঝুলি শূন্য লাল-হলুদের, হাল ফিরল না ইস্টবেঙ্গলের, হার ওড়িশার কাছে

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ১৯৭৫ সালের আইএফএ শিল্ডে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ৫-০ ব্যবধানে জয় নিয়ে এখনও গর্ব বোধ করেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকেরা। সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের কাছে হেরেই ০-৫ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা লাল-হলুদ ওড়িশায় গিয়েছিল আইএসএলের ষষ্ঠ ম্যাচ খেলতে। পরিবর্তন বলতে কোচ হিসাবে পুরোপুরি দায়িত্ব নিয়েছেন অস্কার ব্রুজো। তাতেই পরিবর্তন স্পষ্ট। যদিও সেই পরিবর্তন পয়েন্ট আনতে

পারল না। ওড়িশার কাছে ১-২ ব্যবধানে হেরে গেল ইস্টবেঙ্গল।

নতুন কোনও ফুটবলার যোগ দেননি। গত দু'দিনে ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের ফুটবলের বিরাট কোনও উন্নতিও হয়নি। তবে ব্রুজোর দল হারানো আত্মবিশ্বাস কিছুটা ফিরে পেয়েছে। ফুটবলারদের শরীরী ভাষায় পরিচিত মেজাজ কিছুটা হলেও ফিরে এসেছে। স্প্যানিশ কোচ যে ম্যাজিক জানেন না, তার প্রমাণ ম্যাচের ২২ মিনিটে রয় কৃষ্ণের গোল। ইস্টবেঙ্গল রক্ষণের ভুলে দলকে এগিয়ে দেন মোহনবাগানের প্রাক্তনী।

পিছিয়ে পড়া ইস্টবেঙ্গল আগের পাঁচ ম্যাচের মতো নেতিয়ে পড়েনি। বরং পাল্টা লড়াইয়ের চেষ্টা করেছে। মাঝমাঠ এবং আক্রমণ ভাগকে অনেক সক্রিয় দেখিয়েছে। নন্দকুমার, মাধি তালালেরা আর একটু সক্রিয় এবং আত্মবিশ্বাসী হতে পারলে ম্যাচের প্রথম ১০ মিনিটের মধ্যেই ৪ গোলে এগিয়ে যেতে পারত ইস্টবেঙ্গল। ২ মিনিটের মাথায় হেড থেকে গোল করেছিলেন সাউল ক্রেসপো। কিন্তু অফসাইডের জন্য তা বাতিল হয়ে যায়। লাইন্স ম্যানের সিদ্ধান্তে অখুশি দেখিয়েছে লাল-হলুদ ফুটবলারদের। ম্যাচের বাকি সময়টা অবশ্য সমর্থকদের খুশি করার মতো কিছু করতে পারেননি ব্রুজোর ফুটবলারেরা। ৭৫ মিনিটে প্রভাত লাকরা দ্বিতীয় হলুদ কার্ড তথা লাল কার্ড দেখে দলকে বিপদে ফেলে দেন। এ রকম ফাউল অপরাধই।

প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময় পেনাল্টি থেকে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে সমতায় ফেরান দিয়ামানতাকোস। তালালের শট বক্সের মধ্যে ওড়িশার থৈবার হাতে লাগায় পেনাল্টি পায় লাল-হলুদ। গোল করতে ভুল করেননি গত আইএসএলের সর্বোচ্চ গোলদাতা। সমতায় ফেরার পর এগিয়ে যাওয়ার মতো ফুটবল খেলতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। বরং রক্ষণ নিয়ে চিন্তা থাকবেই ইস্টবেঙ্গল কোচের। আনোয়ার, হিজাজিদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব কলিঙ্গ স্টেডিয়ামেও দৃষ্টিকটু দেখিয়েছে।

প্রভাত লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ার আগেই অবশ্য পিছিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। ৬৯ মিনিটে আহমেদ জাহুর নেওয়া ফ্রি কিকে মাথা ছুঁইয়ে ওড়িশাকে এগিয়ে দেন মুরতাদা ফল। ১০ জন হয়ে যাওয়া ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে সমতা ফেরানো কঠিন হয়ে যায়। সমতা ফেরাতেও পারেননি ব্রুজোর ফুটবলারেরা। দ্বিতীয় গোল খাওয়ার পর কিছুটা এলোমেলো ফুটবল খেলতে শুরু করেন লাল-হলুদ ফুটবলারেরা। প্রভসুখন গিল একাধিক বার দলের নিশ্চিত পতন রোধ করেন। না হলে আরও বড় ব্যবধানে হারতে হত ইস্টবেঙ্গলকে।

হারতে হারতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া দলের হাল ফেরাতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে ব্রুজোকে। হয়তো ফুটবলারদের থেকেও বেশি। লাল-হলুদ রক্ষণের অবস্থা উদ্বেগজনক। মাঝমাঠ এবং আক্রমণ ভাগ মন্দের ভাল। তবে প্রতিপক্ষের বক্সের মধ্যে সুযোগ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করতে না পারলে বিপদ আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের নিজেদের উপর বিশ্বাস ফিরে পেতে হবে। যতটা সম্ভব ভাল খেলার চেষ্টা করতে হবে। নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া বৃদ্ধি করতে হবে। শুরুর ১০-১২ মিনিটের আগ্রাসী ফুটবলে যে লাভের লাভ হয় না, তার প্রমাণ ওড়িশা ম্যাচ।

# অবসর ভেঙে টেস্টে ফেরার ইঙ্গিত ওয়ার্নারের, ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলতে চান অস্ট্রেলীয় ওপেনার

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** দেশের প্রয়োজনে অবসর ভেঙে মাঠে ফিরতে রাজি ডেভিড ওয়ার্নার। দরকারে ভারতের বিরুদ্ধে বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি খেলবেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ওপেনার। শুধু মুখের কথা নয়, নিজেকে প্রস্তুত রাখতে শেফিল্ড শিল্ডে খেলার কথা বলেছেন অস্ট্রেলীয় ওপেনার।

গত জানুয়ারিতে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন ওয়ার্নার। সাড়ে ন'মাস পরেই সেই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার কথা জানালেন। ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন তিনি। এক সাক্ষাৎকারে ওয়ার্নার বলেছেন, ''আমাকে সব সময় পাওয়া যাবে। শুধু একটা ফোনের অপেক্ষা। আমি সব সময় তৈরি। আমাদের দল ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ লাল বলের ক্রিকেট খেলেছে। তাই আমার পরিস্থিতি বাকিদের মতোই। ওরা যদি মনে করে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজে আমাকে প্রয়োজন, তা হলে আমি খুশি মনেই শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচ খেলব।'' ওয়ার্নার আরও বলেছেন, ''টেস্ট ক্রিকেট থেকে আমার অবসরের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। কারণ সত্যিই শেষ করতে চেয়েছিলাম। তবে প্রয়োজন হলে আমি আবার মাঠে নামার জন্য তৈরি। আমি পালিয়ে যাওয়ার ছেলে নই।''

ওয়ার্নার অবসর নেওয়ার পর টেস্টে স্টিভ স্মিথকে দিয়ে ওপেন করানোর সিদ্ধান্ত নেয় অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু ইনিংস শুরু করে সাফল্য পাননি অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক। আটটি ইনিংসে ২৮.৫০ গড়ে করেছেন ১৭১ রান। তাঁর চার নম্বর জায়গায় খেলছিলেন ক্যামেরন গ্রিন। তিনি চোটের জন্য ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন। স্মিথও আবার নিজের চার নম্বরে ফিরতে চান। অধিনায়ক প্যাট কামিন্স, কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড এবং নির্বাচকেরাও স্মিথকে আশ্বাস দিয়েছেন চার নম্বর জায়গা ফিরিয়ে দেওয়ার। এই পরিস্থিতিতে বর্ডার-গাওস্কর ট্রফিতে নতুন ওপেনিং জুটি ঠিক করতে হবে অস্ট্রেলিয়াকে। সম্ভবত সেই সুযোগ নিতেই ওয়ার্নার নিজের দাবি জানিয়ে রাখলেন। উল্লেখ্য, গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শেষ বার দেশের হয়ে খেলেছেন ওয়ার্নার।

# রাওয়ালপিন্ডিতে তিন স্পিনার নিয়ে খেলবে ইংল্যান্ডও

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** পাকিস্তানের পথেই হাঁটল ইংল্যান্ড। রাওয়ালপিন্ডিতে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টেস্টে তিন বিশেষজ্ঞ স্পিনার নিয়ে খেলবে বেন স্টোকসের দল। ম্যাচ শুরুর দুই দিন আগেই আজ একাদশ জানিয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ড। মুলতানে খেলা দুই স্পিনার শোয়েব বশির ও জ্যাক লিচের সঙ্গে যোগ হয়েছেন লেগ স্পিনার রেহান আহমেদ। রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট শুরু হবে বৃহস্পতিবার। তিন টেস্টের সিরিজে এখন ১-১ সমতা।

তিন স্পিনারের পথে না হেঁটে ইংল্যান্ডের উপায় ছিল না। মুলতানে দ্বিতীয় টেস্টে স্পিনে নাজেহাল হয়েই হেরেছেন বেন স্টোকসরা। ওই টেস্টের মতোই রাওয়ালপিন্ডিতেও স্পিন-বান্ধব উইকেট বানিয়েছে পিসিবি। তাই পেসার কমিয়ে তিন স্পিনার নিয়ে খেলার এই সিদ্ধান্ত।

মুলতানের প্রথম টেস্টে হারের পর অভাবনীয়ভাবে প্রথম টেস্টের উইকেটেই দ্বিতীয় ম্যাচটি আয়োজন করে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পুরোনো উইকেটে স্পিন ধরবে, তাই সে ম্যাচে তিন বিশেষজ্ঞ স্পিনার নোমান আলী, সাজিদ খান ও জাহিদ মেহমুদকে নিয়ে খেলে।

এঁদের দুজন নোমান ও সাজিদ মিলেই ইংল্যান্ডের ২০ উইকেট নিয়ে দলকে জয় এনে দেন।

মুলতানে খেলা দুই পেসার ব্রায়ডন কার্স ও ম্যাথু পটসকে ইংল্যান্ড রাখেনি তৃতীয় টেস্টের দলে। দলে ফেরানো হয়েছে পেসার গাস অ্যাটকিনসনকে। এ ছাড়া পেসার হিসেবে আছেন অধিনায়ক বেন স্টোকসও।

তিন স্পিনার নেওয়ার ব্যাখ্যায় ইংলিশ ব্যাটসম্যান হ্যারি ব্রুক বিবিসিকে বলেছেন, 'এখানে সম্ভবত সুইং ও সিম (মুভমেন্ট) পাওয়া যাবে না। পিচ দেখার আমরা ভেবেছি কীভাবে সেরা দল নিয়ে মাঠে নামা যাবে।'

দুই বছর আগে পাকিস্তানেই টেস্ট অভিষেক হয়েছিল ১৮ বছর বয়সী রেহান আহমেদের। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সে টেস্ট খেলার রেকর্ড গড়া রেহান এখন পর্যন্ত ৪ টেস্ট খেলে পেয়েছেন ১৮ উইকেট।

মুলতানে দ্বিতীয় টেস্টের আগে উইকেটের দুই প্রান্তে বিশাল দুই ফ্যান বসিয়ে পিচে বাতাস দিয়েছিল পাকিস্তান। রাওয়ালপিন্ডিতেও একই দৃশ্য দেখা গেছে গত কয়েক দিনে। উইকেট শুকনা রেখে বেশি স্পিন পেতে ও স্পিনারদের গ্রিপ রাখতেই এই ব্যবস্থা। আর সেটি দেখেই তিন স্পিনার নিয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইংল্যান্ড।

# মুশফিক-মাহমুদুলের দিকে তাকিয়ে বাংলাদেশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** দিনের বাকি আর কয়েকটি বল। সেগুলো সামলাতে পারলে রাতটাও নিশ্চিন্তে পার করে দেওয়া যায়। কিন্তু পড়ন্ত বেলায় মাহমুদুল হাসানের মাথায় ঠিক কী কারণে এত তাড়াহুড়োর চিন্তা এল, তা তিনিই ভালো বলতে পারবেন।

বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংসের ২৮তম ওভার করতে এলেন ডেন পিট। তাঁর প্রথম বলেই ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে বড় শট খেলতে গেলেন। ব্যাট-বলে সংযোগ তো হলোই না, উল্টো পড়ে গেলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটকিপার কাইল ভেরেইনা বেল দুটি ফেলে দেওয়ার আগমুহূর্তে মাহমুদুল ব্যাটটা ক্রিজে রাখতে না পারলে আরও বড় বিপদ হতে পারত বাংলাদেশের।

অবশ্য এর আগে সাদমান ইসলাম ও মুমিমুল হকের দ্রুত ফিরে যাওয়া কিংবা নাজমুল হোসেনের আরেকবার বড় ইনিংস খেলতে না পরা তো বিপদেরই লক্ষণ। স্বস্তির বিষয়টা এটাই, পিটের ওই বলটির পরেই আলোকস্বল্পতার কারণে দিনের খেলার ইতি টানলেন মাঠের দুই আম্পায়ার নিতিন মেনন ও জোয়েল উইলসন।

তাতে বাংলাদেশ দ্বিতীয় দিন শেষে তুলতে পারল ৩ উইকেটে ১০১ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার চেয়ে

পিছিয়েও ১০১ রানে। ওপেনার মাহমুদুল ৩৮ আর মুশফিকুর রহিম ৩১ রান নিয়ে আগামীকাল তৃতীয় দিন শুরু করবেন। বাংলাদেশ সমর্থকেরা নিশ্চয় চাইবেন, কাল এ দুজনের মধ্যে অন্তত একজনের ইনিংস তিন অঙ্কে পৌঁছাক। নয়তো আরেকটি পরাজয় চোখরাঙানি দিতে থাকবে।

মিরপুর টেস্টে শুরুর আগে ৩ সংস্করণ মিলিয়ে সর্বশেষ ৩০ ইনিংসে ফিফটি মাত্র একটি। এমন বাজে ফর্ম নিয়ে পরশু ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্ন করা হলে নাজমুল জানান, তাঁর ব্যাটিং জ্ঞান সাংবাদিকদের চেয়ে বেশি। কোন পিচে কী ধরনের শট খেলতে হবে, সেটাও তাঁর জানা।

কিন্তু বাংলাদেশ অধিনায়কের কথার সঙ্গে কাজের মিল পাওয়া গেল না খুব একটা। কাল টেস্টের প্রথম দিনের প্রথম সেশনে ৭ রান করে আউট হওয়া নাজমুল দলের প্রাথমিক বিপর্যয়ে আজ আবারও হাল ধরতে ব্যর্থ। কেশব মহারাজের বলে এলবিডব্লুর ফাঁদে পড়ার আগে করতে পেরেছেন ২৩ রান।

অথচ বাংলাদেশে তো বটেই, এশিয়ার মাটিতে প্রথমবারের মতো টেস্টে ব্যাটিং করতে নেমেই কাইল ভেরেইনা পেয়ে গেছেন সেঞ্চুরির দেখা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপদে হাল ধরে চুপচাপ নিজের কাজটা করে গেছেন। প্রথমে উইয়ান মুল্ডারের সঙ্গে সপ্তম উইকেটে ১১৯, পরে ডেন পিটের সঙ্গে নবম উইকেটে গড়েছেন ৬৬ রানের জুটি। ভেরেইনা, মুল্ডার ও পিটের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়েই প্রথম ইনিংসে ২০২ রানের লিড নিতে পেরেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

টেস্টের প্রথম ইনিংসে ব্যাটসম্যানদের আসা-যাওয়ার মিছিলে বাংলাদেশ অলআউট হয় মাত্র ১০৬ রানে, যা মিরপুরে এক ইনিংসে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন। তবে তাইজুল ইসলামের ঘূর্ণিতে দক্ষিণ আফ্রিকা ৬ উইকেট হারিয়ে ১৪০ রান তুলে প্রথম দিন শেষ করে। তখন অনেকেই ধরে নেন, আজ প্রথম সেশনের শুরুতেই বাকি ৪ উইকেট তুলে নিয়ে সফরকারীদের লিড খুব বেশি বাড়তে দেবেন না বাংলাদেশের বোলাররা।

কিন্তু ভেরেইনা-মুল্ডার যেন আজ ভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েই নেমেছিলেন। ক্রিজে আঁকড়ে পড়ে না থেকে দ্রুত রান তোলার চেষ্টা করেছেন, দুজন সুইপ শট খেলার হিড়িক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

মধ্যাহ্ন বিরতির আগমুহূর্তে হাসান মাহমুদ টানা দুই বলে মুল্ডার ও কেশব মহারাজকে আউট করলেও পিটের সঙ্গে আরেকটি কার্যকর জুটি গড়েন ভেরেইনা। তাতে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসটা লম্বা হয় মধ্যাহ্ন বিরতির পর আরও সোয়া এক ঘণ্টা। প্রোটিয়াদের শেষ দুটি উইকেট নেন মেহেদী হাসান মিরাজ। ভেরেইনা শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হওয়ার আগেই সফরকারীদের সংগ্রহ ৩০০ আর লিড ২০০ পেরিয়ে যায়।

ইতিহাস বলছে, প্রথম ইনিংসে ২০০ বা তার চেয়ে বেশি রানে পিছিয়ে থাকার পর বাংলাদেশ কোনো টেস্ট জিততে পারেনি। হার এড়াতে পেরেছে মাত্র ৪ বার, যার দুটিতেই ছিল বৃষ্টির আশীর্বাদ। এবার কী হবে, তা আগামীকালই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

**সংক্ষিপ্ত স্কোর**

**বাংলাদেশ ১০৬ ও ২৭.১ ওভারে ১০১/৩ (মাহমুদুল ৩৮*, মুশফিক ৩১*, নাজমুল ২৩, সাদমান ১, মুমিনুল ০; রাবাদা ২/১০, মহারাজ ১/৩৩)।**

**দক্ষিণ আফ্রিকা ১ম ইনিংস ৮৮.৪ ওভারে ৩০৮ অলআউট (ভেরেইনা ১১৪, মুল্ডার ৫৪, পিট ৩২, ডি জর্জি ৩০; তাইজুল ৫/১২২, হাসান ৩/৬৬, মিরাজ ২/৬৩)।**

**দ্বিতীয় দিন শেষে বাংলাদেশ ১০১ রানে পিছিয়ে।**

# ফুটবল বিশ্বকাপের সেরা ফোরলান টেনিসে অভিষেকের অপেক্ষায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ডিয়েগো ফোরলান সাবেক ফুটবলার। ডিয়েগো ফোরলান এখন টেনিস খেলোয়াড়!

উইকিপিডিয়ায় তাঁর পরিচয়টাও দেখে নিতে পারেন। ফোরলানকে এত দিন তাবৎ দুনিয়া উরুগুয়ের ফুটবল কিংবদন্তি হিসেবে চিনেছে। ২০১০ বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়, যৌথভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতা ও টুর্নামেন্টের সেরা গোলও ছিল তাঁর।

শুধু কি তা,ই, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও আতলেতিকো মাদ্রিদের হয়ে জিতেছেন ইউরোপা লিগও। জাতীয় দলের জার্সিতে জিতেছেন কোপা আমেরিকা। উইকিপিডিয়ায় এমন একজন ফুটবলারের পরিচয়টা যখন শুরু হয় 'উরুগুয়ের পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়...', তখন অবাক হতেই হয়।

আসলে টেনিসের সঙ্গে ফোরলানের প্রথম সখ্য ছোটবেলায়। গত বছর আবারও টেনিস খেলা শুরু করেন ৪৫ বছর বয়সী ফোরলান। এরপর জল গড়িয়েছে অনেক দূর। ফোরলান এখন পেশাদার টেনিস টুর্নামেন্টের কোর্টে নামার অপেক্ষায়। আগামী মাসে শুরু হতে যাওয়া উরুগুয়ে ওপেন দিয়ে এটিপি চ্যালেঞ্জার্স টেনিসে অভিষেক হবে দেশটির জাতীয় ফুটবল দলের জার্সিতে তৃতীয় সর্বোচ্চ গোল করা ফোরলানের। দ্বৈত ইভেন্টে আর্জেন্টিনার ফেদেরিকো কোরিয়ার

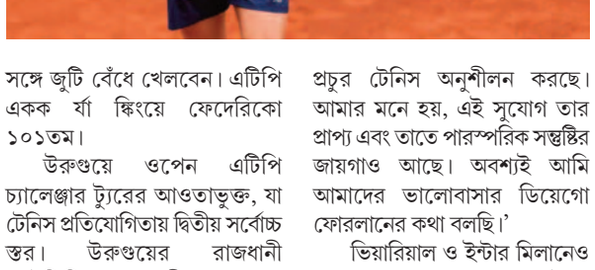

সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলবেন। এটিপি একক র‍্যাঙ্কিংয়ে ফেদেরিকো ১০১তম।

উরুগুয়ে ওপেন এটিপি চ্যালেঞ্জার ট্যুরের আওতাভুক্ত, যা টেনিস প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্তর। উরুগুয়ের রাজধানী মন্টেভিডিওতে আগামী ১১ নভেম্বর শুরু হয়ে ১৭ নভেম্বর শেষ হবে এই টুর্নামেন্ট। উরুগুয়ে ওপেন টুর্নামেন্টের পরিচালক ডিয়েগো লোপেজ জানিয়েছেন, ফোরলানকে খেলার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তিনি প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছেন।

উরুগুয়ে ওপেন টুর্নামেন্টের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে লোপেজ বলেছেন, 'সে খেলতে চায়, এই নিশ্চয়তা আছে আমার কাছে। অনেক দিন ধরেই সে প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রচুর টেনিস অনুশীলন করছে। আমার মনে হয়, এই সুযোগ তার প্রাপ্য এবং তাতে পারস্পরিক সন্তুষ্টির জায়গাও আছে। অবশ্যই আমি আমাদের ভালোবাসার ডিয়েগো ফোরলানের কথা বলছি।'

ভিয়ারিয়াল ও ইন্টার মিলানেও খেলা ফোরলান ২০১৯ সালে ফুটবল ছাড়েন। গত জুনে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'মার্কা'য় নিজের টেনিস প্রেমের কথা বলেছিলেন ফোরলান, 'আমার বাবা ফুটবল খেলতেন এবং অবসর নেওয়ার পর ৪১ বছর বয়সে তিনি টেনিস খেলতে শুরু করেন। আমি (টেনিস) শুরু করেছিলাম ২ বছর বয়সে। তারপর তো এটা জানাই, আমি এই খেলায় নিজেকে উৎসর্গ করার আগে ফুটবলে নিজেকে উৎসর্গ করেছি।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Puhlished at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata-700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663, Email: dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।

**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**